পঞ্চদশ বর্ষ [১৩৩৪—বৈশাখ] প্রথম উপন্যাস

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত

'রহস্য-লহরী'

উপন্যাস-মালার

১১২ নং সচিত্র উপন্যাস

চীনের চালবাজি

[প্রথম সংস্করণ]

২-এ, অক্রূর দত্ত লেন, কলিকাতা
'রহস্য-লহরী' বৈদ্যুতিক মেসিন-প্রেসে
শ্রীদিব্যেন্দ্রকুমার রায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

'রহস্য-লহরী' কার্য্যালয়—
মেহেরপুর, জেলা নদীয়া।

এই খণ্ডের পূর্ণ মূল্য এক টাকা চারি আনা।

অশ্বারোহী সৈন্যেরা তরবারি কোষমুক্ত করিয়া গম্ভীর গর্জ্জনে শত্রু-সৈন্যের উপর নিপতিত হইল। (১৩২ পৃষ্ঠা)।

চীনের চালবাজি

সূচনা

(১)

চীন সাগরে কাইতু নামক দ্বীপটি কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ ভাগে যেরূপ নগণ্য স্থান ছিল, এখন আর তাহা সেরূপ নগণ্য নহে; উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও এই দুর্গম দ্বীপটি ইউরোপের সুসভ্য শ্বেতাঙ্গ জাতিসমূহের শ্যেনদৃষ্টি অতিক্রম করিয়া সম্পূর্ণ উপেক্ষিত ভাবে পড়িয়া ছিল; এবং চীন ও মালয় দেশের যে সকল দস্যু চীন সাগরে বোম্বেটেগিরি করিয়া জীবিকার সংস্থান করিত। তাহাদের বিপদের সম্ভাবনা ঘটিলে এই দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহারা নিঃশঙ্ক হইত। এখানে লুকাইলে তাহাদের আর ধরা পড়িবার আশঙ্কা থাকিত না।

কাইতু দ্বীপের সুদৃশ্য তটভূমি তাল নারিকেল-কুঞ্জে সমাচ্ছাদিত। দ্বীপের ভিতর যে সকল বৌদ্ধমন্দির আছে, সায়ংকালে তাহাদের ঘণ্টাধ্বনি বহুদূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায়; নানা জাতীয় আরণ্য কুসুমের মধুর সৌরভ শীতল নৈশ সমীরণ-প্রবাহে ভাসিয়া আসিয়া বায়ুমণ্ডল সুরভিত করে। আধুনিক কালে কাইতু দ্বীপের বহু পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইলেও, যে সকল প্রাকৃতিক বিশেষত্ব প্রাচ্যের চিরন্তনের সম্পদ, তাহাদের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই; যুগান্ত কাল পর্য্যন্ত তাহা অপরিবর্ত্তিত থাকিবে।

পূর্ব্বকালে এই দ্বীপে অধিক লোকের বসতি ছিল না; অযত্নসম্ভূত বিশাল অরণ্যানীর সুশীতল-বিটপিচ্ছায়ায় যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর বিক্ষিপ্ত ভাবে

বিরাজিত ছিল, সেখানে জলদস্যুগণের স্ত্রী ও শিশু পুত্রকন্যাগুলি বাস করিত। দস্যুরা সাগরে দস্যুবৃত্তি করিয়া যে সকল ধনসম্পত্তি লুঠিয়া আনিত, তাহাদ্বারা কিছুকাল নিশ্চিন্ত চিত্তে পরিবার প্রতিপালন করিত, সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, এবং প্রতিবেশীবর্গের সুখে দুঃখে ও উৎসবানন্দে তাহাদের সহিত যোগদান করিত। তাহাদের সংসার-যাত্রার প্রণালী দেখিলে কেহই বলিতে পারিত না যে, তাহারা ভীষণপ্রকৃতি নিষ্ঠুর সমুদ্রচর জলদস্যু। অথচ তাহাদের উপদ্রবে ধনরত্নপূর্ণ কত জাহাজ লুণ্ঠিত হইয়া চীন সাগরের গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে, সেই সকল পোতের আরোহীবর্গ ও নাবিকের দল সাগর-গর্ভে জীবন্ত সমাহিত হওয়ায় কত সুখের সংসারে শোকের কলরোল উত্থিত হইয়াছে, কত ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত পরিবার সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথের ভিখারী হইয়াছে, কে তাহাদের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতে পারে?

এই দ্বীপে যে সকল ক্ষুদ্র কুটীর ছিল, সেই সকল কুটীরের কিছু দূরে অবস্থিত একখানি বৃহৎ কুটীরে এক দিন রাত্রিকালে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে জ্যোৎস্নালোকে দেখিতে পাওয়া যাইত—দুইজন মালয় প্রহরী সেই কুটীরের বংশনির্ম্মিত সোপানেব নিকটে দাঁড়াইয়া দ্বার রক্ষা করিতেছিল। প্রহরীদ্বয় সশস্ত্র; তাহাদের স্কন্ধে রাইফেল, কটিদেশের তীক্ষ্ণধার সুদীর্ঘ ছোরা কোষে আবদ্ধ কিন্তু কুটীরখানি এরূপ নিস্তব্ধ যে, তাহার ভিতর কোন লোক আছে কি না বুঝিবার উপায় ছিল না।—দূরবর্ত্তী কোন কোন কুটীর হইতে দুই একটি শিশুর ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইতেছিল; ইহা ভিন্ন কোন দিকে জনমানবের সাড়াশব্দ ছিল না।

অদূরে শান্ত সমুদ্রের সলিলরাশি শুভ্র চন্দ্রকিরণে পীতাভ দেখাইতেছিল সেই জলের উপর ভাসমান জলযানসমূহ হইতে বিচিত্র কলরোল উত্থিত হইতেছিল। সেখানে পঁচিশখানি বৃহদাকার 'জঙ্ক' নঙ্গরে বাঁধা ছিল। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার ডিঙ্গীতে লম্বা লম্বা সরু কাঠের বাক্স বোঝাই করা হইয়াছিল, এইরূপ বহু বাক্সে এক একখানি ডিঙ্গী পরিপূর্ণ, এবং ডিঙ্গীর সংখ্যাও অল্প নহে। মালয় জাভানী মাঝি-মাল্লার দল এই সকল ডিঙ্গী জঙ্কগুলির পাশে লইয়া গিয়া ডি-

মাল জঙ্কে তুলিয়া দিতেছিল। মাঝি-মাল্লাগুলি বলবান, তাহাদের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ; তাহারা অদ্ভুত তৎপরতার সহিত ক্ষেপণি সঞ্চালনে জলরাশি আলোড়িত করিয়া সবেগে ডিঙ্গী চালাইতেছিল; কিন্তু সকলেই নির্ব্বাক, যেন কলের পুতুল!

'জঙ্ক'গুলি সারি সারি যেখানে নঙ্গর করিয়া ছিল, সেই স্থানটি সমুদ্রের খাঁড়ি, সেখানে সমুদ্র গভীর নহে; এইজন্য সেই স্থানে জাহাজ আসিবার উপায় ছিল না। বিভিন্ন ডিঙ্গীর মালে জঙ্কগুলি পরিপূর্ণ হইলে জঙ্কের নঙ্গর তুলিয়া লওয়া হইল; তখন জঙ্কগুলি, একখানির পর আর একখানি, তাহার পর আর একখানি—এইরূপ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সেই খাঁড়ি হইতে বাহির হইয়া বহিঃ-সমুদ্রে প্রবেশ করিল, এবং একখানি প্রকাণ্ড জাহাজের পাশে উপস্থিত হইল। জাহাজখানির ডেক উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত। জাহাজের খালাসীরা ডেকের উপর দিয়া ব্যগ্রভাবে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। অনেকে জঙ্কগুলিতে নামিয়া জঙ্কের মাল জাহাজের খোলের ভিতর নামাইয়া দিতে লাগিল। মালের বাক্স অসংখ্য; ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া নামাইয়াও যেন তাহা ফুরায় না! বহুসংখ্যক কুলি এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিল; কতকগুলি কুলি মালয় ও জাভানী, কিন্তু চীনাম্যান কুলির সংখ্যাই অধিক। একদল কৃষ্ণকায় কুলি পরিশ্রান্ত হইয়া ডেকের উপর বিশ্রাম করিতে লাগিল; তাহারা ঘটা করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে গল্প আরম্ভ করিল। আর একদল কুলি তাহাদের পরিবর্ত্তে বাক্স বহিতে গেল। জাহাজের একজোড়া প্রকাণ্ড চিমনী দিয়া ধূমরাশি উদ্গীরিত হইয়া শূন্যে বিলীন হইতে লাগিল। বিপুলকায় জাহাজখানি সেই জ্যোৎস্নালোকিত সমুদ্রবক্ষে চিত্রবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল।

এই জাহাজের সুসজ্জিত সুদৃশ্য সেলুন দেখিলে মনে হইত তাহা ইউরোপীয়-গণের বাসের উপযোগী; কারণ তাহা ইউরোপীয় কায়দায়, ইউরোপীয় রুচি অনুসারে সজ্জিত। কিন্তু সেই সেলুনের মধ্যস্থলে দুইখানি চেয়ারে যে দুইজন লোক উপবিষ্ট ছিল—তাহারা ইউরোপীয় নহে; তাহারা চীনাম্যান!

এই উভয় ব্যক্তিই 'রহস্য-লহরী'র অধিকাংশ পাঠকপাঠিকাগণের পরিচিত; এক নব্যচীনের সর্ব্বপ্রধান নায়ক, মাঞ্চুরাজবংশের গৌরবস্বরূপ, কূটরাজনীতিজ্ঞ,

ও অসাধারণ চতুর কর্ম্মবীর সুবিখ্যাত প্রিন্স আউ-লিং। দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী সান।

প্রিন্স আউ-লিং সুপ্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভ মিঃ ব্লেকের হস্তে পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়াও তাঁহার আজীবনের সুদৃঢ় সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন নাই; তাঁহার জীবনের ব্রত উদ্‌যাপিত হয় নাই। এই জাহাজে বসিয়াও তিনি এসিয়া হইতে শ্বেতাঙ্গজাতির নির্ব্বাসনের উপায় উদ্ভাবন-চিন্তায় বিভোর। এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ম তিনি জীবনপণ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠকপাঠিকাগণের অজ্ঞাত নহে।

প্রিন্স আউ-লিংএর সম্মুখে টেবিলের উপর নানা আকারের কাগজপত্র, দলিল, নক্সা থরে থরে সজ্জিত ছিল। আউ-লিংএর বামে একটি খোলা আলমারির ভিতর কতকগুলি মানচিত্র জড়ান ছিল। টেবিলের উপর তাঁহার দক্ষিণ ভাগে সিগারেট-পূর্ণ একটি বাক্স! সিগারেটগুলি পীতবর্ণ। সিগারেট ভিন্ন অন্য কোন বিলাসের উপকরণ সেই প্রশস্ত কক্ষের কোন স্থানেই ছিল না। স্বদেশের কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়া, তামাক ভিন্ন অন্য সকল রকম বিলাস-দ্রব্যই তিনি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

সেই সময় তিনি দেশীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত ছিলেন। তাঁহার পরিচ্ছদ জাফ্রাণী রঙ্গের রেশমী বস্ত্রে নির্ম্মিত, তাহা বহুমূল্য সুচিক্কণ চীনাংশুক; তাহা তাঁহার বংশমর্য্যাদার নিদর্শনসূচক। তাঁহার স্কন্ধে সোনার জরীর ফিতার সহিত স্বর্ণনির্ম্মিত একটি পতঙ্গ আবদ্ধ। তিনি যে চীনসাম্রাজ্যের 'পীতপতঙ্গ সম্প্রদায়' নামক গুপ্ত রাজনীতিক সম্প্রদায়ের অধিনায়ক—এই পতঙ্গটি তাঁহার সেই পদগৌরবের পরিচায়ক। 'চীনের চক্র' নামক উপন্যাসে এই পীতপতঙ্গ সম্প্রদায়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভবিষ্যতে 'চীনের পীতপতঙ্গ' নামক উপন্যাসে এই গুপ্ত সম্প্রদায়-সংক্রান্ত অনেক রহস্যপূর্ণ কাহিনী লিপিবদ্ধ হইবে। আউ-লিংএর বাম হস্তের মধ্যমাঙ্গুলিতে একটি হীরকাঙ্গুরি ভিন্ন, তাঁহার অঙ্গে অন্য কোন অলঙ্কার ছিল না। সেই হীরাখানিও পীতবর্ণ; তাহাতে উজ্জ্বল বিদ্যুতালোক প্রতিফলিত হওয়ায় তাহা ধ্বক্‌-ধ্বক্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল। সানের পরিধানে কৃষ্ণবর্ণ ডোরা-বিশিষ্ট একটি লোহিত পরিচ্ছদ ছিল; কিন্তু প্রিন্স আউ-লিং সর্ব্বদা জাফ্রাণী রঙ্গের

পরিচ্ছদই পরিধান করিতেন। চীনের মাঞ্চুবংশীয় সম্রাটগণের ইহাই রাজকীয় পরিচ্ছদের বর্ণ ছিল। প্রিন্স অন্য বর্ণের পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন না।

প্রিন্স আউ-লিং চীনাভাষায় লিখিত কি একখানি 'রিপোর্ট' পাঠ করিতে করিতে তাহার এক এক অংশ লাল পেন্সিল দিয়া চিহ্নিত করিতেছিলেন, এবং প্রয়োজনানুসারে তাহার পাশে মন্তব্য লিখিতেছিলেন ; সান তাঁহার পাশে বসিয়া কতকগুলি কাগজপত্র গুছাইয়া বাণ্ডিল বাঁধিতেছিল। উভয়েই নিস্তব্ধ, যেন তাঁহাদের কথা কহিবারও অবসর ছিল না। প্রায় দুই ঘণ্টা এই ভাবে অতীত হইলে, প্রিন্স আউ-লিং মুখ তুলিয়া সানের মুখের দিকে চাহিলেন এবং মৃদুস্বরে তাহাকে বলিলেন, "সান, তোমার লিখিত 'রিপোর্টে' যদি ভ্রম প্রমাদ না থাকে, তাহা হইলে আমাকে স্বীকার করিতে হইবে—কাজ বেশ ভালই চলিতেছে। তোমার পরিশ্রম বিফল হয় নাই, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়।"—তিনি একটি সিগারেট ধরাইয়া ধূমপানে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রভুর প্রশংসায় সান খুসী হইয়া বলিল, "হাঁ, ধর্ম্মাবতার! আমার রিপোর্ট সম্পূর্ণ নির্ভুল। উহাতে যে সংখ্যাগুলি (figures) লিখিত হইয়াছে—মহিমময় তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন ; তাহাদের সত্যতা সম্বন্ধে আমার মাথা জামিন! যদি আমার কার্য্যে মহিমময় সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার জন্ম সার্থক, পরিশ্রম সফল।"

আউ-লিং বলিলেন, "তোমার এই সুদীর্ঘ তালিকার শেষাংশ আমি পড়িয়া উঠিতে পারি নাই সান! শেষটা কি লিখিয়াছ জানিতে চাই। আমাদের আরব্ধ কার্য্যে কোন বাধা উপস্থিত না হইলেই মঙ্গল।'

সান বলিল, "মহানুভব! আমার লিখিত বিবরণীতে সকল বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মহিমময়ের আদেশ হইলে এই অধম তাহা পাঠ করিয়া ধর্ম্মাবতারকে শুনাইতে পারে।"

'ধর্ম্মাবতার' একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন, "না, না ; উহা পড়িয়া শুনাইবার প্রয়োজন নাই। কাজ কি ভাবে কত দূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা নিশ্চিতই তোমার স্মরণ আছে, তুমি মুখেই বল, শুনি।—সঙ্ক্ষেপে বল।"

সান রিপোর্টখানি হাতে লইয়া দুই একবার তাহার পাতা উল্টাইয়া কি দেখিয়া লইল; তাহার পর বলিল, "দক্ষিণ আমেরিকা হইতে আসিয়া সেই দেশের দূতেরা মহিমময়ের সহিত গুপ্তপরামর্শ করিয়া বিদায় লইবার পর, ধর্ম্মাবতার রাজ্যের প্রধানগণের সহিত আলোচনা করিয়া এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন যে, আমাদের দেশের বহুসংখ্যক শ্রমজীবী এই পুণ্যভূমি হইতে বিদায় লইয়া সেই দেশে গমন করিবে। মহিমময়ের সেই আদেশ পালনের ভার এই অধমের দুর্ব্বল স্কন্ধে পতিত হইলে, অধীন সেই আদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিল। সেই চেষ্টা কি পরিমাণে সফল হইয়াছে তাহা বলিতেছি, ধর্ম্মাবতার অবধান করিলে অধম দাস কৃতার্থ হইবে।

"মহিমবরের আদেশ এই সুবিস্তীর্ণ স্বর্গীয় সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবার পর হইতে একাল পর্য্যন্ত চল্লিশ সহস্র স্বদেশবাসী সুপবিত্র মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ আমেরিকায় গমন করিয়াছে। তাহারা দক্ষিণ আমেরিকায় দুর্গম অরণ্যময় প্রদেশে প্রবেশ করিয়া চাষবাসের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক ও আশাপ্রদ হইয়াছে বলিয়াই এই দাসানুদাসের ধারণা। তাহারা সেই সকল শ্বাপদসঙ্কুল দুর্গম অরণ্য শাণিত কুঠারাঘাতে নির্ম্মূল করিয়া সুবিশাল প্রান্তরে পরিণত করিয়াছে; তাহার পর সেই প্রান্তরের কিয়দংশে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছে, অবশিষ্টাংশ কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে। সেই দুর্গম মহারণ্যের যে অংশে কখন মনুষ্যের ছায়া পড়ে নাই, যে স্থান ভীষণপ্রকৃতি আরণ্য পশুর গম্ভীর গর্জ্জনে নিরন্তর প্রতিধ্বনিত হইত, এবং ব্যাঘ্র ভল্লুক বরাহাদি পশু যেখানে শত শত বৎসর ধরিয়া বংশপরম্পরায় বাস করিতেছিল, সেই স্থান এখন ফলপুষ্প-শোভিত নয়নাভিরাম বিশাল উদ্যানে পরিণত হইয়াছে। তাহার চতুর্দ্দিকে জলাশয় খনন করা হইয়াছে, এবং সেই সকল জলাশয় বেষ্টন করিয়া কোথাও কদলীকুঞ্জ, কোথা দ্রাক্ষাকুঞ্জ, কোথাও নারিকেলকুঞ্জ ধরণীর শ্যামাঞ্চলের ন্যায় শোভা বিকাশ করিতেছে। সেই সকল উদ্যমশীল শ্রমনিষ্ঠ সহিষ্ণু ঔপনিবেশিকগণের কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের পুরস্কার-স্বরূপ জননী কমলা মুক্তহস্তে অজস্র ধন বিতরণ করিতেছেন। দক্ষিণ আমেরিকায়

মহাচীনের একটি বিশাল বিস্তীর্ণ উপনিবেশ ধীরে ধীরে গড়িয়া-উঠিয়া মহানুভবের চিরজীবনের আকাঙ্ক্ষা সফল করিবে, তাহার সম্ভাবনা অদূরবর্ত্তী বলিয়াই আশা হইতেছে।”

প্রিন্স আউ-লিংএর মুখমণ্ডল হর্ষোৎফুল্ল হইল; তিনি সিগারেটটি নিঃশেষ করিয়া বলিলেন, “তোমার কথা শুনিয়া আমার বুক আনন্দে ফুলিষা উঠিতেছে সান! আমি জানি চীনদেশের জনসাধারণ পরিশ্রমে ও সহিষ্ণুতায় পৃথিবীর সকল দেশের শ্রমজীবিগণের আদর্শস্থানীয়; ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রমজীবিরা বোতল বোতল মদ ও গাড়ী-বোঝাই গোরু শূয়োর উদরস্থ করিয়া যে শ্রমসাধ্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে না পারে, আমার স্বদেশবাসী এক মুঠা চানা ও এক লোটা জল খাইয়া তাহার দশগুণ কাজ অদ্ভুত দক্ষতার সহিত শেষ করিতে পারে; তথাপি ইউরোপীয়েরা বলে—তাহারা সকল বিষয়ে এসিয়াবাসীদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ তাহারা এসিয়াবাসীদের জুতার তলায় রাখিয়াছে। এ কথা শুনিয়া ক্রোধে অপমানে আমি অধীর হইয়া উঠি। তাহারা ভুলিয়া যায় যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বাহুবলে পরিশ্রমের শক্তিতে এসিয়াবাসীকে পদানত করে নাই; যে বলে তাহাদিগকে পদানত করিয়াছিল তাহা শঠতা, চতুরতা ও ভেদ বুদ্ধির কৌশল; এইজন্য তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের ঋণ পরিশোধ করিব বলিয়া আমিও সেই পন্থা অবলম্বন করিয়াছি। আউ-লিং ইচ্ছা করিলে দেবতা হইতে পারিত; কিন্তু বাধ্য হইয়া তাহাকে শয়তান হইতে হইয়াছে। দেবত্ব দ্বারা পশুত্বকে জয় করা যায়—একথা ভগবান তথাগত বলিয়া গিয়াছেন বটে; কিন্তু তাঁহাব উপদেশ মাথায় থাক, ‘এ সব দৈত্য নহে তেমন!’ যাহা হউক, কাজ আর কোন্ দিকে কিরূপ অগ্রসর হইয়াছে বল।”

সান বলিল, “ধর্ম্মাবতার, বহুসংখ্যক প্রবাসী চীনাম্যান বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া দুর্গম অরণ্যে পর্ব্বতাঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছে। সেই প্রদেশ ঐ অঞ্চলবাসী স্পানিয়ার্ডদের পক্ষেও দুরধিগম্য ছিল। দক্ষিণ আমেরিকার বন্যপ্রকৃতি আদিম অধিবাসীরা বহির্জ্জগতের সহিত সংস্রবহীন হইয়া জানোয়ারের মত সেখানে বাস করিত; আমাদের স্বদেশবাসীরা বাহুবলে তাহাদিগকে বিতা-

ড়িত করিয়া সেই সকল স্থান অধিকার করিয়াছে। সেই পার্ব্বত্য প্রদেশের যে অংশ আপনি মানচিত্রে চিহ্নিত করিয়াছিলেন, সেই স্থানটি কেন্দ্র করিয়া তাহারা তাহারই চতুর্দ্দিকে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই প্রদেশের পার্ব্বত্য অরণ্য অপসারিত করিয়া তাহারা দশ সহস্র একার পরিমিত ভূমি আবাদ করিয়াছে, এবং সেই কৃষিক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে গোধূম উৎপন্ন হইতেছে। এতদ্ভিন্ন দুই সহস্র একার জমীতে কফির চাষ চলিতেছে; পঞ্চাশ হাজার একার জমী কর্ষণ করিয়া সেখানে নারিকেলবৃক্ষ রোপিত হইয়াছে; কিন্তু যত দিন নারিকেল বাগান প্রস্তুত না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত সেই জমীতে ধান্যোৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহার সন্নিকটে নগর পত্তন করিবার জন্য বহুসংখ্যক পর্ণকুটীর ও মধ্যে মধ্যে সেনাবারিক নির্ম্মিত হইয়াছে। আত্মরক্ষায় সমর্থ করিবার জন্য সেই স্থানের অধিবাসিগণকে নিয়মিত রূপে ড্রিল শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

"এই অনাবিষ্কৃতপূর্ব্ব সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ আবিষ্কার করিয়াছেন—আমাদের সুযোগ্য ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ স্বদেশবাসী ডাক্তার ফু-কাই। এই নবপ্রতিষ্ঠিত উপনিবেশের শাসন-সংরক্ষণভার তাঁহারই হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। এই উপনিবেশ হইতে সমুদ্রতট পর্য্যন্ত একটি পথ নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই পথটি তিনশত মাইল দীর্ঘ; তাহা দুর্গম অরণ্য ও বিজন প্রান্তর ভেদ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। আমাদের প্রতিষ্ঠিত উপনিবেশে তারহীন টেলিগ্রাফ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং মহিমময় সে সকল প্রতিভাবান ছাত্রকে ইউরোপে ও আমেরিকায় পাঠাইয়া খনিবিদ্যায় পারদর্শী করিয়া আনিয়াছেন, তাঁহারা এই উপনিবেশের পার্ব্বত্য অঞ্চলে স্বর্ণখনি ও হীরকখনি আবিষ্কার করিয়া উপনিবেশটিকে অধিকতর গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন যে সকল যুবক উন্নত কৃষি বিদ্যায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আসিয়াছেন, কৃষিক্ষেত্রে শস্যোৎপাদন-ভার তাঁহাদেরই হস্তে ন্যস্ত হওয়ায় কৃষি কার্য্যেরও দিন দিন উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। যুগান্তকাল-ব্যাপী বিশাল অরণ্য নির্ম্মূল করিয়া যে সকল স্থান শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, বৈজ্ঞানিক উপায় তাহাদের উর্ব্বরতা সম্পাদন করায়, সেই সকল ক্ষেত্রে যে

শস্য উৎপাদিত হইতেছে—তাহা পরিমাণে যেরূপ অধিক, দানাগুলিও সেইরূপ পরিপুষ্ট।

"আমাদের এই নূতন উপনিবেশে রমণী ও শিশুগণকে বাদ দিয়া কেবল কর্ম্মক্ষম পুরুষের সংখ্যা এখন পাঁচ সহস্র। এতদ্ভিন্ন আরও পাঁচ সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্য শীঘ্রই এই উপনিবেশে প্রেরিত হইলে তাহারা ঔপনিবেশিক কৃষকগণের শান্তিরক্ষা করিয়া, তাহাদিগকে নিরুদ্বেগে তাহাদের আরব্ধ কার্য্যে নিবিষ্ট রাখিতে পারিবে।

"মহিমময়ের আদেশে আমাদের ঔপনিবেশিকগণ তাহাদের প্রতিবেশী সেই দেশের আদিম অধিবাসিগণের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছে, (established friendly relations) এবং তাহাদিগকে নানা বর্ণের ফুঁতির মালা, তামাক, লবণ, ও রঙ্গীন বস্ত্রাদি উপহার দিয়া এরূপ অনুগত ও বশীভূত করিয়াছে যে, 'কাজের দিন' তাহারা আমাদেরই পক্ষাবলম্বন করিবে; আমরা তাহাদের সাহায্যে বঞ্চিত হইব না।

"সে দেশের রাজদূতগণকে বশীভূত করিবার জন্য আপনি যে অর্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই নিঃশেষিত হইয়াছে। তাহারা আরও অধিক টাকার জন্য কলরব আরম্ভ করিয়াছে, এবং আমাদের উপনিবেশে জনসংখ্যার আধিক্য দেখিয়া বলিতেছে—এত অধিক সংখ্যক বৈদেশিকের আবির্ভাব অসঙ্গত ও আপত্তিজনক। এমন কি, ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের গবর্মেণ্টও আপত্তি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে—প্রাচ্য ভূখণ্ডের অধিক সংখ্যক লোককে অবাধে দক্ষিণ আমেরিকায় প্রবেশ করিতে দেওয়া বিপদজনক, এবং ইহা মন্‌রো বিধানের পরিপন্থী। (violation of the Monroe Doctrine)

প্রিন্স আউ-লিং নিস্তব্ধ ভাবে সানের কথাগুলি শুনিতেছিলেন; এইবার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সরোষে বলিলেন, "এই শূয়োরগুলা কি মনে করে আমরা দুগ্ধপোষ্য শিশু? (do those pigs take us for babes) মন্‌রো-বিধানের যুগ অতীত হইয়াছে। ষাঠ বৎসর পূর্ব্বে এই বিধান বলে ইউরোপকে যখন উহারা বোকা বনাইয়াছিল, প্রাচ্য ভূমণ্ডল তখন তাহাদের অপরিজ্ঞাত; অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিতও

বলিতে পার। সেই সময়ে বহির্জগতের (outer world) সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ ছিল না। নিজেদের গণ্ডীর মধ্যেই আমরা বিচরণ করিতাম; স্বদেশের বাহিরে দৃষ্টিপাতের প্রয়োজন ছিল না। এখন আমাদের দিন আগত। এখন যদি মনরো-বিধান আমার সঙ্কল্প সাধনে বাধা দান করে, তাহা হইলে আমি যে ভাবে শ্বেতাঙ্গ জাতি মাত্রকেই (all the whites) দূরে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছি, মনরো বিধানকেও তাহাই করিব।

"এই মার্কিন জাতিটা ভয়ঙ্কর দাম্ভিক; তাহারা মনে করিয়াছিল ভবিষ্যতে ইউরোপ কর্ত্তৃকই তাহারা বিপন্ন হইতে পারে। দম্ভবশতঃ এসিয়াকে তাহারা তুচ্ছ বোধে অগ্রাহ্য করিয়াছিল; এই জন্য মনরো-বিধান বিধিবদ্ধ করিয়া বলা হইল—ইউরোপ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় আর নূতন করিয়া কোন রাজ্য অধিকার করিতে পারিবে না! এই বিধানে এসিয়ার নামগন্ধও ছিল না। আমরা অসভ্য বর্ব্বর জড়োপাসক বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছিলাম! ইউরোপ কনফ্যুসির শিষ্যগুলিকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য ধর্ম্মধ্বজী মিশনারীগুলাকে জাহাজে পুরিয়া আমাদের দেশে চালান দিতেছিল। এই সকল প্রচারক আমাদের দেশে আসিয়া বুদ্ধমূর্ত্তির নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাও ধর্ম্মমতকে মহাচীন হইতে নির্ব্বাসিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের সেই চেষ্টা সফল না হওয়ায় আমাদিগকে অকর্ম্মণ্য জড়ে পরিণত করিবার সাধু উদ্দেশ্যে তাহারা বাক্স-বোঝাই অহিফেন জাহাজ জাহাজ পাঠাইতে লাগিল! যখন আমাদের অহিফেনের নেশা পাকিয়া আসিল, তখন ইউরোপের বণিক প্রভুরা কাচ দিয়া আমাদিগকে ভুলাইয়া আমাদের কাঞ্চনগুলি আত্মসাৎ করিয়া দেশে পাঠাইতে লাগিল, এবং তাহাদের বাণিজ্যগত স্বার্থ রক্ষার জন্য জাহাজ-বোঝাই রাইফেল ও রাইফেলধারীর আমদানী করিল। আমরা পরম নিশ্চিন্ত চিত্তে অহিফেনের পাকা গুলী ভক্ষণ করিতেছিলাম, ক্রমে সীসার কাঁচা গুলীও পরিপাক করিতে লাগিলাম! কিন্তু চিরদিন এক ভাবে যায় না, এখন সুদসমেত ঋণ পরিশোধের সময় আসিয়াছে। তুমি আমাদের আরব্ধ কার্য্যের যে বিবরণ বলিলে, তাহা সন্তোষজনক। দক্ষিণ আমেরিকার দুর্গম অরণ্যে

আমাদের যে উপনিবেশ ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে—তাহার অস্তিত্ব এখন পর্য্যন্ত আমেরিকাদের অজ্ঞাত আছে ত? তাহাদের মনে সন্দেহের সঞ্চার হয় নাই ত?"

সান বলিল, "না ধর্ম্মাবতার; আমাদের উপনিবেশের আশে-পাশে যে সকল অসভ্য আদিম অধিবাসী বিক্ষিপ্ত ভাবে বাস করিতেছে—কেবল তাহারাই আমাদের নূতন উপনিবেশ-স্থাপনের সংবাদ জানে। কিন্তু আমরা তাহাদিগকে বশীভূত করিয়াছি, তাহারা আমাদেরই পক্ষপাতী। তাহারা স্পানিয়ার্ডগুলাকে ঘৃণা করে; কারণ স্পানিয়ার্ডরা তাহাদের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া থাকে। স্পানিয়ার্ডদের নিকট তাহারা শেয়াল কুকুরের মত অবজ্ঞাত!"

আউ-লিং অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "আগামী বৎসর পানামা যোজক কাটিয়া দেওয়া হইবে। ইহাতে আমাদের উপকারই হইবে। দেখ সান! তাহাদের অভিযোগ তাহাদের দেশে অধিক-সংখ্যক চীনাম্যান প্রবেশ করিতেছে; এই অভিযোগের কোন উত্তর দিতে পারিয়াছ?"

সান বলিল, "হাঁ ধর্ম্মাবতার! আমি তাহাদিগকে জানাইয়াছি, যত দিন আমি তাহাদের দেশে ফিরিয়া না যাইব, তত দিন পর্য্যন্ত আর একজনও চীনাম্যান তাহাদের দেশে প্রেরিত হইবে না। আমি তাহাদিগকে আরও কিছু টাকা দিব অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছি; কিছু টাকা পাঠাইলেই তাহাদের মুখ বন্ধ হইবে, অন্ততঃ আর কিছু দিন তাহারা উচ্চবাচ্য করিবে না। মহিম-ময় কি আর কিছু টাকা উৎকোচ দেওয়া অসঙ্গত মনে করিবেন? যে কুকুরগুলা পাহারায় আছে—তাহাদের সম্মুখে মাংসপিণ্ড নিক্ষেপ না করিলে কার্য্যোদ্ধার করা কঠিন হইতে পারে বুঝিয়াই আমি তাহাদিগকে টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি।"

আউ-লিং বলিলেন, "ভালই করিয়াছ। যে দেশ যত সভ্য, সেই দেশে উৎকোচের প্রভাব তত অধিক; কার্য্যোদ্ধার করিতে হইলে তাহার প্রতিকূলতা-চরণ মূঢ়তা মাত্র। টাকা দিয়াই তাহাদের মুখ বন্ধ করিতে হইবে। এবিষয়ে তোমার সহিত আমি একমত; তবে প্রকাশ্য ভাবে লোক না পাঠাইলেও

ক্ষতি নাই। আমাদের নূতন উপনিবেশ হইতে সমুদ্রতট পর্য্যন্ত যে পথ নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই পথ দিয়া আমরা যত খুসী লোক পাঠাইতে পারিব; জাহাজ-বোঝাই লোক নির্জ্জন সমুদ্রতটে নামিয়া সেই পথে উপনিবেশে প্রবেশ করিলেও আমেরিকানরা তাহাদের সন্ধান পাইবে না। ইহার উপর কিছু টাকা দিলেই আমরা নিশ্চিন্ত ভাবে প্রস্তুত হইতে পারিব।"

সান বলিল, "এই অধমের ধারণাও ঠিক ঐরূপই ধর্ম্মাবতার!"

সেই মুহূর্ত্তে সেলুনের রুদ্ধ দ্বারে মৃদু করাঘাতের শব্দ শুনিয়া আউ-লিং অস্ফুট স্বরে কাহাকে ভিতরে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিলেন। তৎক্ষণাৎ একজন চীনাম্যান দ্বার ঠেলিয়া আউ-লিংএর সম্মুখে উপস্থিত হইল। আগন্তুকের পরিধানে জাহাজের কাপ্তেনের পরিচ্ছদ।

আগন্তুক টুপি হাতে লইয়া টেবিলের এক প্রান্তে দাঁড়াইল, এবং মস্তক অবনত করিয়া আউ-লিংকে পুনঃ পুনঃ অভিবাদন করিল; কিন্তু প্রভুর অনুমতি লাভের পূর্ব্বে তাঁহাকে কোন কথা বলিতে সাহস করিল না।

মিনিট-দুই পরে আউ-লিং কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, মৃদুস্বরে বলিলেন, "তোমার কি বলিবার আছে বলিতে পার কাপ্তেন ট্যাং!"

আগন্তুক সেই জাহাজের কাপ্তেন, নাম ট্যাং-ফু।

প্রভুর অনুমতি পাইয়া কাপ্তেন ট্যাং আর এক দফা অভিবাদন করিয়া বিনীত ভাবে বলিল, "মহিমময়, সমস্ত মাল জাহাজে উঠিয়াছে। জাহাজের খোলে রাইফেলের বাক্সগুলি রাখিয়া গুলী বারুদের বাক্সগুলি ধর্ম্মাবতারের নির্দ্দেশ অনুসারে অন্য গুদামে তুলিয়াছি। সৈন্যগণও প্রস্তুত।"

আউ-লিং বলিলেন, "উত্তম, আমি নিজে গিয়া তাহাদের যাত্রার ব্যবস্থা করিয়া আসিব। এখন যাইতে পার।"

কাপ্তেন আউ-লিংকে অভিবাদন করিতে করিতে পশ্চাতে হঠিতে লাগিল, তাহার পর সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া বেচারা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল; যেন সে ব্যাঘ্রের গুহায় প্রবেশ করিয়া অক্ষত দেহে বাহির হইয়াছে!

দ্বার রুদ্ধ হইলে আউ-লিং চেয়ার হইতে উঠিয়া সেলুনের দেওয়াল-সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র আলমারির নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তাহা খুলিয়া একটি সুরঞ্জিত কৌটা বাহির করিলেন। কৌটা খুলিবামাত্র উজ্জ্বল হীরক-নির্ম্মিত একটি তারকা বিদ্যুতালোকে ঝলমল করিতে লাগিল। এই তারকাটি তাঁহার পদগৌরবের নিদর্শন। তিনি তাহা কণ্ঠে ধারণ করিলেন। এই হীরকটির বর্ণও পীতাভ।

অতঃপর তিনি আর একটি কৌটা খুলিয়া বর্ত্তুলাকার একখানি আবরণ বাহির করিলেন; তাহার ভিতর স্বর্ণনির্ম্মিত ও হীরকখচিত ড্রাগনমূর্ত্তিছিল। তাহা তিনি তাঁহার শিরস্ত্রাণে আবদ্ধ করিয়া শিরস্ত্রাণটি মস্তকে স্থাপন করিলেন, এবং সানকে অগ্রসর হইতে আদেশ করিয়া তাহার অনুসরণ করিলেন। তাঁহারা উভয়ে সেলুনের বাহিরে আসিয়া যখন জাহাজের ডেকে উপস্থিত হইলেন, তখন আউ-লিং অগ্রগামী হইয়া সানকে তাঁহার অনুসরণ করিতে বলিলেন।

উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে তখন চতুর্দ্দিক আলোকিত; চন্দ্রালোকে সমুদ্রের সুনীল জলরাশি দ্রব রজত-প্লাবনবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল, এবং সুবিস্তীর্ণ সৈকততটে চন্দ্রকিরণ প্রতিফলিত হইয়া হীরক চূর্ণের প্রভা বিকীর্ণ করিতেছিল। আউ-লিং মুগ্ধনেত্রে মুহূর্ত্তকাল সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। দ্বীপ-মধ্যবর্ত্তী বৌদ্ধ-মন্দিরে তখনও ঘণ্টাধ্বনি হইতেছিল, এবং সেই শব্দলহরী তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল। সমুদ্রের উপকূলস্থিত শ্রেণীবদ্ধ নারিকেল বৃক্ষের শত শত দীর্ঘ শাখা বায়ু-প্রবাহে কম্পিত হওয়ায় যে শর-শর মর-মর শব্দ উত্থিত হইতেছিল, তাহা যেন প্রকৃতি দেবীর অব্যক্ত মর্ম্ম-বেদনার আকুল উচ্ছ্বাসবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল; এবং দ্বীপের বহুজাতীয় বনকুসুম ও গন্ধতরুর (scent of spices) সুমিষ্ট উগ্র সৌরভ চন্দনধূমের মধুর গন্ধের (odour of bunring sandal wood) সহিত মিশ্রিত হইয়া অদূরবর্ত্তী সমুদ্রের বায়ুস্তর সুরভিত করায়, সেই সৌরভরাশি প্রিন্স আউ-লিংকে যেন বিহ্বল করিয়া তুলিল।

আউ-লিং কাপ্তেন ট্যাং ও সানকে সঙ্গে লইয়া জাহাজ হইতে একখানি ক্ষুদ্র ডিঙ্গায় অবতরণ করিলেন; দুইজন দাঁড়ির সাহায্যে মাঝি নৌকাখানি তীরে

লইয়া চলিল। কয়েক মিনিট পরে তাঁহারা সমুদ্রতটের বালুকারাশিতে অবতরণ করিলেন। অতঃপর আউ-লিং তাঁহার শিরস্ত্রাণটি মাথা হইতে খুলিয়া লইয়া রত্নখচিত ড্রাগন-মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; যুগ যুগ পূর্ব্বে মহাচীনের যে অতুলনীয় গৌরব সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল, তাহাই যেন তিনি সেই ক্ষুদ্র ড্রাগন-মূর্ত্তিতে প্রতিফলিত দেখিলেন।

তাঁহারা গ্রামের দিকে অগ্রসর হইতেই একদল লোক তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল। তাহারা আউ-লিংএর ইঙ্গিতে তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। তাহাদের প্রত্যেকের স্কন্ধে এক একটি রাইফেল, এবং পৃষ্ঠে এক একটি বাণ্ডিল। তাহারা সমতালে পা ফেলিয়া আউ-লিংকে সঙ্গে লইয়া সেই দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী একটি বিশাল প্রান্তরে উপস্থিত হইল। সেখানে পাঁচ-হাজার সুশিক্ষিত চীন সৈন্য কাওয়াজ করিতেছিল! আউ-লিংএর সেনাপতিরা তাহাদের সামরিক শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেশ-নায়ককে দেখিবা-মাত্র সেই পঞ্চ সহস্র সৈন্য সমস্বরে তাঁহার জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

সৈন্যগণ নীরব হইলে আউ-লিং সেই ড্রাগন-মূর্ত্তি-সমলঙ্কৃত শিরস্ত্রাণ তাহাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। রত্নখচিত সেই হিরণ্ময় মূর্ত্তি উজ্জ্বল চন্দ্রকিরণে ঝক্-মক্ করিতে লাগিল। সমবেত সৈন্যমণ্ডলী সেই ড্রাগন-মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিল।

অতঃপর আউ-লিং হাত নামাইয়া শ্রেণীবদ্ধ সৈন্যমণ্ডলীকে সম্বোধন•পূর্ব্বক সমুদ্র-কল্লোলবৎ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "পীত পতঙ্গ সমিতির সদস্যমণ্ডলি, কনফুসির সেবকবৃন্দ, দেশ-জননীর মুখোজ্জ্বলকারী ভ্রাতৃবর্গ, আউ-লিংএর পীত পতাকার গৌরববাহী বন্ধুগণ!—আমি আউ-লিং আজ আমাদের রাষ্ট্রীয় গৌরবের প্রতীক এই ড্রাগনের শপথ করিয়া তোমাদিগকে যে আদেশ প্রদান করিব তাহা অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর।

"আজ তোমাদিগকে বহু দূরদেশে যাত্রা করিতে হইবে; তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন দেশ। যে মহৎ সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য তোমাদের বহু স্বদেশবাসী ইতিপূর্ব্বে সেই দেশে উপস্থিত হইয়া কঠোর দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করিয়াছে, তোমাদিগকে

তাহাদের সহিত যোগদান করিতে হইবে। তোমাদের সাহস বীরত্ব ও সহিষ্ণুতার উপর আমার বিশ্বাস অগাধ; কিন্তু যদি তোমাদের মধ্যে এরূপ লোক একজনও থাকে—যাহার হৃদয় নারীর হৃদয়ের ন্যায় দুর্ব্বল, দেশের কার্য্যে জীবনদান করিতে মুহূর্ত্তের জন্যও যাহার হৃদয় বিচলিত হইতে পারে—এরূপ দুর্ব্বল চিত্ত যদি কেহ থাকে, তাহা হইলে সে আমার সম্মুখে অকপট চিত্তে তাহার মনের ভাব প্রকাশ করুক; সে অস্ত্রত্যাগ করিয়া রমণীর অঞ্চলছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করুক। তাহাই তাহার জীবন-যাপনের যোগ্য স্থল। আমাদের ড্রাগনের গৌরব রক্ষার ভার তোমাদের হাতেই ন্যস্ত হইয়াছে। যাহারা ছলে বলে কৌশলে আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভূভাগগুলি অধিকার করিয়া তাহার মালিক হইয়াছে, এবং চিরকালই তাহা ভোগ করিবার স্বপ্ন দেখিতেছে, অব্যর্থ ও অতি কঠোর আঘাতে তাহাদের সেই স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দেওয়াই তোমাদের সর্ব্বপ্রথম কার্য্য। তোমাদের পদদ্বয় যে পাদুকা দ্বারা সুরক্ষিত, সেই সুদৃঢ় চর্ম্মপাদুকার আঘাতে তাহাদের দন্ত চূর্ণ করাই তোমাদের প্রথম কর্ত্তব্য। আমি আউ-লিং চীনের বিচ্ছিন্ন সাধারণতন্ত্র সমূহের অধিনায়ক তোমাদিগের পরিচালন-ভার গ্রহণ করিয়াছি। তোমরা স্মরণ রাখিও—গুপ্ত সমিতির সদস্যরূপে তোমরা কোন্ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছ;—তোমাদের কেহ যদি সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া দুর্ব্বলতার পরিচয় প্রদান করে, তাহা হইলে তাহাকে কি ভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইবে তাহা তোমাদের সকলেরই সুবিদিত। আমি তোমাদের অধিনায়ক, কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইলে আমিও সেই দণ্ড হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিব না।"

আউ-লিংএর বক্তৃতা শেষ হইলে সৈন্যমণ্ডলী পুনর্ব্বার মস্তক অবনত করিয়া তাঁহার উক্তির সমর্থন করিল। একজন সৈনিকও অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া অক্ষমতার পরিচয় দিল না। তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আউ-লিংএর চক্ষু আনন্দে ও উৎসাহে জ্বলিয়া উঠিল। অতঃপর তিনি বিগলধ্বনি করিয়া সমুদ্রতটের দিকে ফিরিলেন। সেই পাঁচ হাজার সৈন্য সমতালে পা ফেলিয়া তাঁহার অনুসরণ করিল। সান ও কাপ্তেন ট্যাং ছায়ার ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

সমুদ্রের পূর্ব্বোক্ত খাঁড়ির ধারে বহুসংখ্যক 'জঙ্ক' সৈন্যমণ্ডলীর প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহারা দলে দলে সেই সকল জঙ্কে আরোহণ করিলে জঙ্কগুলি তাহাদিগকে লইয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে জাহাজের অভিমুখে চলিতে-লাগিল। জঙ্কগুলি এক একবারে হাজার সৈন্য লইয়া গিয়া পাঁচ বারে সেই পাঁচ হাজার সৈন্য জাহাজে তুলিয়া দিল। এক একবারে এক একখানি জঙ্কে চল্লিশজন সৈন্য জাহাজে চলিল; সুতরাং সকল সৈন্যের জাহাজে পৌঁছিতে রাত্রি গভীর হইল। তাহাদিগকে জাহাজে পাঠাইয়া, আউ-লিং যে ডিঙ্গীতে তীরে আসিয়াছিলেন, সেই ডিঙ্গীতে উঠিয়া জাহাজে চলিলেন, সান ও কাপ্তেন ট্যাং তাঁহার সঙ্গে চলিল।—দ্বীপবাসী বহু নরনারী ও বালক বালিকা তাঁহাদিগকে বিদায় দান করিতে সমুদ্রতীরে সমবেত হইয়াছিল। তাহারা সমবেতকণ্ঠে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। মন্দিরসমূহের ঘণ্টাধ্বনি এতক্ষণ নীরব ছিল, আবার তাহা সমতালে বাজিতে আরম্ভ করিল।

কয়েক মিনিট পরে কাপ্তেনের সংক্ষিপ্ত আদেশ-প্রচারিত হইল। জাহাজের ইঞ্জিন-ঘর হইতে টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল; তাহার পর সমুদ্রজল আলোড়িত করিয়া, দুই পাশের ফস্‌ফরাসের জ্যোতিতরঙ্গ বিদারিত ও বিচ্ছুরিত করিয়া সেই প্রকাণ্ড জাহাজ সশব্দে চলিতে আরম্ভ করিল। জাহাজ হইতে তটভূমির শ্যামল দৃশ্য ক্রমে দূর হইতে দূরে সরিয়া গিয়া অবশেষে চন্দ্রালোকে অস্ফুট মসীচিহ্নবৎ প্রতীয়মান হইল। মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিল। জাহাজখানি দ্রুতবগে তাহার লক্ষ্যপথে ধাবিত হইল; তাহার চতুর্দ্দিকে আলোকোজ্জ্বল সুনীল বারিধির অসীম বিস্তার,—ঊর্দ্ধে নির্ম্মল আকাশে পূর্ণপ্রায় শশধরের শুভ্র হাস্যচ্ছটা!

(২)

বেকারের অভিযান, আবিষ্কার ও মৃত্যু

সংসারীর পক্ষে অর্থ পরম পদার্থ। অর্থ দ্বারা জগতে অসাধ্য সাধন করা যায়; অর্থ-বিনিময়ে রাজ্যলাভ হইতে পারে, প্রভুত্ব, সম্মান, যশ, পার্থিব সুখ সকলই অর্থসাপেক্ষ। মানুষ চিরজীবন অর্থেরই উপাসনা করিতেছে; অর্থোপার্জ্জনই অধিকাংশ লোকের জীবনব্যাপী সাধনার ফল।

কিন্তু অর্থ-সাহায্যে সংসারে সকল কার্য্যই সাধিত হইতে পারে—এ কথা কি বলিতে পারা যায়? অর্থ দ্বারা প্রণয় ক্রয় করা যায় না; কবি গাহিয়াছেন—'প্রণয় নহে ত ধন বিভবের বশ।' পিতৃ-ভক্তি বা পুত্রস্নেহও অর্থে ক্রীত হয় না। পিতার টাকার লোভে পুত্র পিতৃভক্তির ভান করিতে পারে; স্বামী ধনবান হইলে প্রেমহীনা পত্নী পতিভক্তির অভিনয় করিতে পারে, কিন্তু তাহা প্রকৃত প্রণয় বা ভক্তি নহে। অর্থলোভে ভৃত্য প্রভুর বশীভূত হয়, সেবা করে; কিন্তু প্রভুর প্রতি তাহার প্রাণের টান অর্থের উপর নির্ভর করে না। ঘোড়া বা কুকুর প্রভুর বশীভূত হয়—তাহাদের প্রভুভক্তি অর্থের উপর নির্ভর করে না। সুতরাং অর্থের আকর্ষণ না থাকিলেও হেনরী বেকারের ভৃত্য তাঁহার প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্ত ধূর্ত্ত প্রতারককে দীর্ঘকাল পরে অতি অদ্ভুত উপায়ে তাহার দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল প্রদান করিয়াছিল। মিঃ বেকার একজন আবিষ্কারক; তিনি ভাগ্য-লক্ষ্মীর অনুকম্পা লাভের আশায় নানা দেশে ঘুরিতে ঘুরিতে দক্ষিণ আমেরিকার দুর্গম অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি বিশাল অরণ্যের প্রান্তবর্ত্তী সমুদ্র-তীরে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার মৃত্যু আকস্মিক ঘটনা হইলেও, লুব্ধ নরপিশাচের লোভেই তাঁহার অন্তিম কামনা ব্যর্থ হইয়াছিল। সেই নির্জ্জন অরণ্যেও তিনি নরদেহধারী অর্থলোলুপ পিশাচের স্বার্থসিদ্ধির উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ আমেরিকায় কলম্বিয়া ও ভেনিজুয়েলার মধ্যে মোটিলোনেস নামক একটি দুর্গম ভূভাগ আছে; সেই স্থানে অসভ্য বন্য জাতির বাস; তাহারা নর-মাংস ভক্ষণ করে, সুতরাং তাহাদিগকে নর-রাক্ষস বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই বন্য জাতির প্রকৃতি যতই উগ্র হউক, প্রকৃতিদেবী তাহাদের বাসভূমিতে অলকার ঐশ্বর্য্য সঞ্চিত করিয়াছিলেন; এই জন্য একদল বণিক লোভের বশীভূত হইয়া বাণিজ্য-ব্যপদেশে এই অঞ্চলে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের আশা ছিল—সেই বন্য জাতিকে বশীভূত করিয়া তাহাদের হৃদয়ে জ্ঞানালোক প্রজ্জ্বালিত করিবেন, এবং উজ্জ্বল কাচের বিনিময়ে তাহাদের কাঞ্চনরাশি আহরণ করিয়া জগতে নিঃস্বার্থ পরোপকারের একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন; সভ্য জগত তাঁহাদের বিশ্বপ্রেমের পরিচয় পাইয়া ধন্য ধন্য করিবে! বস্তুতঃ, পেটে খাইবার লোভে তাঁহারা পিঠে সহিতে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু পিঠে তাঁহাদের অধিক ভার বরদাস্ত হইল না। সেই অসভ্য রাক্ষসগুলা তাঁহাদিগকে 'কাবাব' করিয়া খাইবার পূর্ব্বেই, নানাপ্রকার দৈবদুর্ঘটনায় তাঁহাদের অনেকে পঞ্চত্বলাভ করিলেন। মিঃ হেনরী বেকার অপরিজ্ঞাত ভূভাগ আবিষ্কার বাসনায় এই দলে যোগদান করিয়াছিলেন।

এই বণিক সম্প্রদায়ের যে কয়েকজন লোক মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, তাঁহারা দুর্গম অরণ্য হইতে অতি কষ্টে বাহির হইয়া আরাকাটাকায় (Aracataca) প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন; কিন্তু তখন এই মৃতাবশিষ্ট প্রাণীগুলির অবস্থা অতীব শোচনীয়; সকলেই 'কালাপাণির জ্বরে' (black-water fever) অস্থিচর্ম্মসার, যেন প্রাণবিহঙ্গ দেহপিঞ্জরে ছটফট করিতেছিল।—এই অবস্থায় লোকালয়ে আসিয়া ঔষধ ও পথ্য লাভ করিয়া তাঁহারা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া উঠিলে, অতঃপর কি কর্ত্তব্য তাহাই পরামর্শ করিতে বসিলেন; সেই পরামর্শ-সভায় স্থির হইল—অতঃপর দল বৃদ্ধি না হইলে, নরমাংসভোজী আরাবাক জাতির মধ্যে জ্ঞানালোক বিস্তার করিতে না যাওয়াই শ্রেয়স্কর। হেনরী বেকার এই বণিক-সম্প্রদায়ে ভূতত্ত্ববিৎ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন; তিনি তাঁহার সহচরগণকে পরিত্যাগ করিয়া হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হইলেন।

সেভিলা নদীর সন্নিহিত আরাকাটাকা নগরটির চতুর্দ্দিকে বিশাল অরণ্য প্রসারিত। সেভিলা-নদীর জলস্রোতে বহুকাল হইতে স্বর্ণকণা প্রবাহিত হইতেছে। এই নগরের পূর্ব্বে ও দক্ষিণে যে গিরিশ্রেণী বিরাজিত, পূর্ব্বে তাহা 'সিরা নিভেডা ডি সাণ্টা-মার্টা' নামে অভিহিত হইত; কিন্তু আধুনিক কালে তাহা 'সিরাস্' গিরিশ্রেণী নামে পরিচিত।

এই গিরিশ্রেণী হইতে অনেকগুলি পথ চতুর্দ্দিকে প্রসারিত রহিয়াছে। পর্ব্বতের দুরারোহ অংশ হইতে এই সকল পথ-নির্ম্মাণে বহু অর্থব্যয় হইয়াছিল; বহুদর্শী ইঞ্জিনিয়ারগণকেও সেজন্য যথেষ্ট পরিমাণে মস্তিষ্ক পরিচালনা করিতে হইয়াছিল। প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে স্পানিয়ার্ডগণ সোনার লোভে এই সকল পথ নির্ম্মাণ করাইয়াছিল। স্পানিয়ার্ডরা এই গিরিসন্নিহিত ভূগর্ভ হইতে প্রচুর স্বর্ণ ও রৌপ্য সংগ্রহ করিত। সুতরাং তাহারা বহুব্যয়ে এই পথগুলি নির্ম্মাণ করাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই; তাহাদের শ্রমও বিফল হয় নাই।

এই গিরিশ্রেণীর একটি শৃঙ্গ এরূপ উচ্চ যে, তাহা বৎসরের অধিকাংশ সময় তুষাররাশি দ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকে। দূর হইতে তাহা দেখিলে কোন গগনস্পর্শী ভজনালয়ের শুভ্র গম্বুজ বলিয়া মনে হয়।

হেনরী বেকার তাঁহার সহচরগণের অজ্ঞাতসারে এই পার্ব্বত্যপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। একজন দেশীয় ভৃত্য পথপ্রদর্শনের জন্য তাঁহার সঙ্গে ছিল। উদ্ভিদ বিদ্যাতেও মিঃ বেকারের পারদর্শিতা ছিল; এবং তিনি এই বিদ্যার আলোচনায় আনন্দ লাভ করিতেন বলিয়া সেই দুর্গম পার্ব্বত্য-প্রদেশে প্রবেশ করিয়া নানা প্রকার দুষ্প্রাপ্য পুষ্প লতা প্রভৃতি সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। স্পানিয়ার্ডদিগের অভ্যুদয়কালে এই সকল পথে বহু পর্য্যটকের গতিবিধি থাকিলেও মিঃ বেকার যে সময় সেই পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন তাহা নির্জ্জন, অরণ্যসঙ্কুল, পরিত্যক্ত। এই পথে চলিতে চলিতে দীর্ঘকাল পরে তিনি একটি গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। এই বহু ক্রোশব্যাপী দুষ্প্রবেশ্য বিশাল অরণ্যের নাম 'কাকুয়েটা জঙ্গল।' (Caqueta Jungle)

এই মহারণ্যে প্রবেশের পূর্ব্বে মিঃ বেকার যে আড্ডায় উপস্থিত হইয়াছিলেন,

তাহা 'ইরাকা' নামক স্থানে অবস্থিত। তিনি এই আড্ডা হইতে তাঁহার সংগৃহীত গাছ-গাছড়া ও লতা পাতা ফুল প্রভৃতি একজন কুলীর মারফৎ হণ্ডা নামক স্থানে প্রেরণ করেন; হণ্ডা হইতে তাহা তিনি ওয়াসিংটন নগরের 'স্মিথসোনিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউটে'র উদ্ভিদ্ প্রদর্শনীতে প্রেরণেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই স্থান হইতে তিনি অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন; তাঁহার পথপ্রদর্শকটি প্রভুভক্ত কুকুরের মত তাঁহার সঙ্গে চলিল। সেই আরাবাক ভৃত্যটি তাঁহার প্রতি এরূপ অনুরক্ত হইয়াছিল যে, প্রভুর প্রতি ভৃত্যের সেরূপ অনুরাগ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, তিনি তিনবার সেই ভৃত্যটির প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। সে কৃষ্ণকায় ও অসভ্য হইলেও তাহার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার অভাব ছিল না; এমন কি, অনেক শ্বেতকায় সুসভ্য মানবেরও সেরূপ কৃতজ্ঞতা দেখিতে পাওয়া যায় না, বিশেষতঃ, এই গুণটি মনুষ্য-দেহের বর্ণের উপর নির্ভর করে না।— এই জন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছি ভালবাসা অর্থদ্বারা ক্রয়ের সামগ্রী নহে।

ইরাকাতে মিঃ বেকার যেদিন রাত্রিবাস করেন, সেই রাত্রে নিদ্রাঘোরে তিনি একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন; যেন বনদেবতা তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে আদেশ করিয়াই অদৃশ্য হইলেন!—তদনুসারে পরদিন প্রভাতে তিনি দক্ষিণ দিকে চলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার আশা ছিল তিনি কাকুয়েটা প্রদেশস্থিত কোন নদী আবিষ্কার করিতে পারিবেন, তাহার পর সেই নদীর ধারে ধারে চলিয়া যদি আমেজন নদের নিকট উপস্থিত হইতে পারেন—তাহা হইলে পূর্ব্ব-উপকূলে গমন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইবে না।

মিঃ বেকার ক্রমাগত ছয় মাস কাল দক্ষিণ দিকে চলিলেন। তাঁহার ভৃত্য তাঁহার মোট বহন করিয়া সঙ্গে চলিতে লাগিল। এই পথে তাঁহারা একাধিক নদী দেখিতে পাইলেন, এবং নানা কৌশলে তাহা পার হইয়া আরও দক্ষিণে অগ্রসর হইলেন। সেই বিশাল অরণ্য জনমানবহীন নহে; এক এক স্থানে তাঁহারা এক এক জাতীয় অসভ্য লোক দেখিতে পাইলেন। কোন কোন জাতীয় লোকের সংখ্যা অত্যন্ত পরিমিত, চল্লিশ পঞ্চাশ জনের অধিক নহে; কিন্তু মিঃ বেকার কি

ভাষায়, কি আচার ব্যবহারে, কি মুখাকৃতিতে এক জাতির সহিত অন্য জাতির সাদৃশ্য দেখিতে পাইলেন না।

এই সকল আরণ্যজাতি তাঁহার কোন অপকারের চেষ্টা করে নাই। তাহারা পূর্ব্বে কোন দিন শ্বেতাঙ্গ মনুষ্য দেখিতে পায় নাই। মিঃ বেকারের বর্ণ ও পরিচ্ছদ দেখিয়া তাহারা ভীত ও বিস্মিত হইয়া দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহার দীর্ঘ মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিত; তাঁহাকে সেই অরণ্যের অপদেবতা মনে করিত; বিশেষতঃ, রাইফেলের সাহায্যে তাঁহাকে কোন বন্য পশু শিকার করিতে দেখিলে তাহারা আতঙ্কে অধীর হইয়া গভীরতর অরণ্যে প্রবেশ করিত। আহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহের আবশ্যক হইলে তিনি তাহাদিগকে কুঁতির মালা, ছোট ছোট আয়না, রঙ্গীন কাপড় উপহার দিতেন। দুই তিনটি জাতির মধ্যে উপস্থিত হইয়া তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহারা কাঁচা মাংস ভক্ষণ করে, এবং নরমাংসেও তাহাদের অরুচি নাই; কিন্তু তাহারা তাঁহাকে আক্রমণ বা বিরক্ত করিতে সাহসী হয় নাই।

মিঃ বেকার অবশেষে একটি বৃহৎ হ্রদের তীরে উপস্থিত হইলেন। এই হ্রদের ধার দিয়া চলিতে চলিতে একদিন প্রভাতে তিনি একখানি গ্রাম দেখিতে পাইলেন। সেই গ্রামখানি বৃহৎ; গ্রামের অধিবাসীগণও অদ্ভুত মনুষ্য! এই গ্রামে উপস্থিত হইয়া তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য প্রবল ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইল। মিঃ বেকারের শরীর সুস্থ থাকিলেও তাঁহার ভৃত্যকে লইয়া অগ্রসর হওয়া অতঃপর অসম্ভব হইল। গ্রামের পথে একদল বালক আতঙ্কবিহ্বল নেত্রে তাঁহার চেহারা দেখিতেছিল; তিনি অতি কষ্টে তাহাদের আতঙ্ক দূর করিয়া সেই গ্রামের সর্দ্দারের বাড়ীর সন্ধান লইলেন। তাহারা তাঁহার কথা বুঝিতে পারে না, তিনিও তাহাদের ভাষা জানেন না; অবশেষে তাঁহার ভৃত্য কোন প্রকারে তাহাদিগকে মনের ভাব বুঝাইয়া দিলে, সেই বালকগুলি তাঁহাদিগকে সর্দ্দারের গৃহে লইয়া গেল। মিঃ বেকার তখন প্রায় নিঃসম্বল। তিনি সেই সর্দ্দারের কুটীরে প্রবেশ করিয়া, শেষ কয়েকগাছি কুঁতির মালা, একখানি আয়না, এবং তাঁহার নিজের ব্যবহৃত রঙ্গীন কম্বলখানি তাহাকে উপহার দান করিলেন। বলা বাহুল্য, এই সকল সামগ্রী সেই সর্দ্দারের

নিকট লক্ষ মুদ্রা অপেক্ষাও মূল্যবান! সর্দ্দার সেই উপহারগুলি মহানন্দে গ্রহণ করিল; সে অতিথি-সেবার ত্রুটি করিল না।

মিঃ বেকার দেখিলেন এই বন্য জাতি তাহাদের প্রতিবেশীবর্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পুরুষগুলি খর্ব্বাকৃতি, কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ। নারীগুলি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাঙ্গী। কৃষ্ণকায় হইলেও তাহাদের অঙ্গ-সৌষ্ঠব মন্দ নহে। দেহের বর্ণ নিবিড় কৃষ্ণ নহে; পাথুরে কয়লা অপেক্ষা তাহারা অনেক ফরসা। তাহারা প্রাচীন যুগের কোন অজ্ঞাত জাতির বংশধর বলিয়াই বেকারের ধারণা হইল।

তাহাদের পর্ণ কুটীরগুলির প্রাচীর প্রস্তরনির্ম্মিত, তাহার উপর বৃক্ষপত্রের ছাউনি। কতকগুলি পাতরের নুড়ি তাহারা দেবতা জ্ঞানে পূজা করে। মিঃ বেকার কিছু দিন পূর্ব্বে মেক্সিকোর কোন প্রদেশে এইরূপ এক প্রস্তরো-পাসক জাতি দেখিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে লাল ও কাল মৃণ্ময় পাত্র ব্যবহার করিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। এইরূপ পাত্র প্রাচীন যুগে মিসর ও বাবিলোনিয়ার অধিবাসীগণ ব্যবহার করিত। মিঃ বেকার তাঁহার 'ডায়েরি'তে এই জাতির আতিথেয়তার ও অনেক সদ্‌গুণের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহার ডায়েরি না থাকিলে এ সকল সংবাদ আমাদের জানিবার সম্ভাবনা ছিল না।

কয়েকদিন পরে মিঃ বেকারের ভৃত্য আরোগ্যলাভ করিল। মিঃ বেকার তাহাকে সঙ্গে লইয়া আমেজন নদের সন্ধানে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি যে সর্দ্দারের কুটীরে তাঁহার রুগ্ন ভৃত্যসহ আশ্রয় গ্রহণ করিয়া-ছিলেন, কয়েক দিনের মধ্যেই তাহার সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল; এ জন্য তিনি তাহাকে তাঁহার সঙ্কল্পের কথা জানাইলেন। সর্দ্দার তাঁহার ভৃত্যের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মোট বহনের জন্য একটি অশ্ব প্রদান করিতে সম্মত হইল; স্থির হইল—পর দিন প্রভাতে তিনি সর্দ্দারের নিকট বিদায় গ্রহণ করিবেন।

কিন্তু মানুষের সকল ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় না। রাত্রিকালে আহারাদির পর সর্দ্দার মিঃ বেকারের সহিত গল্প আরম্ভ করিল; মিঃ বেকার তাহার

কথা বুঝিতে না পারিলেও তাঁহার ভৃত্য সন্নিহিত প্রদেশের অধিবাসী বলিয়া সর্দ্দারের ভাষা কিছু কিছু বুঝিতে পারিত। প্রথম কয়েক দিন সর্দ্দারের ও তাহার পরিজনবর্গের কথা বুঝিতে ভৃত্যটির অসুবিধা হইয়াছিল; কিন্তু কয়েক দিন শুনিতে শুনিতে সে তাহাদের ভাষা মোটামুটি আয়ত্ত করিয়াছিল। মিঃ বেকার তাহার সাহায্যেই তাঁহার বক্তব্য বিষয় সর্দ্দারের গোচর করিলেন।

সর্দ্দার বলিল, "সাদা-সর্দ্দার আমাদের ছাড়িয়া যাইতেছেন, এ জন্য আমরা বড়ই দুঃখিত। তিনি যে বড় নদীর কথা বলিতেছেন, আমার বাপ সেই নদীর কথা প্রায়ই বলিতেন; কিন্তু আমি কখন তাহা দেখি নাই। সেই নদীর কাছে যাইতে হইলে সাদা-সর্দ্দারকে অনেক দিন ধরিয়া হাঁটিয়া যাইতে হইবে। সেই নদী এখান হইতে বহুদূর।"

মিঃ বেকার বলিলেন, "তোমাদের ছাড়িয়া যাইতে আমারও কষ্ট হইতেছে সর্দ্দার! কিন্তু আর কত দিন এখানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকি বল? তবে যদি পরমেশ্বরের অনুগ্রহে ফিরিতে পারি—তাহা হইলে এই পথেই ফিরিয়া আসিয়া তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা করিব।"

সর্দ্দার বলিল, "সাদা-সর্দ্দার এই পথে ফিরিলে বড়ই আনন্দ লাভ করিব। কিন্তু ঐপথে গিয়া কোন বিপদে পড়িবেন কি না বুঝিতে পারিতেছি না। আজ একটা খবর পাইয়াছি, তাহা সত্য হইলে আপনাকে সেই পথে খুব সতর্ক ভাবে যাইতে হইবে সাদা-সর্দ্দার!"

মিঃ বেকার বলিলেন, "পথে আমি বিপদে পড়িতে পারি এরূপ কোন খবর পাইয়াছ? খবরটা কি, শুনিতে পাই না?"

সর্দ্দার বলিল, "আমাদের এই এলাকার বাহিরে জঙ্গলের ভিতর এক অদ্ভুত জাতি দলে দলে আসিয়া একটি নগর বসাইয়াছে। বন কাটিয়া তাহারা যে রকম বড় নগর নির্ম্মাণ করিয়াছে—সে রকম নগর আমরা কোথাও দেখি নাই সাদা-সর্দ্দার! আমার এক আত্মীয় নিজের চোখে সেই নগর দেখিয়া আসিয়াছে; তাহাতে তাহারা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘর বাড়ী, কারখানা, আরও কত কি গড়িয়া তুলিয়াছে! যে সকল লোক সেখানে বাস করিতেছে, তাহাদের

না কি বড় মজার পোষাক। তাহারা বাদামী রঙ্গের লোক! আবার সব লোকের চেহারা এক রকম; স্ত্রী লোকের মত তাহাদের মুখ, মুখে দাড়ি গোঁফ নাই। আবার তাহাদের হাতে যে লোহার লাঠী আছে—সেই লাঠীগুলাও আপনার লাঠীর মত! সেই লাঠীও মেঘের মত গর্জ্জন করে; তাহা হইতে আগুন বাহির হয়। সেই আগুনে দূরের জানোয়ারগুলা মরিয়া যায়। তাহারা বড় বড় লোহার থাম পাতিয়া রাখিয়াছে—তাহাদের মুখ হইতে যেমন আওয়াজ সেই রকম আগুন বাহির হয়! বোধ হয় তাহারা অপদেবতা; আপনি তাহাদের সম্মুখে পড়িলে আপনার প্রাণ রক্ষা হওয়া দুর্ঘট হইবে সাদা-সর্দ্দার!"

সর্দ্দারের কথা শুনিয়া মিঃ বেকার অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। দক্ষিণ আমেরিকার দুর্গম প্রদেশে বহুদূরব্যাপী দুস্প্রবেশ্য অরণ্য কাটিয়া নগর নির্ম্মাণ করিয়াছে কাহারা? কি উদ্দেশ্যেই বা তাহারা কামান বন্দুকের আমদানী করিয়াছে? বাদামী রঙ্গের লোক!—তাহারা নিশ্চয়ই আমেরিকার আদিম অধিবাসী নহে। একালে তাহারা যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের রঙ্গ ত বাদামী নয়!—এই সকল কথা চিন্তা করিয়া মিঃ বেকার সর্দ্দারকে নানাপ্রকার জেরা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন নূতন কথা জানিতে পারিলেন না।

যাহা হউক, সর্দ্দারের নিকট এই বিস্ময়কর সংবাদ অবগত হইয়া মিঃ বেকার আমেজন নদের তটে যাইবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া, সেই প্রদেশের প্রান্তসীমাস্থিত ঐ অদ্ভুত নগরটি দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। তিনি সর্দ্দারের নিকট তাঁহার এই নূতন সঙ্কল্পের কথা প্রকাশ করিলে, সর্দ্দার তাঁহাকে এই সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিল না বটে, কিন্তু তাঁহাকে স্পষ্ট বলিল—তিনি যদি সেই নগরের দিকে গমন করেন, তাহা হইলে সে তাঁহাকে কোন রকম সাহায্য করিতে পারিবে না। মিঃ বেকার মনে করিলেন—সর্দ্দার অপদেবতাগুলির ভয়েই তাঁহাকে সাহায্য করিতে অসম্মত হইল। তিনি জানিতেন এই সকল কুসংস্কারান্ধ অসভ্য বন্য জাতি দেবতা অপেক্ষা অপদেবতাকেই অধিক ভয় করে।

সর্দ্দারের প্রতিশ্রুত ঘোড়াটি না পাওয়ায় মিঃ বেকার ক্ষুণ্ণ মনে আরবাক ভৃত্য সহ সেই গ্রাম পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার ভৃত্য তখনও সম্পূর্ণ সবল না হওয়ায় মিঃ বেকার তাঁহার জিনিস-পত্রের বোঝা সমস্তই তাহার ঘাড়ে না চাপাইয়া, স্বয়ং কতক বহন করিতে লাগিলেন। এই ভাবে তাঁহারা এক মাস ধরিয়া অনেকগুলি অরণ্য ও অরণ্য-মধ্যবর্ত্তী গ্রাম অতিক্রম করিলেন। অবশেষে তিনি বিষুব রেখার (the Equator) কিঞ্চিৎ দক্ষিণাংশে এণ্ডিসে (the Andes) উপস্থিত হইলেন। সেই দিন মধ্যাহ্নকালে তিনি গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন; তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য লোনি তাঁহার আগে আগে চলিতেছিল। কণ্টকময় লতাগুল্মের ভিতর দিয়া যাইতে হইতেছিল বলিয়া মিঃ বেকার প্রতিপদক্ষেপে বাধা পাইতেছিলেন, পথশ্রমে তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন; নানা চিন্তায় তাঁহার মন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সর্দ্দারের কথা শুনিয়া তিনি বহুদূরে আসিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার কথা-গুলি যে সত্য—ইহার কোন প্রমাণ না পাওয়ায় তিনি অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন।

দুর্গম অরণ্য। মধ্যাহ্নের রবিকর নিবিড় বৃক্ষপত্র ভেদ করিতে পারে নাই; এ জন্য মধ্যাহ্ন কালেও অরণ্যের ভিতর অন্ধকার। কোন দিকে কোন প্রকার শব্দ নাই, এমন কি, কোন পশুপক্ষীর কণ্ঠস্বরও তাঁহার কর্ণগোচর হইল না; যেন তিনি প্রাণীবিবর্জ্জিত ভীষণ স্তব্ধতার রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন! বিষুবরেখার সন্নিহিত প্রদেশের উষ্ণতা অসহনীয়; নিদারুণ পথশ্রমের পর সেই উত্তাপে চলিতে চলিতে তিনি গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়াছিলেন। তিনি বিরক্তিভরে মনে মনে বলিলেন, "সব ফক্কিকার! সর্দ্দারটার বাজে কথায় বিশ্বাস করিয়া এ পথে আসিয়া কি কুকর্ম্মই করিয়াছি!"

মিঃ বেকার হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইলেন; সহসা যেন মনুষ্যের কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণগোচর হইল।—সেই দুর্গম জীবজন্তুবর্জ্জিত অরণ্যে মনুষ্যের কণ্ঠস্বর! প্রথমে ইহা তাঁহার চিত্তবিভ্রম বলিয়াই মনে হইল; কিন্তু মুহূর্ত্তপরে আবার সেই কণ্ঠস্বর! এবার আর তাঁহার সন্দেহ রহিল না। তিনি বুঝিতে পারিলেন—কেহ

তাঁহার অপরিচিত ভাষায় কাহাকে কি বলিতেছিল! কণ্ঠস্বর আদেশ-সূচক।

সেই অরণ্যে মনুষ্যকণ্ঠস্বর শুনিয়া মিঃ বেকার আর অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না। সেই কণ্ঠস্বর তাঁহার ভৃত্য লোনিরও কর্ণগোচর হইয়াছিল। সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "না কর্ত্তা, আর আগাইয়া যাওয়া উচিত নয়। শেষে কি ডাকাতের হাতে প্রাণ যাইবে? হয় ত ডাকাতের দল এই জঙ্গলে আসিয়া আড্ডা লইয়াছে! উহারা কাহারা—আগে জানা দরকার।"

লোনির এই প্রস্তাব সঙ্গত মনে করিয়া মিঃ বেকার সেই অরণ্যের একটি বৃহৎ বৃক্ষের মূলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। লোনি তাহার পিঠের বোঝা নামাইয়া বৃক্ষমূল পরিষ্কৃত করিল, এবং প্রভুর বিশ্রামের জন্য কম্বল বিছাইয়া দিল। মিঃ বেকার সেই স্থানে অবশিষ্ট বেলাটুকু কাটাইয়া দিলেন। ক্রমে দিবাবসান হইল, এবং সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই বিশাল আরণ্যভূমি সমাচ্ছন্ন হইল।

সন্ধ্যার পর লোনি বলিল, "কর্ত্তা, যে দিক হইতে মানুষের গলার আওয়াজ শুনিতে পাইয়াছিলাম, সেই দিকে গিয়া দেখিয়া আসি—ব্যাপার কি? আপনি কি কিছুকাল এখানে একা থাকিতে পারিবেন?"

মিঃ বেকার বলিলেন, "একা থাকিতে কোন অসুবিধা হইবে না; কিন্তু এই দুর্গম অরণ্যে রাত্রিকালে যদি তুমি হারাইয়া যাও, দিক নির্ণয় করিয়া এই অন্ধকারের মধ্যে এখানে ফিরিয়া আসিতে পারিবে কি না সন্দেহ।"

লোনি উঠিয়া-দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনি লণ্ঠনটা গাছের ডালে ঝুলাইয়া রাখুন কর্ত্তা! আমি জঙ্গলের ফাঁক দিয়া দূর হইতে ঐ আলো দেখিতে পাইব, ফিরিয়া আসিতে কোন অসুবিধা হইবে না।"

মিঃ বেকার লোনির প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাহাকে বিদায় দান করিলেন। লোনি নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে তাহার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল। মিঃ বেকার উৎকণ্ঠাকুল চিত্তে লোনির প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় বৃক্ষকাণ্ডে ঠেস দিয়া বসিয়া

রহিলেন। তিনি বৃক্ষশাখায় লণ্ঠন ঝুলাইয়া রাখিলেন বটে, কিন্তু তাহার আলোকে সেই অরণ্যের অন্ধকারের নিবিড়তা যেন শতগুণ বৰ্দ্ধিত হইল!

প্রায় একঘণ্টা পরে লোনি তাঁহার নিকট প্রত্যাগমন করিল; লণ্ঠনের আলোকে তিনি লোনির আতঙ্ক-বিস্ফারিত চক্ষু ও কম্পিত দেহের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিলেন—লোনি কোন কারণে অত্যন্ত ভীত হইয়াছে। তিনি ব্যাকুল স্বরে বলিলেন, "ব্যাপার কি লোনি! কি দেখিলে?"

লোনি জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বুড়া সর্দ্দারের কথা সত্য কৰ্ত্তা! খানিক দূরে জঙ্গলের ভিতর এক প্রকাণ্ড নগর দেখিলাম! হাজার হাজার লোক সঙ্গীন বন্দুক লইয়া মাঠের মধ্যে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে! একজন লোক দূরে দাঁড়াইয়া কি যেন হুকুম করিতেছে, আর সেই লোক-গুলা কখন বসিতেছে, কখন শুইয়া পড়িতেছে, কখন ঘুরিয়া দাঁড়াইতেছে, আবার এক একবার দৌড়াইতেছে! চাঁদের আলোকে আমি দূর হইতে তাহাদের এই সকল ভূতুড়ে কাণ্ড দেখিয়া ভয়ে কাঁপিয়া মরি!"

মিঃ বেকার অস্ফুট স্বরে বলিলেন,—এখানে কাহারা 'ড্রিল' করিতেছে? অনন্তর লোনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকগুলা দেখিতে কি রকম লোনি?"

লোনি বলিল, "সব লোকের চেহারা ঠিক এক রকম! তাহারা মানুষ নয় কৰ্ত্তা! ঐ রকম মানুষ আমি কখন দেখি নাই!"

মিঃ বেকার বলিলেন, "তুমি ত স্পানিয়ার্ডদের চেহারা দেখিয়াছ; তাহারা কি স্পানিয়ার্ড নয়?"

লোনি বলিল, "না কৰ্ত্তা, উহারা স্পানিয়ার্ড কি ইংরাজ, ফরাসী কি জর্ম্মান কিছুই নয়। আমার মত কাল নয়, আপনার মত সাদাও নয়; কতকটা ভাজা পাঁউরুটি বা বিস্কুটের মত রঙ্গ!"

মিঃ বেকার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "তবে উহারা কোন্ দেশের লোক?—এ যে বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার!"

সেই মুহূর্ত্তে বিউগ্‌লের তীব্রধ্বনি মিঃ বেকারের কর্ণগোচর হইল; সঙ্গে সঙ্গে ড্রিল-মাষ্টারের দুইটি হুঙ্কারধ্বনি তিনি সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন। তৎক্ষণাৎ

তিনি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "কি আশ্চর্য্য! চীনাম্যান?—চীনের ফৌজ দক্ষিণ আমেরিকার দুর্গম অরণ্যে ড্রিল করিতেছে! তাহারাই জঙ্গল কাটিয়া এখানে নগর বসাইয়াছে? অদ্ভুত! অতি অদ্ভুত ব্যাপার।"

মিঃ বেকার পূর্ব্বেই দীপ নির্ব্বাপিত করিয়াছিলেন। কয়েক মিনিট পরে তিনি অদূরে বহু সৈন্যের পদশব্দ শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাহারা কুচ্ করিতে করিতে সেই বনের দিকেই আসিতেছে! যদি তাহারা বনের ভিতর প্রবেশ করে ও তাঁহাদিগকে দেখিতে পায়—এই ভয়ে লুনিকে লইয়া তিনি একটি ঝোপের আড়ালে লুকাইলেন। সেই স্থান হইতে অরণ্যের প্রান্তবর্ত্তী প্রান্তর তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইতেছিল।

মিঃ বেকার সেই মুক্ত প্রান্তরের দিকে চাহিয়া জ্যোৎস্নালোকে দেখিতে পাইলেন—একদল চীনা সৈন্য কুচ্ করিতে করিতে প্রান্তরের অন্য দিকে প্রস্থান করিল; প্রত্যেকের হস্তে এক একটি রাইফেল, এবং পৃষ্ঠে এক এক ঝুলি। কিন্তু মিঃ বেকারের ধারণা হইল, ইহা ড্রিল নহে, তাহারা যুদ্ধযাত্রা করিয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকায় সহস্র সহস্র সশস্ত্র চীনাম্যানের নৈশ সমরাভিযান! মিঃ বেকার নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; ইহা কি স্বপ্ন, না ইন্দ্রজাল?—তিনি গুল্মান্তরালে স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিলেন, স্থান কাল সমস্তই বিস্মৃত হইলেন।

চীনা-ফৌজ অরণ্য-প্রান্তস্থ প্রান্তর দিয়া প্রস্থান করিলে মিঃ বেকার ঝোপের আড়াল হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং লোনিকে চলিতে ইঙ্গিত করিয়া তাহাদের অনুসরণ করিলেন। তিনি পরদিন মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত দূরে থাকিয়া তাহাদের অনুসরণ করিলেন। মধ্যাহ্নের রৌদ্র প্রখর হইলে তাহারা একটি অরণ্যের অন্তরালে বিশ্রাম করিতে লাগিল। মিঃ বেকারও দূরবর্ত্তী আর একটি অরণ্যে বিশ্রাম করিতে বসিলেন।

চীনা-ফৌজ কয়েক দিন ধরিয়া এই ভাবে তাহাদের গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল। তাহারা কোথায় যাইতেছে, মিঃ বেকার তাহা বুঝিতে পারিলেন না, তাহাদের অনুসরণেও বিরত হইলেন না। চীনা-ফৌজ কয়েক দিন পরে

পাহাড়ে উঠিল, এবং অদম্য উৎসাহে পাহাড় অতিক্রম করিয়া পুনর্ব্বার সমতল ক্ষেত্রে অবতরণ করিল। ক্রমে তাহারা প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে উপস্থিত হইল; মিঃ বেকারও বহুদূর হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের সুনীল সলিলরাশি দেখিতে পাইলেন। সমতল প্রান্তরে আসিয়া, তিনি ধরা পড়িবার ভয়ে অত্যন্ত সতর্কভাবে তাহাদের অনুসরণ করিতেছিলেন।

চীনা-ফৌজ সমুদ্রতটে শিবির স্থাপন করিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিল। তিন দিনের মধ্যে তাহারা সেই স্থান হইতে নড়িল না। মিঃ বেকার দূরে লুকাইয়া থাকিয়া তাহাদের উপর দৃষ্টি রাখিলেন; কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন না।

তৃতীয় দিন গভীর রাত্রে চীনা-ফৌজের শিবিরে কোলাহল শুনিয়া মিঃ বেকারের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি সমুদ্রতীরে অগ্রসর হইয়া, সমুদ্র-বক্ষে একখানি প্রকাণ্ড জাহাজ দেখিতে পাইলেন; কিন্তু সেই জাহাজে একটিও আলোক ছিল না। জাহাজের আগমনসূচক বংশীধ্বনিও হইল না। জাহাজ সেখানে নিঃশব্দে নঙ্গর করিলে, জাহাজ হইতে কতকগুলি বোট নামাইয়া দেওয়া হইল। সেই সকল বোট সমুদ্রতটে উপস্থিত হইল।

মিঃ বেকার দেখিলেন—বোটগুলি শূন্যগর্ভ নহে, কারণ প্রত্যেক বোট হইতে লম্বা লম্বা সরু কাঠের বাক্স সমুদ্রতটের শুভ্র বালুকারাশির উপর নামিতে লাগিল। অসংখ্য বাক্সে সমুদ্রতট বহুদূর ব্যাপিয়া সমাচ্ছাদিত হইল! বোটগুলি সেই সকল বাক্স নামাইয়া রাখিয়া জাহাজের নিকট ফিরিয়া গেল, এবং পুনর্ব্বার রাশি রাশি বাক্স আনিয়া সমুদ্রতটে নামাইয়া দিল! জাহাজ হইতে সমুদয় বাক্স এই ভাবে নামিয়া আসিলে, দলে দলে চীনা-ফৌজ সেই সকল বোটে জাহাজ হইতে তীরে অবতরণ করিল। যে সকল সৈন্য সমুদ্রতটস্থ শিবির হইতে বাহির হইয়াছিল, তাহারা আগন্তুকগণকে নিঃশব্দে অভিবাদন করিল।

জাহাজ হইতে সৈন্যদলের তীরে অবতরণ করিতে প্রায় সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছিল; প্রত্যূষে প্রাতঃসূর্য্যের কনক-কিরণ আণ্ডিস-শিখরের

শুভ্র তুষার-কিরীট অপূর্ব্ব বর্ণরাগে উদ্ভাসিত করিতেছিল, সেই সময় কোথা হইতে বহুসংখ্যক অশ্বতর সমুদ্রতটে সমুপস্থিত হইল। মিঃ বেকার যে দিক হইতে সমুদ্র-তটে আসিয়াছিলেন, অশ্বতরগুলিও সেই দিক হইতেই আসিল; কিন্তু এই সমস্ত অশ্বতর কোথায় ছিল, এবং কিরূপে সংগৃহীত হইল, তাহা তিনি অনুমান করিতে পারিলেন না।

জাহাজ হইতে যে সকল বাক্স তীরে আনীত হইয়াছিল, সেই সকল বাক্স অশ্বতরগুলির পিঠে বোঝাই দিতেই সমস্ত দিন কাটিয়া গেল! অতঃপর সমুদ্রতটবর্ত্তী শিবিরগুলি খুলিয়া ফেলিয়া প্যাকবন্দী করা হইল। এই সৈন্যগুলী ও অশ্বতরগুলি কি উদ্দেশ্যে কোথায় নীত হইবে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া মিঃ বেকার উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাহাদের যাত্রার আয়োজন লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ এক ভীষণ ব্যাপার ঘটিল!

মিঃ বেকার একটি ঝোপের আড়ালে বসিয়া চীনা-ফৌজের অনুষ্ঠিত প্রত্যেক কার্য্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতেছিলেন; তাঁহার ভৃত্য লোনি সারারাত্রি জাগিয়া তাঁহার কিছু দূরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহার নিদ্রাভঙ্গ করা তিনি আবশ্যক মনে করেন নাই। তিনি চীনা-ফৌজের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া স্থির ভাবে বসিয়া ছিলেন, অন্য দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না; হঠাৎ তাঁহার পশ্চাতে শুষ্ক পত্রের উপর খস্-খস্ শব্দ শুনিয়া, তিনি চমকিয়া পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলেন; যে ভীষণ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিলেন—তাহাতে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল, তাঁহার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল!—তিনি দেখিলেন, একটি বিশালকায় কৃষ্ণ সর্প নিদ্রিত লোনির মাথার কাছে আসিয়া মাটী হইতে প্রায় দুই হাত ঊর্দ্ধে মাথা তুলিয়া লোনিকে ছোবল মারিতে উদ্যত হইয়াছে! এই সর্পের বিষ আমাদের দেশের গোক্ষুরা সাপের বিষ অপেক্ষাও তীব্র এবং সাংঘাতিক; একটি ছোবল মারিলে আর রক্ষা নাই! —মিঃ বেকার বিশ্বস্ত ভৃত্যের এই বিপদ দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি তৎক্ষণাৎ সাপটার লেজের কাছে লাফাইয়া-পড়িয়া তাঁহার হস্তস্থিত রাই-ফেলের কুঁদা দিয়া তাহার মস্তকে প্রচণ্ড বেগে আঘাত করিলেন।

সেই আঘাতে সাপটা মুহূর্ত্তের জন্য মস্তক অবনত করিল, কিন্তু মিঃ বেকার

সতর্ক হইবার পূর্ব্বেই সে লোনিকে পরিত্যাগ করিয়া চক্ষুর নিমেষে তাঁহার দিকে ঘুরিয়াই, প্রায় তিন হাত উচু হইয়া উঠিল! সঙ্গে সঙ্গে মিঃ বেকারের গলায় প্রচণ্ড বেগে এক ছোবল মারিয়া সড়াৎ করিয়া দূরে লাফাইয়া পড়িল, এবং সুদীর্ঘ তৃণদলের মধ্যে পলায়ন করিল।

মিঃ বেকারের কণ্ঠ হইতে শোণিত নিঃসৃত হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন সেই বিষধর সর্পের তীব্র বিষ তাঁহার শোণিতের সহিত মিশিয়াছে; তাঁহার প্রাণরক্ষার আশা নাই। একবার তাঁহার ইচ্ছা হইল, চীনাম্যানগুলিকে ডাকিয়া তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিবেন; কিন্তু মনুষ্যের চেষ্টায় তাঁহার প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া তিনি তাহাদের ডাকিলেন না। তাঁহার আহ্বানের পূর্ব্বেই লোনির নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল; সাপটা তাঁহাকে দংশন করিয়া পলায়ন করিল—ইহাও সে দেখিতে পাইয়াছিল। প্রভুর জীবন রক্ষার আশা নাই বুঝিয়া সে তাঁহার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। তিনি তাহাকে নিস্তব্ধ হইতে বলিয়া তাড়াতাড়ি পকেট হইতে ডায়েরিখানি বাহির করিলেন, এবং তাঁহার আর যাহা লিখিবার ছিল—সেই সংশয়াপন্ন অবস্থায় তাহা লিখিতে লাগিলেন; কিন্তু দুই পৃষ্ঠা লিখিয়া আর তাঁহার কলম চলিল না, হাত কাঁপিতে লাগিল। তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। বিষে তিনি জর্জ্জরিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হইতে লাগিল। তিনি মুখ দিয়া শ্বাস গ্রহণ করিতে করিতে, ডায়েরিখানি লোনির ক্রোড়ে নিক্ষেপ করিয়া জড়িত স্বরে বলিলেন, "আমি চলিলাম—ইহা কোন সাদা-মানুষকে দিও। দেখিও—সে—বিশ্বাসের পাত্র—কি—না। ঐ চীনাম্যানদের বিশ্বাস করিও না, উহারা শত্রু। বিদায় লোনি,—ভাই—বন্ধু,—সুখ দুঃখের সঙ্গী,—চলিলাম,—বলিও—আমি কি কাজে আসিয়া কিরূপে মরি,—" আর তাঁহার কথা বাহির হইল না, তিনি লোনির ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

লোনি মিঃ বেকারের মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া আকুল ভাবে রোদন করিল; তাহার পর মৃতদেহটি মাটীতে নামাইয়া রাখিয়া, মিঃ বেকারের পকেটে ও চামড়ার থলিতে যে সকল স্বর্ণমুদ্রা ও মূল্যবান সামগ্রী ছিল, তাহা বাহির করিয়া লইল।

সেগুলি সে গাঁটরীতে বাঁধিয়া মিঃ বেকারের মৃতদেহের পার্শ্বে পুনর্ব্বার বসিয়া পড়িল, তাঁহার ললাটে ও মস্তকে একবার হাত বুলাইল, এবং কাতর ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া পিস্তলটি কাঁধে তুলিয়া লইল ; অবশেষে মিঃ বেকারের গাঁটরীটা মাথায় লইয়া সে প্রভুর আদেশ পালনের জন্য জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিল। সে কোথায় অন্য কোন শ্বেতাঙ্গের সাক্ষাৎ পাইবে তাহা জানিত না, তাহার গন্তব্য স্থানেরও নিশ্চয়তা ছিল না ; প্রভুর অন্তিম আদেশ পালনই তখন তাহার একমাত্র সঙ্কল্প।

সূচনা সমাপ্ত

চীনের চালবাজি

আখ্যায়িকা আরম্ভ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ডাক্তার রাইমারের আবির্ভাব

দক্ষিণ আমেরিকায় ইকুয়েডর নামক যে দেশ আছে—সেই দেশের একটি ক্ষুদ্র বন্দরের নাম সান মিগুয়েল। এই বন্দরটি এরূপ ক্ষুদ্র ও অখ্যাত যে, উৎকৃষ্ট মানচিত্র ভিন্ন সাধারণ মানচিত্রে তাহার নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই ক্ষুদ্র নগরের অধিবাসী-সংখ্যা অধিক নহে, তাহাদের অধিকাংশই ফিরিঙ্গী; স্থানীয় আদিম অধিবাসীগণের সহিত স্পানিয়ার্ডগণের সংমিশ্রণে এই সকল ফিরিঙ্গীর উদ্ভব হইয়াছিল। দুই চারিজন শ্বেতাঙ্গও সেখানে ছিল; কিন্তু তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা কত দিন পূর্ব্বে কি উপলক্ষে সেখানে আসিয়াছিল—তাহা কেহই বলিতে পারে না। ইহাদের অধিকাংশই জর্ম্মান। তাহারা সন্নিহিত জনপদ-সমূহে ব্যবসায় বাণিজ্য করিত।—ব্যবসায় বাণিজ্যে তাহাদের তেমন অধিক অর্থোপার্জ্জন না হইলেও আমোদ প্রমোদে উৎসাহের অভাব ছিল না, জুয়াখেলায় তাহাদের অসাধারণ অনুরাগ লক্ষিত হইত।

এই বন্দরে অনেকগুলি মদের দোকান ছিল। জুয়ার আড্ডার সহিত মদের দোকানের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। মদের দোকানগুলির মধ্যে 'মাতুল' স্মিটের দোকানই প্রসিদ্ধ। তাহার দোকানে যে পরিমাণে মদ বিক্রয় হইত, অন্য সকল দোকানদার এক যোগে তত টাকার মদ বিক্রয় করিতে পারিত না। স্মিটের

দোকানে পাঁচ ছয়খানি টেবিল ছিল; স্থানীয় শ্বেতাঙ্গেরা সেই সকল টেবিলে বসিয়া মহানন্দে বোতল-বাহিনীর উপাসনা করিত। অনেকে সেখানে যুগলে উপস্থিত হইত; সঙ্গিনীর অভাবে অনেকে একাকী গিয়া বোতল খুলিয়া বসিত। সন্ধ্যার পর সকলে দল বাঁধিয়া জুয়ার আড্ডায় প্রবেশ করিত। এই দোকানেরই অন্য দিকে জুয়ার আড্ডা।

যে দিনের কথা বলিতেছি, সেই দিন স্মিটের দোকানের একখানি টেবিল একটি বিরাট-বপু শ্বেতাঙ্গ অধিকার করিয়া বসিয়া ছিল। পূর্ব্বে তাহার মুখে দাড়ি গোঁফ ও চোখে চসমা ছিল; কিন্তু সান মিগুয়েলে আসিয়া সেগুলি সে পরিত্যাগ করিয়াছিল। সে জানিত দাড়ি গোঁফ না থাকিলে ইচ্ছামত ছদ্মবেশ ধারণ করা যায়। এই শ্বেতাঙ্গ-পুঙ্গবের পরিচ্ছদ মূল্যবান না হইলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাহার মাথার টুপিতে ভ্রূ পর্য্যন্ত ঢাকিয়া গিয়াছিল।—তাহার পরিপুষ্ট হাত দু'খানি দেখিলে বুঝিতে পারা যাইত—লোকটি কর্ম্মঠ। সান মিগুয়েলের শ্বেতাঙ্গ সমাজে এই লোকটি 'ডাক্তার হটন' নামে পরিচিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহার প্রকৃত নাম ডাক্তার হক্সটন রাইমার। ডাক্তার রাইমার 'রহস্য-লহরী'র পাঠক পাঠিকাগণের অপরিচিত নহে। অনেক ভুঁইফোড় গো-বৈদ্যের মত সে স্বয়ংসিদ্ধ 'ডাক্তার' নহে; ডাক্তার রাইমার সত্যই চিকিৎসা-শাস্ত্র বিশারদ ডাক্তার; অস্ত্র চিকিৎসায় তাহার ন্যায় 'হাতযশ' অতি অল্প ডাক্তারেরই ছিল। কিন্তু লোকটি অসাধারণ লোভী। চিকিৎসা ব্যবসায়ে সে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিত, কিন্তু তাহাতে তাহার মন উঠিত না; এইজন্য সে চিকিৎসা ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া, যে ব্যবসায়ে রাতারাতি বড় লোক হওয়া যায়—সেই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিল! দস্যুবৃত্তিতে সে অসাধারণ দক্ষতা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ডাক্তারী অস্ত্র ত্যাগ করিলেও সে কোন দিন সিঁদকাঠী স্পর্শ করে নাই; তাহার মস্তিষ্ক সিঁদকাঠীর অভাব পূর্ণ করিয়াছিল।

অসামান্য প্রতিভার অধিকারী হইলেও ডাক্তার রাইমার দস্যুবৃত্তিতে সুখ শান্তি লাভ করিতে পারে নাই, ধনবানও হইতে পারে নাই। অধিকাংশ সময় তাহাকে অর্থকষ্ট সহ্য করিতে হইত, এবং পুলিশের ভয়ে সে দেশ

দেশান্তরে পলায়ন করিতে বাধ্য হইত। তাহার অধঃপতন কিরূপ শোচনীয় তাহা সে বুঝিতে পারিত; কিন্তু রসাতলের পথ হইতে ফিরিবার জন্য তাহার আগ্রহ ছিল না, বোধ হয় সেরূপ শক্তিও ছিল না। পেরুর সীমান্তে প্রজা-বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় সে সেই বিপ্লবে যোগদান করিয়াছিল; অবশেষে ধরা পড়িবার আশঙ্কায় সেই স্থান হইতে পলায়ন করিয়া সান মিগুয়েলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, এবং দাড়ি গোঁফ ফেলিয়া, ভোল বদল করিয়া 'ডাক্তার হটন' নাম গ্রহণ করিয়াছিল। এখানে সে সম্পূর্ণ নিঃসম্বল হইলেও বুদ্ধি খাটাইয়া যাহা কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিতেছিল—তাহাতে কোন প্রকারে তাহার উদরান্নের সংস্থান হইতেছিল।—সে আশা করিতেছিল, যে রূপেই হউক কোন একটা দাঁও জুটিয়া যাইবে; কিন্তু বড় রকম একটা 'দাঁও' যে জঙ্গলের ভিতর হইতে আসিতেছিল, ইহা তাহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল!

ডাক্তার রাইমারের যখন দুঃসময় আসিত, তখন সে দুশ্চিন্তা ভুলিবার জন্য কেবলই বোতল বোতল মদ গিলিত। আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি সেদিনও সে 'মামার' দোকানে বসিয়া মদ্য পানে বিভোর হইয়াছিল। রাইমার নেশায় চুর হইয়া দোকানের দেশীয় চাকর ছোঁড়াকে আর এক বোতল আনিবার জন্য আদেশ করিল, এবং যে সকল লোক অন্যান্য টেবিলে বসিয়া নেশার ঘোরে রাজা বাদসাহ মারিতেছিল, সে তাহাদের গল্প শুনিতে লাগিল।

তখনও সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয় নাই। রাইমার যেখানে বসিয়া ছিল, সেইস্থান হইতে দোকানের সম্মুখস্থ পথ সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। রাইমার পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র, পথপ্রান্তবর্ত্তী একটি তালগাছের নীচে একটি দেশীয় লোকের প্রতি তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল; লোকটি অবসন্ন ভাবে সেই স্থানে পড়িয়া ছিল—যেন তাহার নড়িবারও সামর্থ্য ছিল না! রাইমার সেইরূপ দীন হীন ছিন্ন পরিচ্ছদধারী দেশীয় লোকটিকে সেই ভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া বিস্মিত হইল, এবং লোকটি কোথা হইতে আসিয়াছে, সে কেনই বা সেখানে পড়িয়া আছে—এ সকল কথা জানিবার জন্য তাহার আগ্রহ হইল! কিন্তু দোকানের চাকরটা সেই সময় আর এক বোতল মদ আনিয়া

তাহার টেবিলে রাখিল; সুতরাং তাহার সকল চিন্তা বোতলের ভিতর প্রবেশ করিল।

রাইমার মদ্যপান শেষ করিয়া টেবিল হইতে উঠিল। কিছু দূরে আর একখানি টেবিলে তিনজন শ্বেতাঙ্গ বসিয়া সুরা পান করিতে করিতে নিম্নস্বরে গল্প করিতেছিল। রাইমার তাহাদের পাশে গিয়া বসিয়া পড়িল, এবং তাহাদের গল্প শেষ হইলে বলিল, "সন্ধ্যার ত আর বেশী বিলম্ব নাই; আজ রাত্রের ব্যবস্থা কি রকম হইবে? তোমরা খেলিবে ত?"

তাহারা মাথা নাড়িয়া একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয়ই, খেলা কি বন্ধ রাখা যায়?"

রাইমার আশ্বস্ত চিত্তে তাহাদের পাশে বসিয়া রহিল। তাহাদের বোতল খালি হইলে তাহারা উঠিল, রাইমারও তাহাদের সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহাদিগকে উঠিতে দেখিয়া, যে সকল শ্বেতাঙ্গ অন্যান্য টেবিলে বসিয়া মদ্যপান করিতেছিল, তাহারাও উঠিল, এবং সকলে দোকানের অন্য অংশে জুয়ার আড্ডায় প্রবেশ করিল। স্মিটের দোকানের পশ্চাতেই সমুদ্রতট; আড্ডাটি সেই দিকে অবস্থিত।

পথের ধারে তালগাছের তলায় শায়িত যে দেশীয় লোকটির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সে তখনও সেই স্থানে পড়িয়া ছিল।

কয়েক ঘণ্টা জুয়া খেলিয়া খেলোয়াড়ের দল জুয়ার আড্ডা পরিত্যাগ করিল। যাহারা বাজি জিতিয়া পকেট পূর্ণ করিয়াছিল, তাহাদের মন আনন্দে ও উৎসাহে পূর্ণ; তাহারা উচ্চৈঃস্বরে গল্প করিতে করিতে চলিতেছিল। যাহারা খেলায় হারিয়া পকেট খালি করিয়া আড্ডা হইতে বাহির হইল, তাহাদের পা যেন উঠিতেছিল না; মুখ মলিন, চক্ষুতে হতাশ ভাব পরিস্ফুট। রাইমারের অবস্থাও এইরূপ। সে মহা উৎসাহে খেলা আরম্ভ করিয়া, পকেটে যাহা ছিল সমস্তই খোয়াইয়া বাসায় ফিরিতেছিল!

রাইমার চিন্তাকুল চিত্তে পথে বাহির হইয়া পূর্ব্বোক্ত তালগাছের তলায় সেই কৃষ্ণাঙ্গ দেশীয় লোকটাকে তখনও শায়িত অবস্থায় দেখিতে পাইল। রাইমারের সঙ্গীরা বিভিন্ন পথে প্রস্থান করিল; রাইমার ভাগ্যবিড়ম্বনার কথা চিন্তা করিতে

করিতে বাসায় আসিল। তাহার বসিবার ঘরে একখানি বেতের চেয়ার ছিল। সে হতাশভাবে সেই চেয়ারে বসিয়া দেশলাই জ্বালিল।—চেয়ারের কাছে বংশ-নির্ম্মিত একখানি টেবিলের উপর বোতলের মুখে একটি বাতি বসানো ছিল। রাইমার সেই বাতি জ্বালিয়া ক্ষুদ্র কক্ষ আলোকিত করিল। সেই কক্ষের এক কোণে কয়েকখানি কম্বল স্তূপাকারে পড়িয়া ছিল। রাইমার বেতের চেয়ারে বসিয়া সেই কম্বলস্তূপের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিল। জুয়ায় হারিয়া সে নিঃসম্বল হইয়াছিল; অতঃপর কিরূপে আহার সংগ্রহ করিবে—তাহা সে স্থির করিতে পারিল না।

রাইমার এরূপ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছিল যে, সেই সময় তাহার ঘরের বারান্দায় একজন লোকের পদশব্দ হইলেও তাহা সে শুনিতে পাইল না। অবশেষে লোকটি সেই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র তাহাকে দেখিয়া রাইমার লাফাইয়া উঠিল, এবং চক্ষুর নিমেষে টেবিল হইতে বন্দুক তুলিয়া লইয়া আগন্তুককে বলিল, "কে তুই? আমার ঘরের ভিতর কেন আসিয়াছিস্?"

রাইমার লক্ষ্য করিয়া দেখিল আগন্তুক মলিনবস্ত্রধারী দেশীয় লোক, এবং নিরস্ত্র; তাহা দ্বারা কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই বুঝিয়া সে বন্দুক নামাইয়া রাখিল।

আগন্তুক নির্ব্বাক ভাবে রাইমারের মুখের দিকে দুই এক মিনিট চাহিয়া-থাকিয়া নিম্ন স্বরে বলিল, "আপনি সাদা-কর্ত্তা?"

রাইমার বলিল, "হাঁ; তুই ত কালা আদমী। এই দেশে তোর বাড়ী?"

আগন্তুক মাথা নাড়িয়া বলিল, "না সাদা-কর্ত্তা, আমি অনেক—অনেক দূর হইতে আসিতেছি।"

রাইমার বলিল, "তোর নাম কি?"

আগন্তুক বলিল, "আমার নাম লোনি।"

রাইমার বলিল, "লোনি? তবে কি তুই আরাবাকান?"

লোনি বলিল, "হাঁ সাদা-কর্ত্তা! কিন্তু আমি আরাকাটাকা হইতে আসিতেছি।"

রাইমার সবিস্ময়ে বলিল, "আরাকাটাকা! সে যে মোটিলোনিস জেলার কাছে! এখানে কিরূপে আসিয়াছিস ?"

লোনি বলিল, "আমি আর এক সাদা-কর্ত্তার সঙ্গে পর্ব্বতের ওপার হইতে আসিয়াছি।"

রাইমার বলিল, "আর একজন সাদা-কর্ত্তার সঙ্গে আসিয়াছিস্!—সে কোথায় ?"

লোনি বলিল, "পথের মধ্যে তিনি মারা গিয়াছেন।"

রাইমার বলিল, "আলোর কাছে সরিয়া আয় দেখি।—তুই পথের ধারে তালগাছের তলায় পড়িয়াছিলি না ?—হাঁ, ঠিক; বিকালে তোকেই সেখানে মড়ার মত পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম! আমার কাছে তুই কেন আসিয়াছিস্? তোর মতলব কি বল।"

লোনি বলিল, "হাঁ, আমিও আপনাকে সরাপের দোকানে বসিয়া দারু ঢুকু-ঢুকু করিতে দেখিয়াছিলাম; আপনি এখানে আসিবার সময় আপনার পাছু পাছু আসিয়াছি, সাদা-কর্ত্তা!"

রাইমার বলিল, "কেন ?"

লোনি বলিল, "আমার মনিব মরিবার সময় অন্য কোন সাদা-কর্ত্তাকে যে ভার দিতে বলিয়াছিলেন, সেই ভার আপনাকে দিব মনে করিয়াছি।"

রাইমার মুহূর্ত্তকাল কি চিন্তা করিল, তাহার পর উঠিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া আসিল, এবং লোনিকে টেবিলের পাশে বসিতে বলিল।

লোনি মেঝের উপর দুই পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়িল। রাইমার স্প্যানিস্ ভাষায় বলিল, "সকল কথা খুলিয়া বল্; তোর মনিব কি ভার দিয়া গিয়াছে ?"

লোনি বলিল, "আমার মনিব মরিবার সময় আমাকে কোন জিনিস দিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন—অন্য কোন সাদা-কর্ত্তার দেখা পাইলে তাহা যেন তাঁহার হাতে দিই; তবে একটা সর্ত্তে রাজী হইলেই দিতে বলিয়াছেন।"

রাইমার বলিল, "কি সর্ত্ত ?"

লোনি বলিল, "সর্ত্ত এই যে, তাঁহাকে আমার মনিবের ইচ্ছা অনুসারে

কাজ করিতে হইবে। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, বিশ্বাসঘাতকতা না করে এ রকম কোন সাদা-কর্ত্তাকে তাহা দিতে হইবে।"

রাইমার বলিল, "আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিব না ইহা কিরূপে বুঝিলে ?"

লোনি বলিল, "আপনাকে দেখিয়া আমার মন বলিল, আপনাকে বিশ্বাস করিতে পারি সাদা-কর্ত্তা !"

হতভাগ্য লোনি জানিত না যে, সে যাহার উপর বিশ্বাস স্থাপনে উদ্যত হইয়াছিল তাহার ন্যায় বিশ্বাসঘাতক নরাধম সমগ্র পৃথিবীতে অধিক নাই ; কিন্তু বিধিলিপি অখণ্ডনীয় !

রাইমার বলিল, "দেখ লোনি, আমাকে কি করিতে হইবে তাহা না শুনিয়া তোমার সর্ত্তে কি করিয়া রাজী হই ? তবে আমার বিশ্বাস, আমি তোমার মনিবের আশা পূর্ণ করিতে পারিব—যদি তাহা আমার অসাধ্য না হয়।"

লোনি মাথা নাড়িয়া বলিল, "আপনি সর্ত্তে রাজি না হইলেও আমি আপনাকে কোন কথা বলিতে পারি না। কাজ আমার মনিবের ; তাঁহার আদেশ আমাকে পালন করিতেই হইবে। আপনি তাঁহার ইচ্ছানুসারে কাজ করিবেন ;—তাহাতে রাজী হইতে না পারেন, তাহা হইলে লোনি আপনাকে ছাড়িয়া অন্য কোন সাদা-কর্ত্তার কাছে যাইবে।"

রাইমার জানিত শপথ করা সহজ, এবং তাহা ভঙ্গ করা কিছুমাত্র কঠিন নহে। তবে আর শপথ করিতে দোষ কি ? ব্যাপার কি, জানিবার জন্য তাহার অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছিল ; এবং কিঞ্চিৎ লাভেরও সম্ভাবনা আছে বলিয়াই তাহার মনে হইতেছিল ! এই জন্য সে বলিল, "আমি আমাদের দেবতার দিব্য করিয়া বলিতেছি—তোমার মনিবের ইচ্ছা পূর্ণ করিব।—কেমন, এখন খুসী হইলে ত ?"

লোনির মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "হাঁ সাদা-কর্ত্তা, এখন আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিব। আমি জানি সাদা-কর্ত্তারা মিথ্যা কথা বলে না, মুখে যাহা বলে, কাজেও তাহাই করে !"

মূর্খ ও সরলপ্রকৃতি লোনি কেন, অনেক চতুর লোকও এই ধারণায় প্রতারিত হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। অনেককে সুতীব্র অনুশোচনার অনলে চিরজীবন দগ্ধ

হইতে হইয়াছে; কিন্তু লোনি ডাক্তার রাইমারকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিল। সে তাহার কোমর হইতে একটি পুঁটুলি খুলিয়া মিঃ বেকারের ডায়েরিখানি বাহির করিল। রাইমার একখানি চোতা খাতা দেখিয়া বড়ই নিরুৎসাহ হইল; সে মনে করিয়াছিল লোনির মনিব মৃত্যুকালে দুই চারিখানি মহামূল্য হীরা জহরত লোনির হাতে সমর্পণ করিয়া তাহাকে বলিয়া গিয়াছিল, তাহা তাহার কোন আত্মীয়কে দেওয়ার জন্য যেন কোন 'সাদা-কর্ত্তা'র হাতে দেওয়া হয়।—কিন্তু হীরা জহরতের পরিবর্ত্তে একখানি ছেঁড়া খাতা!—রাইমার অবজ্ঞাভরে সেই ডায়েরিখানি লোনির হাত হইতে গ্রহণ করিল।

রাইমার খাতাখানি খুলিয়া, তাহার প্রথমেই কয়েকছত্র লেখা দেখিয়া মনে মনে তাহা পাঠ করিল; তাহা পাঠ করিয়া সে অত্যন্ত বিস্মিত হইল, এবং কয়েক মিনিট স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিল।

মিঃ বেকার সর্পদষ্ট হইয়া, তিনি আর দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবেন না ইহা বুঝিতে পারিয়া, তাড়াতাড়ি যে কথাগুলি লিখিয়াছিলেন—রাইমার খাতার প্রথম পৃষ্ঠায় তাহাই পাঠ করিল; মিঃ বেকার মৃত্যুর প্রাক্কালে এই কথাগুলি লিখিয়াছিলেন,—

"আমি আমার আসন্ন মৃত্যুর প্রাক্কালে যে কোন শ্বেতাঙ্গকে আমার এই ডায়েরিখানি প্রদানের ব্যবস্থা করিলাম। এই ডায়েরি কাহার হাতে পড়িবে, তাহা পরমেশ্বরই জানেন; কিন্তু ইহা যে কোন শ্বেতাঙ্গের হস্তে অর্পিত হইবে—তিনিই ডায়েরিখানি পাঠ করিয়া যে সকল সংবাদ জানিতে পারিবেন, তদনুসারে কাজ করিতে যেন কুণ্ঠিত না হ'ন। তিনি আমার অসমাপ্ত কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া তাহা সম্পন্ন করিবেন। যদি তিনি কোন কারণে আমার এই অন্তিম কামনা পূর্ণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে যিনি এই কার্য্যের উপযুক্ত ডায়েরিখানি যেন তাঁহাকেই প্রদান করা হয়। পরমেশ্বর সেই দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিকে আমার অভিষ্ট-সাধনে সমর্থ করুন, ইহাই আমার অন্তিমের প্রার্থনা। আমার এই ডায়েরির গুপ্ত সংবাদগুলি জানিয়া লইয়া, যে বিশ্বাসঘাতক নরাধম ইহার অপব্যবহার করিবে, বা ইহা স্বার্থসিদ্ধির উপকরণস্বরূপ ব্যবহার

করিবে, পরমেশ্বরের ক্রোধ যেন বজ্রের ন্যায় তাহাকে দগ্ধ করে; আমার অভিসম্পাতে যেন তাহাকে জীবনের অবশিষ্ট কাল প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যুযন্ত্রণার অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।—হেনরী বেকার।"

রাইমার মিঃ বেকারের এই মন্তব্য পাঠ করিয়া এতদূর কৌতূহলাবিষ্ট হইল যে, ডায়েরিতে কি সংবাদ লিখিত আছে—তাহা তখনই পাঠ করিবার আগ্রহ সে দমন করিতে পারিল না। সে খাতার পাতা উল্টাইতে উদ্যত হইয়াছে এমন সময় লোনি ছোঁ মারিয়া খাতাখানি তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইল!

রাইমার অসভ্য নেটিভটার এই আচরণে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু অতিকষ্টে ক্রোধ সংবরণ করিয়া বলিল, "তোমার মতলব কি? আমার কথা বিশ্বাস হইল না?"

লোনি বলিল, "আমার মনিব মৃত্যুর পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছেন তাহা পড়িলেন; শপথ করিয়া বলুন—তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন?"

রাইমার বলিল, "করিব, শপথ করিলাম।"

লোনি রাইমারকে খাতা ফিরাইয়া দিল। রাইমার খাতা খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিল। পাঠ শেষ করিতে তিনঘণ্টা সময় লাগিল। একটি বাতি নিঃশেষিত হইলে, রাইমার আর একটি বাতি জ্বালিল। লোনি রাইমারের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিল। খাতা পাঠ করিতে করিতে রাইমারের চক্ষু আনন্দে উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; সে মনের ভাব গোপন করিতে ভুলিয়া গেল!—কিন্তু লোনি তাহার মুখ-ভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়া ভীত হইল; তাহার মন অবিশ্বাস ও সন্দেহে পূর্ণ হইল।

পাঠ শেষ হইলে রাইমার মানসিক উচ্ছ্বাস সংযত করিয়া বলিল, "এ সকল বিষয় কি সত্য?"

লোনি বলিল, "সম্পূর্ণ সত্য; আমার মনিব ও আমি চোখে দেখিয়াছি সাদা-কর্ত্তা।"

রাইমার মনে মনে বলিল, "এরূপ অদ্ভুত বিরাট ব্যাপারের কাহিনী আর কখন শুনি নাই। যদি আমি সতর্ক ভাবে কাজ করিতে পারি, তাহা হইলে

কি বিপুল অর্থ আয়ত্ত করিতে পারিব! এ দাঁও ছাড়িব, আমি এরূপ মূর্খ নাই!"—অতঃপর সে লোনিকে স্প্যানিস্ ভাষায় বলিল, "তোমার মনিবের কাজের ভার আমি গ্রহণ করিলাম। আমি তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিব; কিন্তু কিছু বিলম্ব হইবে লোনি!"

লোনি বলিল, "বিলম্বের কারণ কি সাদা-কর্ত্তা!"

সাদা-কর্ত্তা বলিল, "টাকার দরকার হে! টাকার দরকার; টাকার যোগাড় না করিয়া কিরূপে একাজে হাত দিব?"

লোনি কাপড়ের ভিতর হইতে একখানি সুবৃহৎ অত্যুজ্জ্বল হীরা বাহির করিয়া রাইমারের হাতে দিল। তাহা হইতে হরিতাভ জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইতেছিল। রাইমার হীরা জহরত চিনিত; হীরাখানি দীপালোকে পরীক্ষা করিয়া সে বুঝিতে পারিল—তাহার মূল্য পাঁচ হাজার পাউণ্ডের কম নয়! জহরীরা তাহা আরও অনেক অধিক টাকায় বিক্রয় করিতে পারিবে। দুর্দ্দমনীয় লোভে তাহার মন সংযত করা কঠিন হইল। তাহার বিশ্বাস হইল, পরমেশ্বর তাহাকে কোটীপতি করিবার উদ্দেশ্যেই এইরূপ স্বপ্নাতীত সুযোগ দান করিয়াছেন; নতুবা লোনি এত লোক থাকিতে তাহারই নিকট আসিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিবে কেন? তাহার মনিব বেকারই বা মরিবে কেন? তাহার সন্দেহ হইল—তবে কি পরমেশ্বর সত্যই করুণাময়? তিনি কি ইচ্ছা করিলে দরিদ্রকে ধনী করিতে পারেন?—লাভের আশা দেখিলে অনেক নাস্তিকেরই মনে হয়—ঈশ্বর আছেন। দস্যুও মনে করে—পরমেশ্বরের সাহায্যেই সে পরধন হস্তগত করিয়াছে!

হীরাখানি পাইয়া, রাইমার উৎসাহ গোপন করিয়া তাচ্ছিল্য ভরে বলিল, "হাঁ, এখানি বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাওয়া যাইবে, তাহাতে কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে। আমি কালই গুয়াকুইলে যাত্রা করিব। সেখানে আমি যে জাহাজ পাইব—সেই জাহাজে সাগর পার হইয়া তোমার মনিবের দেশে যাইব। সেই দেশে গিয়া তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিব।"

লোনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনি শপথ করিয়াছেন সাদা-কর্ত্তা! কিন্তু যদি আপনি কথার খেলাপ করেন, আমার মনিবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা

করেন—তাহা হইলে আপনাকে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। আপনার প্রাণ যাইবে।"

রাইমার বলিল, "আমার যাহা বলিবার ছিল তাহা তোমাকে বলিয়াছি।"

লোনি মিঃ বেকারের ডায়েরির দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিল, তাহার পর নিঃশব্দে রাইমারের গৃহত্যাগ করিল।

লোনি প্রস্থান করিলে রাইমার দ্বার বন্ধ করিয়া লোনি-প্রদত্ত হীরাখানি আর একবার পরীক্ষা করিল; তাহার পর হর্ষ-গদ্গদ স্বরে বলিয়া উঠিল, "আঃ, কি দাঁও-ই জুটিয়া গেল! প্রথমে মনে হইয়াছিল আমি স্বপ্ন দেখিতেছি। মন স্থির হও!—দশ লক্ষ পাউণ্ড ত আমার মুঠার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে! আমি তাহা আত্মসাৎ করিলে বিপদে পড়িব, আমার প্রাণ যাইবে—লোনি ভয় দেখাইয়া গেল। ইচ্ছা হইতেছিল এক গুলীতে এই ঘরের ভিতর তাহাকে সাবাড় করি, ল্যাঠা চুকাইয়া দিই। যাক্, পিঁপড়ের কামড়ে আমার আর কি ক্ষতি হইবে? সে হয় ত গোপনে আমার অনুসরণ করিবে,; কিন্তু আমি গুয়াকুইলে গিয়া জাহাজে উঠিলে সে আর আমাকে কোথায় পাইবে? লোনি নিরুপায় হইয়া তাহার দেশে ফিরিয়া যাইবে। নিতান্ত অসভ্য দেশী লোক হইলেও লোকটা প্রভুভক্ত বটে, সে বেকারের আদেশ পালন করিয়াছে; কিন্তু বড়ই নির্ব্বোধ, একটু বুদ্ধি থাকিলে এরূপ মূল্যবান হীরা আত্মসাৎ না করিয়া আমাকে দিত কি? বানর মুক্তাহারের আদর জানে না, লোনি হীরার কদর কি বুঝিবে?—এত দিনে আমার ভাগ্য ফিরিয়াছে। কাল আমি গুয়াকুইলে গিয়া বুড়া আন্‌রাডিসের সঙ্গে পরামর্শ করিব। বেকারের ডায়েরির গুপ্তরহস্য সে বিস্তর টাকায় কিনিয়া লইবে; তা' ছাড়া, কয়েকটা সুবিধাজনক সর্ত্তও তাহার নিকট আদায় করিতে পারিব। আমি সেই সর্ত্তগুলি বিক্রয় করিয়া আরও অনেক টাকা সংগ্রহ করিতে চাহি। তাহার পর প্যারিসে প্রস্থান। আঃ, সেখানে গিয়া এবার কি মজাটাই লুটিব! এবার জীবনের সকল সাধ পূর্ণ হইবে। কাল বিস্তর কাজ আছে। এখন খানিক ঘুমাইয়া লই; আর অধিক রাত্রি নাই।"

রাইমার বাতি নিবাইয়া, কম্বল মুড়ি দিয়া শয়ন করিল। পাঁচ মিনিটের

মধ্যেই সে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইল। সে জানিতে পারিল না, কিন্তু লোনি সেই নৈশ অন্ধকারে তাহার গৃহদ্বারের অদূরে পাহারায় নিযুক্ত ছিল। রাইমার মিঃ বেকারের আদেশ পালন করে কি না, ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য লোনি সর্ব্বত্র ছায়ার ন্যায় রাইমারের অনুসরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল।

রাইমার পরদিন প্রভাতে মন্ত-ব্যবসায়ী মহাজন স্মিটের দোকানে উপস্থিত হইল। এই বৃদ্ধ জর্ম্মান সাধু ও অসাধু নানা উপায়ে বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল; বস্তুতঃ, তাহার অপেক্ষা অধিক টাকার মানুষ সে অঞ্চলে আর একজনও ছিল না। অর্থাভাব হইলে রাইমার মধ্যে মধ্যে তাহার নিকট টাকা ধার করিত। রাইমার তাহার সহিত দেখা করিয়া বলিল, "তোমার সঙ্গে গোপনে দুই একটি কথা আছে।"

স্মিট রাইমারকে পাশের একটি নির্জ্জন কক্ষে লইয়া গিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "তোমাম গোপনীয় কথা বুঝিয়াছি; কিছু টাকা ধার চাই। কিন্তু আগেই তোমাকে বলিয়া রাখিতেছি আর আমি টাকা দিতে পারিব না। সর্ব্বদাই তোমার টাকার দরকার; আমি তোমাকে যখন-তখন কোথা হইতে—"

রাইমার তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "দেশলাই না জ্বলিতেই ঘরে আগুন লাগিয়াছে বলিয়া চিৎকার করিও না। আমি তোমার কাছে টাকা ধার করিতে আসি নাই। একটি জিনিস আনিয়াছি; তুমি ত ঝুনো জহরী, দেখ দেখি কি রকম জিনিস!"

পূর্ব্বরাত্রে লোনি তাহাকে যে হীরাখানি দিয়াছিল, তাহা সে পকেট হইতে বাহির করিয়া স্মিটের সম্মুখে ধরিল। স্মিট ব্যগ্রভাবে তাহা হাতে লইয়া হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল, এবং তাহা পরীক্ষা করিয়া বলিল, "হাঁ, হীরাখান আসল বটে! তুমি ইহা কোথায় পাইয়াছ—তাহা জিজ্ঞাসা করিব না; কারণ মিথ্যা কথা শুনিবার জন্য আমার আগ্রহ নাই। তবে আমার কাছে কেন আনিয়াছ —তাহা জিজ্ঞাসা করিলে বোধ হয় সত্য কথা বলিবে; উহা কি বিক্রয় করিবে, না, বন্দক রাখিয়া কিছু টাকা লইবে?"

রাইমার হাসিয়া বলিল, "তোমার কাছে বন্দক রাখা বিক্রীর বাবা! বন্দক-

টন্দক রাখিব না, বিক্রী করিব। খাঁটি জিনিস, মার্কিন মুলুক খুঁজিয়া এ রকম হীরা আনিতে পার ত আমার নামই ডাক্তার হটন নয়!—কত দাম দিতে পার?”

বুড়া জর্ম্মানটা প্রশান্ত ভাবে বলিল, “তোমার সঙ্গে দোকানদারী করিয়া লাভ নাই, কেবল সময় নষ্ট হইবে বৈ ত নয়। আমি বেশ বুঝিয়াছি—তুমি ইহা হাজার ডলারের কম দামে ছাড়িবে না।”

রাইমার বলিল, “বুড়ো তুমি আসল ঘুঘু! এ কি ছেলের হাতের নাড়ু, না চোরা মাল—যে, ইহা হাজার ডলারে কিনিবার আশা করিতেছ? পঁচিশ হাজার ডলারের কম দামে ইহা তুমি পাইবে না। ইহার ঠিক দাম ত্রিশ হাজার ডলারের কম নয়, তা তুমিও জান, আমিও জানি; কিন্তু গরজে পড়িয়া আমাকে ইহা পঁচিশ হাজারেই ছাড়িতে হইতেছে।—হাজার ডলার ইহার দাম বলিতে তোমার লজ্জা হইল না?”

স্মিট্ বলিল, “বাজে কথা রাখিয়া দাও। আমি এক কথার মানুষ, পাঁচ হাজার ডলার দিতে পারি, তাহার বেশী চাহিলে আমি নারাজ!”

রাইমার বলিল, “তবে থাক, আমি গুয়াকুইলে লইয়া গিয়া উহা ত্রিশ হাজার ডলারে বিক্রয় করিব। তুমি বন্ধু লোক, তাই আগেই তোমার কাছে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি ছুরী শানাইয়া বসিয়া আছ! উত্তম, আমি উঠিলাম।”

কিন্তু স্মিট তাহাকে উঠিতে দিল না, ‘এক কথার মানুষ’ ক্রমাগত দর-দস্তুর করিতে লাগিল। পাঁচ হাজার হইতে সে ছয় হাজার, সাত হাজার—ক্রমে নয় হাজার ডলারে উঠিল!

রাইমার বলিল, “আমার হাতে বিস্তর কাজ; তোমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করিবার সময় নাই, সে ইচ্ছাও নাই। দশ হাজার ডলারের কমে ইহা পাইবে না।”

অগত্যা স্মিট দশ হাজার ডলারেই তাহা ক্রয় করিল; যে-কোন জহরত-বিক্রেতা তাহা ত্রিশ হাজার ডলারে ক্রয় করিবে—এ বিষয়ে স্মিটেরও সন্দেহ ছিল না। তাহার গুয়াকুইলের এজেণ্টের বরাবর সে দশ হাজার ডলারের একখানি ‘ড্রাফ্‌ট’ রাইমারের হস্তে প্রদান করিলে, রাইমার তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ

করিল। রাইমার তাহার ঘরে ফিরিয়া গুয়াকুইলে যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিল ; কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য লোনির দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না !

* * * *

সান মিগুয়েল হইতে গোয়াকুইল পর্য্যন্ত সমুদ্রের ধারে ধারে একটি রাস্তা আছে ; বালুকাপূর্ণ পথ, মধ্যাহ্নের রৌদ্রে সেই পথ মরুপথের ন্যায় উত্তপ্ত হয়। পথের মধ্যে মধ্যে তাল ও নারিকেল গাছ আছে বটে, কিন্তু তাহাদের ছায়ায় ক্লান্ত পথিক-গণের শ্রান্তি দূর হয় না। রাইমার এই পথে গুয়াকুইলে চলিল। তাহার বামে সমুদ্র,—দক্ষিণে সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর, ; সেই প্রান্তরের প্রান্তভাগে সমুন্নত ধূসর গিরিশ্রেণী। বায়ুপ্রবাহ-সঞ্চালিত উত্তপ্ত বালুকারাশি রাইমারের মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। লাভের আশায় মনের উৎসাহে সে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল। এই ভাবে চলিয়া সপ্তম দিনে সে গুয়াকুইলে উপস্থিত হইল।

সেই সময়ে আন্‌রাডিস নামক একজন বৃদ্ধ স্পানিয়ার্ড এই প্রদেশের অধিনায়ক ছিলেন। স্প্যানিস্ গবর্মেণ্টে তাঁহার অসাধারণ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। এমন কি, ভোটের জোরে তিনি ইকুয়েডর সাধারণ তন্ত্রের সভাপতি হইতে পারিবেন ইহাও অনেকে বিশ্বাস করিত। অনেকগুলি ব্যবসায়ে তাঁহার একচেটে অধিকার ছিল, এবং তিনি বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। রাইমার আন্‌রাডিসের সহায়তা লাভের আশায় গুয়াকুইলে আসিয়াছিল।

রাইমার গুয়াকুইলে আসিবার সময় এক দিনও লোনির দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই ; এই সুদীর্ঘ পথে লোনি ছায়ার ন্যায় রাইমারের অনুসরণ করিয়াছিল। রাইমার কোন দিন তাহা জানিতে পারে নাই।

রাইমার সান মাগুয়েলে একটি ঘোড়া ভাড়া লইয়া গুয়াকুইলে আসিয়াছিল ; সে তাহার জিনিসপত্রগুলি একটি খচ্চরের পিঠে চাপাইয়া দিয়াছিল। দুইজন দেশীয় লোক এই ঘোড়া ও খচ্চরের সঙ্গে আসিয়াছিল। রাইমার একটি হোটেলে ঘর ভাড়া লইয়া ঘোড়া ও খচ্চর সহ দেশীয় অনুচরকে বিদায় করিয়া দিল।

রাইমার হোটেলের কুঠুরীতে তাহার জিনিস-পত্র গুছাইয়া লইয়া, ঘণ্টা-খানেক বিশ্রামের পর বৃদ্ধ আনরাডিসের সহিত দেখা করিতে চলিল। হোটেলের

কিছু দূরে পথের ধারে আন্‌রাডিসের বাসভবন। সেই অট্টালিকার সুবৃহৎ বহির্দ্বারে একটি ঘণ্টা ঝুলিতেছিল। রাইমার সেই দ্বারের সম্মুখে আসিয়া ঘণ্টাধ্বনি করিল। মুহূর্ত্ত পরে একজন দেশীয় পরিচারিকা দ্বার খুলিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল; কিন্তু সে রাইমারকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই রাইমার তাড়াতাড়ি তাহার পাশ দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া পরিচারিকার ধারণা হইল—লোকটি কর্ত্তার বিশেষ পরিচিত; তাঁহার সহিত যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা না থাকিলে কি সে ঐরূপ অসঙ্কোচে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিত?—পরিচারিকা তাহাকে বাধাদানের চেষ্টা করিল না।

পরিচারিকা দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাইমারের অনুসরণ করিলে রাইমার ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তোমার মনিব সিনর আন্‌রাডিস বাড়ীতে আছেন ত?"

পরিচারিকা বলিল, "হাঁ সিনর। তিনি এই মাত্র ঘুমাইয়া উঠিলেন। মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ করিয়া তিনি ঘুমাইতেছিলেন।"

রাইমার বলিল, "তাহা হইলে তাঁহাকে একটু খবর দেওয়াই ভাল। তুমি তাঁহাকে বল—ডাক্তার হটন দেখা করিতে আসিয়াছেন। আমার নাম শুনিলেই তিনি আমাকে চিনিতে পারিবেন। তাঁহার সঙ্গে জরুরি কথা আছে। আমি এখানেই অপেক্ষা করিতেছি; তিনি কি বলেন, এখানে আসিয়া আমাকে বলিয়া যাইও।"

রাইমার হল-ঘরের বারান্দার বাহিরে একখানি বেতের চেয়ারে বসিয়া পড়িল। সেই ঘরের বাহিরে বারান্দার নীচে একটি সুদৃশ্য পুষ্পকানন। সেই পুষ্পোদ্যানের চারি দিকে উচ্চ প্রাচীর; প্রাচীরের বাহিরে নানা জাতীয় বৃক্ষ। সেই সকল বৃক্ষের শাখা প্রাচীরের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। পুষ্পোদ্যানের ভিতর একটি কৃত্রিম নির্ঝর ছিল। অপরাহ্ণে সেই নির্ঝর হইতে জলরাশি উৎক্ষিপ্ত হইয়া চারি দিকে ঝরিয়া পড়িত। সিনর আন্‌রাডিসের বাসভবন সুন্দর রূপে সজ্জিত।

সিনর আন্‌রাডিস রাইমারকে চিনিতেন। রাইমার কর্ত্তৃক সংগৃহীত কোন কোন গুপ্ত সংবাদ তিনি একাধিক বার টাকা দিয়া কিনিয়া লইয়াছিলেন,

এবং তাহাতে তাঁহার যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল। এই জন্যই রাইমারের বিশ্বাস হইয়াছিল—এবারও আন্‌রাডিস তাহার আশা পূর্ণ করিবেন।

আন্‌রাডিস সে সময় তাঁহার বৈষয়িক ব্যাপার-সংক্রান্ত কতকগুলি কাগজপত্র দেখিতেছিলেন; পরিচারিকা রাইমারের নিকট ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে ঘণ্টা-খানেক অপেক্ষা করিতে বলিল। অগত্যা রাইমারকে সেই বারান্দায় বসিয়া থাকিতে হইল।

অপরাহ্ণে পুষ্পোদ্যানের ফোয়ারা হইতে উৎক্ষিপ্ত জলরাশি চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল; নানা জাতীয় কুসুমের অর্দ্ধস্ফুট কলিকাগুলি বিকাশোন্মুখ হইল; তাহার মধুর সৌরভে অপরাহ্ণের ঈষদুষ্ণ বায়ুস্তর সুরভিত করিল। সিনর আন্‌রাডিস তাঁহার কামরা হইতে বাহির হইয়া সেই পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিলেন। তিনি একখানি চেয়ারে বসিয়া রাইমারকে নিকটে আহ্বান করিলেন। রাইমার বারান্দা হইতে পুষ্পোদ্যানে নামিয়া, তাঁহার সম্মুখস্থিত আর একখানি চেয়ারে উপবেশন করিল।

লোনি সান মিগুয়েল হইতে রাইমারের অনুসরণ করিয়া গুয়াকুইলে উপস্থিত হইয়াছিল, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রাইমার গুয়াকুইলের যে হোটেলে বাসা লইয়াছিল, লোনি সেই হোটেলের বাহিরে একটি বৃক্ষের অন্তরালে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। রাইমার হোটেল হইতে বাহির হইয়া আন্‌রাডিসের বাড়ীর দিকে চলিতে আরম্ভ করিলে, সে পুনর্ব্বার তাহার অনুসরণ করিল; কিন্তু রাইমার তাহা জানিতে পারিল না।

রাইমার আন্‌রাডিসের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে লোনি তাহার অনুসরণের সুযোগ না পাইয়া একবার সেই অট্টালিকার চারি দিকে ঘুরিয়া দেখিল; পুষ্পোদ্যানের প্রাচীরের বাহিরে যে গাছগুলি ছিল, তাহা তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করিল না। সে অন্যের অলক্ষ্যে প্রাচীরের নিকট উপস্থিত হইয়া একটি গাছে উঠিল, এবং গাছের যে শাখাটি প্রাচীরের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল, সেই শাখার নিবিড় পত্ররাশির ভিতর দিয়া সে বারান্দায় উপবিষ্ট রাইমারকে দেখিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইল; তাহার পর আন্‌রাডিস বাগানে প্রবেশ করিয়া রাইমারকে আহ্বান

করিলে রাইমার যখন তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বসিল, তখন লোনির আশা হইল সে তাঁহাদের পরামর্শ শুনিতে পাইবে। লোনি স্প্যানিস্ ভাষা বুঝিতে পারিত; এমন কি, সেই ভাষায় মনের ভাবও প্রকাশ করিতে পারিত। দক্ষিণ আমেরিকাবাসী শ্বেতাঙ্গদের দেশীয় ভৃত্যেরা প্রায় সকলেই স্প্যানিস্ ভাষা জানে।

আন্‌রাডিস খর্ব্বকায় হইলেও তাঁহার দেহ স্থূল। দেহের বর্ণ পীতের আভাযুক্ত শুভ্র। মুখে দাড়ি ছিল না; কিন্তু গোঁফ-জোড়াটা খুব জমকাল, যেন গালের দুই পাশে একজোড়া শ্বেতচামর ঝুলিতেছিল। মাথার চুলগুলি খাট, সমস্ত চুল পাকিয়া শনের মত সাদা হইয়া গিয়াছিল। বয়স ষাঠ বৎসর উত্তীর্ণ হইলেও দেহে জরার চিহ্নমাত্র ছিল না। লোকটিকে দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইত, তিনি জনসাধারণের নেতা হইবার অযোগ্য নহেন। আমরা যাহাকে 'রাসভারি' লোক বলি, তাঁহার চেহারা অনেকটা সেইরূপ।

আন্‌রাডিস্ রাইমারের করমর্দ্দন করিয়া স্প্যানিস্ ভাষায় বলিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছ শুনিয়া বড়ই বিস্মিত হইয়াছিলাম। আমার ধারণা ছিল তুমি এখন পেরুতে বসিয়া দুই হাতে মশা তাড়াইতেছ, এবং ম্যালেরিয়ার কবল হইতে মুক্তি লাভের জন্য কুইনাইন ঠুকিতেছ!"

রাইমার হাসিয়া বলিল, "হাঁ, পেরুতে থাকিলে ঐ দুইটি কাজ নিশ্চয়ই করিতে হইত; কিন্তু ঘটনাচক্রে বাধ্য হইয়া আমাকে সান মিগুয়েলে আসিতে হইয়াছিল।"

আন্‌রাডিস্ বলিলেন "সান মিগুয়েলে? সে ত ম্যালেরিয়ার সদর কাছারী!"

রাইমার বলিল, "সে কথা সত্য; সেই স্থান হইতে পলায়নের লোভ সংবরণ করা আমার পক্ষে কঠিন হইলেও, তাড়াতাড়ি পলায়ন করিতে পারি নাই; ধৈর্য্য ধারণ করিয়া কিছুদিন সেখানে ছিলাম বলিয়া আশাতীত পুরস্কার লাভ করিয়াছি।"

আন্‌রাডিস্ বলিলেন, "আশাতীত পুরস্কার? লাভজনক কোন গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছ বুঝি? এই কাজে তোমার বিলক্ষণ হাতযশ আছে।"

রাইমার কি বলে তাহা শুনিবার জন্ত লোনি কান পাতিয়া গাছের ডালে বসিয়া রহিল।

রাইমার বলিল, "হাঁ, আপনি ত পূর্ব্বে তাহার কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছেন। আপনার সহিত আমার বহুদিনের কারবার। আপনি আমার নিকট যখনই যাহা ক্রয় করিয়াছেন, তাহাই আপনার পক্ষে প্রচুর লাভজনক হইয়াছে; যৎসামান্ত অর্থব্যয় করিয়া প্রতিবারই আপনার আশাতীত লাভ হইয়াছে ইহা আপনি নিশ্চয়ই অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু এবার সান মিগুয়েলে আসিয়া সৌভাগ্যক্রমে যে অদ্ভুত গুপ্ত রহস্তের সন্ধান পাইয়াছি, সেরূপ বিরাট ব্যাপারের অস্তিত্ব আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল; সে যে কি বিস্ময়াবহ বিচিত্র কাণ্ড, তাহা কল্পনা করাও আপনার অসাধ্য। অর্থ দ্বারা তাহার মূল্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে না; তবে অর্থদ্বারা আমরা প্রত্যেক জিনিসের প্রয়োজনীয়তার পরিমাণ স্থির করি, কাজেই অর্থ আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না।"

আন্‌রাডিস্ বলিলেন, "দর চড়াইবার জন্ত এত লম্বা ভূমিকা করিতেছ কেন? জিনিসটা কি বল, শুনি।"

রাইমার বলিল, "তাহা বলিবার জন্তই আপনার কাছে আসিয়াছি; কিন্তু তাহা ক্রয় করিতে হইলে আপনাকে যে অর্থ ব্যয় করিতে হইবে, সেরূপ বিপুল অর্থব্যয়ে আপনি জীবনে কোন সামগ্রী নিশ্চয়ই ক্রয় করেন নাই। অর্থ-রাশি তাহার বিনিময়ে নিতান্ত তুচ্ছ।"

আন্‌রাডিস কৌতূহল ভরে বলিলেন, "জিনিসটি কি? সোনার খনি, না হীরার পাহাড়? কিসের সন্ধান পাইয়াছ?"

রাইমার মাথা নাড়িয়া বলিল, "সোনার খনিও নয়, হীরা জহরতের পাহাড়ও নয়। ও সকল তাহার তুলনায় তুচ্ছ!—সে একটি গুপ্ত রহস্ত।"

আন্‌রাডিস্ মুখভার করিয়া বলিলেন, "গুপ্ত রহস্ত? না হে বাপু, টাকা দিয়া আর রহস্ত-টহস্ত কিনিতেছি না। তাহাতে খরচা পোষায় না; ঘরের টাকা পরকে দিয়া কেবল কতকগুলা ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে লইতে হয়!"

রাইমার সোৎসাহে বলিল, "কিন্তু এ রহস্ত যে রহস্তের রাজা! যত

টাকাই ব্যয় করুন, এই রহস্যের মূল্যের তুলনায় তাহা অকিঞ্চিৎকর। আপনি এই রহস্য আয়ত্ব করিতে পারিলে এই ইকুয়েডর রাজ্যের প্রজাতন্ত্রের সভাপতিত্ব লাভ করিতে পারিবেন। প্রজাপুঞ্জ দেবতার মত আপনার পূজা করিবে; বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া আপনি জগতের ইতিহাস চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। তুচ্ছ অর্থের বিনিময়ে মহাপুরুষের দলে 'প্রমোশন' পাওয়া কি সাধারণ কথা? সকল কথা শুনিলে লোভে আপনার জিহ্বার লালা সংবরণ করা দুষ্কর হইবে—ইহা আগেই বলিয়া রাখিলাম।"

আন্‌রাডিস্‌ বলিলেন, "বেশ তোমার সেই লালাস্রাবী রহস্যটা কি বল শুনি; সকল কথা শুনিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিব।"

রাইমার মিঃ বেকারের ডায়েরি পাঠে যে গুপ্ত রহস্যের বিবরণ অবগত হইয়াছিল, তাহা সে ধীরে ধীরে আন্‌রাডিসের গোচর করিল; কোন কথা গোপন করিল না।

আন্‌রাডিস্‌ নিস্তব্ধ ভাবে রাইমারের সকল কথা শুনিলেন; কিন্তু রাইমার তাঁহার মুখভাবের কোন পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইল না। তিনি বিন্দুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া সহজ স্বরে বলিলেন, "যদি তোমার এই রহস্য ক্রয় করিবার জন্য আমার আগ্রহ হয় তাহা হইলে ইহার বিনিময়ে কত টাকা চাও?"

রাইমার ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "পাঁচ লক্ষ ডলার নগদ, আর দশ লক্ষ ডলার মূল্যের কয়েকটি অধিকার।" (concessions)

আন্‌রাডিস্‌ শুষ্ক স্বরে বলিলেন, "মূল্যের পরিমাণ এত কম ধরিলে কেন? তুমি কি আমাকে সোনার খনি বলিয়া ঠাহর করিয়াছ?"

রাইমার বলিল, "সোনার খনি না হউন, আপনি যে একাধিক সোনার খনির পরিচালক, তাহা আমার অজ্ঞাত নহে। আর ঐ যে অধিকারগুলির কথা বলিলাম, আপনার শক্তি সামর্থ্যের তুলনায় তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। গবর্মেণ্টে আপনার যে প্রতিপত্তি আছে—তাহার বলে আপনি একটু চেষ্টা করিলেই অধিকারগুলি আমি পাইতে পারি। তাহা আমাকে লইয়া দিতে আপনার কিছুই অর্থ ব্যয় হইবে না; আর নগদ পাঁচলক্ষ ডলার,—আপনি চোখ বুঁজিয়া

একখানি চেক কাটিয়া দিলেই আমি নিশ্চিন্ত। পাচ লক্ষ ডলারের একখানি চেক লিখিয়া দিতে আপনার দুই মিনিটের অধিক সময় লাগিবে না।”

আন্‌রাডিস্‌ হাসিয়া বলিলেন, “তা বটে, কিন্তু পাঁচ লক্ষ ডলারের স্বর্ণমুদ্রা ব্যাঙ্কে সঞ্চয় করিতে অনেক বেশী সময় লাগে। যাহা হউক, তুমি যে সকল অধিকারের কথা বলিলে—তাহা কিরূপ? শেষে বলিয়া না ব’স—ইকুয়েডর রাজ্যটি পাঁচ বৎসরের জন্য তোমাকে পত্তনী দিতে হইবে!”

রাইমার বলিল, “না, ওরূপ দুরাকাঙ্ক্ষা আমার নাই; যে অধিকার দান করা আপনার অসাধ্য তাহা আপনার নিকট প্রার্থনা করিব—আমি সেরূপ নির্ব্বোধ নহি।—আমার প্রার্থনা—”

আন্‌রাডিস্‌ বাধা দিয়া বলিলেন, “প্রার্থনা যাহাই হউক, তোমার এই গুপ্তরহস্য যে সত্য, ইহার প্রমাণ কি? আমি তোমার কথা বিশ্বাস করিলাম না, তুমি আমাকে প্রতারিত করিতে আসিয়াছ;—আমার এ কথার উত্তরে তোমারকি বলিবার আছে।”

রাইমার বলিল, “আপনার মত ঝুনো রাজনীতিক, আর পাকা ব্যবসাদারকে প্রতারিত করিতে পারে এরূপ প্রতারক এখনও জন্মগ্রহণ করে নাই, তাহা আমার জানা আছে।—আমার কথা যে সত্য, তাহার প্রমাণ আপনি নিশ্চয়ই পাইবেন।—আপনি সুবিখ্যাত আবিষ্কারক হেনরী বেকারের নাম শুনিয়াছেন কি?”

আন্‌রাডিস্‌ বলিলেন, “নিশ্চয়ই। তিনি এখন দক্ষিণ আমেরিকার অপরিজ্ঞাত ভূভাগে পর্য্যটন করিতেছেন—সংবাদ পাইয়াছি।”

রাইমার বলিল, “কিন্তু তিনি পর্য্যটন করিতে করিতে যে রাজ্যের সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন—সেখান হইতে আর ফিরিবেন না।”

আন্‌রাডিস বলিলেন, “অর্থাৎ?”

রাইমার বলিল, “অর্থাৎ তিনি শিঙায় ফুৎকার প্রদান করিয়াছেন, সহজ কথায় পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছেন; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার ডায়েরিখানি আমার হস্তগত হইয়াছে। তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত ডায়েরি, তাহাতে তাঁহার নাম স্বাক্ষর আছে। আপনি তাহা দেখিলেই নিঃসন্দেহ হইতে পারিবেন।”

আন্‌রাডিস্ বলিলেন, "হাঁ, এ প্রমাণ বিশ্বাসযোগ্য; কিন্তু তুমি তাঁহার ডায়েরি কিরূপে পাইলে ?"

মিঃ বেকারের রহস্যপূর্ণ ডায়েরি কি প্রকারে রাইমারের হস্তগত হইয়াছিল, তাহা সে সিনর আন্‌রাডিসের নিকট সরল ভাবে প্রকাশ করিল, সত্য কথা বলিতে কুণ্ঠিত হইল না; স্বার্থ সিদ্ধির আশা না থাকিলে সে লোনির নিকট হইতে ডায়েরিখানি গ্রহণ করিত না, একথাও বলিল। লোনি বৃক্ষশাখায় নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া তাহার সকল কথাই শ্রবণ করিল। ক্রোধে ক্ষোভে তাহার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। সে প্রতিজ্ঞা করিল বিশ্বাসঘাতক রাইমারকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার জন্য পৃথিবীর শেষ প্রান্তেও তাহার অনুসরণ করিবে।

আন্‌রাডিস রাইমারের সকল কথা শুনিয়া, কয়েক মিনিট চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তুমি কোন্ কোন্ অধিকারের প্রার্থনা করিতে চাও ?"

রাইমার বলিল, "তিনটি অধিকার; ট্রান্‌স-আন্‌ডিস্ রেলপথে কম ভাড়ায় আমার মালপত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে; ঐ অঞ্চলে আমার প্রেরিত খনিজ দ্রব্যের আমদানী-শুল্ক হ্রাস করিতে হইবে; ঐ রেলপথের সন্নিহিত নগর-গুলিতে বাণিজ্যের ও ব্যাঙ্ক স্থাপনের একচেটিয়া অধিকার দিতে হইবে। এই অধিকারগুলি ও নগদ পাঁচ লক্ষ ডলার পাইলে আমি বেকারের ডায়েরিখানি আপনাকে প্রদান করিব; তাহার উপর আমার কোন দাবী থাকিবে না।"

আন্‌রাডিস বলিলেন, "তোমার কথায় নির্ভর করিয়া আমি বেকারের গুপ্ত-রহস্য ক্রয় করিব। আমার আফিসে চল, লেখাপড়া আজই শেষ করিব।"

* * * * *

দুই ঘণ্টার মধ্যেই সকল কাজ শেষ হইল। সন্ধ্যা সাতটার সময় রাইমার আনরাডিসের আফিস হইতে বাহির হইয়া মহাউৎসাহে বন্দরস্থিত একটি জাহাজী কোম্পানীর আফিসে প্রবেশ করিল। সে সন্ধান লইয়া জানিতে পারিল—সেই কোম্পানীর একখানি জাহাজ পর দিন ইংলণ্ডে যাত্রা করিবে। রাইমার সেই জাহাজেই ইংলণ্ডে রওনা হইবার জন্য একখানি প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া লইল। তাহার পর হোটেল ফিরিয়া আহারাদি শেষ করিল। সে

তাহার চর্ম্মনির্ম্মিত কোমরবন্দে স্মিটের নিকট হইতে সংগৃহীত নোটগুলি ব্যতীত এক লক্ষ পাউণ্ডের একখানি ড্রাফ্‌ট এবং বেকারের ডায়েরিখানি আঁটিয়া লইল। সে সেই ডায়েরির একখানি নকল সিনর আন্‌রাডিসকে প্রদান করিয়াছিল; আসল ডায়েরি সে হস্তান্তরিত করে নাই।

রাইমার জাহাজের আফিস পরিত্যাগ করিলে লোনি সেই আফিসে উপস্থিত হইল, এবং যোগাড়-যন্ত্র করিয়া পূর্ব্বোক্ত ইংলণ্ডগামী জাহাজের ইঞ্জিন ঘরের খালাসীর চাকরী গ্রহণ করিল।

পরদিন রাইমার জাহাজে চাপিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে ইংলণ্ডে যাত্রা করিল; সে মনে করিল—এইবার সে লোনির তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছে; কিন্তু লোনি সেই সময় সেই জাহাজেরই ইঞ্জিন-ঘরে দাঁড়াইয়া মহা-উৎসাহে কয়লা ঠেলিতেছিল।—তাহার প্রভুভক্তি অতুলনীয়!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিপন্নের আশ্রয়

ডিটেক্‌টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেক একদিন মধ্যাহ্নকালে কার্য্যোপলক্ষে ভিনিসিয়া হোটেলে গমন করিয়াছিলেন। কাজ শেষ হইলে তিনি চুরুট টানিতে টানিতে নীচে নামিয়া আসিতেছিলেন, সেই সময় হোটেলের বহির্দ্বার হইতে বহু কণ্ঠের কোলাহল তাঁহার কর্ণগোচর হইল; তাঁহার সন্দেহ হইল—হোটেলের বাহিরে রাজপথে কেহ হয় ত ট্যাক্সি-চাপা পড়িয়াছে! কিন্তু হোটেলের বহির্দ্বারে আসিয়া, তিনি এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া সে দিক হইতে আর দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলেন না।

তিনি দেখিলেন নিগ্রোর মত কৃষ্ণবর্ণ একটা অসভ্য জঙ্গলী হোটেলের দরজায় দাঁড়াইয়া দুর্ব্বোধ্য ভাষায় চিৎকার করিতেছিল। তাহার হাতে একখান তীক্ষ্ণ-ধার ছোরা! হোটেলের দুই তিন জন দ্বাররক্ষী তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার ছোরাখানি কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু তাহাকে সাম্‌লাইয়া রাখা তাহাদের অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা বিপন্ন ভাবে 'পুলিশ' 'পুলিশ' শব্দে চিৎকার করিতেছিল। একদল পথিক তাহাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া রঙ্গ দেখিতেছিল, এবং লণ্ডনের রাজপথে দিবা দ্বিপ্রহরে ঐ রকম ভীষণাকার ছোরাধারী জানোয়ারটা কোথা হইতে আসিল, নিরীহ পথিকদের উপর ছোরা চালাইবার জন্যই বা তাহার আগ্রহ হইল কেন—ইহা স্থির করিতে না পারিয়া অত্যন্ত উৎসাহের সহিত নানা প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিল।

সর্ব্বপ্রথমে লোকটার চেহারার প্রতি মিঃ ব্লেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল।—ভারতীয় কোল ভীল্ বা সাঁওতালের মত সে কৃষ্ণবর্ণ; মাথার লম্বা চুলগুলিও কৃষ্ণবর্ণ, তৈলাভাবে রুক্ষ, স্থানে স্থানে জটা বাধিয়া গিয়াছিল; গোল মুখ, খাঁদা নাক, দাঁতগুলি উচ্চ; চক্ষুতারকা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, চক্ষুর দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। তাহার

পা খোলা, পরিধানে পাতলা কাপড়ের পায়জামা ; গায়ের জামার বোতাম ছিল না, ফিতা বাঁধা ; কোমর পর্য্যন্ত জামার ঝুল। লোকটার আকার যেরূপ অদ্ভুত, পরিচ্ছদও সেইরূপ বিচিত্র।—কেহ কেহ মনে করিল, ওটা ডারউইনের পূর্ব্বপুরুষ, পশুশালার পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া পলাইয়া আসিয়াছে।

মিঃ ব্লেক পৃথিবীর বহুদেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন ; লোকটাকে দেখিয়াই তিনি চিনিতে পারিলেন, সে দক্ষিণ আমেরিকার আদিম অধিবাসী ; কিন্তু ঐ সকল দেশের ঐ শ্রেণীর লোক ইংলণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায় না, এইজন্য তাহাকে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন! তাহার আরক্ত চক্ষু ও ক্রোধ-কম্পিত বলিষ্ঠ দেহের দিকে চাহিয়া তিনি হোটেলের দ্বারবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি ? ও লোকটাকে তোমরা টানাটানি করিতেছ কেন ?"

দ্বারবান বলিল, "হুজুর, ঐ জানোয়ারটা জোর করিয়া হোটেলে ঢুকিবার চেষ্টা করিতেছিল ; আমি বাধা দেওয়ায় আমার বুকে ছোরা বিঁধাইয়া দেয় আর কি! আমি চীৎকার করায় আরও দুই তিনজন দ্বারোয়ান দৌড়াইয়া আসিয়া উহাকে ধরিয়া ফেলিল ; ধরা না পড়িলে এতক্ষণ দুই একজনকে সাবাড় করিত। পথ দিয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ উহার হোটেলে ঢুকিবার সখ হইয়াছিল কি জন্য—তা ঐ জানে! বানরের মত কিচির-মিচির করিয়া কি বলিতেছে তাহা আমাদের বুঝিবার সাধ্য নাই।"

মিঃ ব্লেক সেই জনতার ভিতর প্রবেশ করিয়া একজন সার্জেণ্টকে দেখিতে পাইলেন ; তিনি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি কেলি ?"

সার্জেণ্ট কেলি মিঃ ব্লেককে অভিবাদন করিয়া বলিল, "ব্যাপার কি, তাহা আমি এখনও জানিতে পারি নাই মিঃ ব্লেক! গোলমাল শুনিয়া একটু আগে এখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি।—এ কোন্ দেশের লোক ? উহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া পাগল মনে হইতেছে!"

মিঃ ব্লেক লোকটার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া জনসাধারণের অজ্ঞাত একটি ভাষায় তাহাকে কি বলিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া সেই বন্য লোকটা বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ছোরাখানি মাটীতে ফেলিয়া দিল। মিঃ ব্লেক

তাহার কথা শুনিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন—সে দক্ষিণ আমেরিকার আদিম অধিবাসী, আরাবাক জাতীয় লোক; কিন্তু সে লণ্ডনে কিরূপে আসিল তাহা তিনি বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে কেন আসিয়াছ কালো ভাই? এখানে ত তোমার কোন দুষমন নাই, তবে ছোরা লইয়া আসিয়াছ কেন?"

পাঠক পাঠিকাগণ বোধ হয় বুঝিয়াছেন, যাহাকে লইয়া এত কাণ্ড—সে মিঃ বেকারের অনুচর লোনি ভিন্ন অন্য কেহ নহে। লোনি মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া যেন অকূল সমুদ্রে কূল পাইল। সে হোটেলের দ্বারবানদের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মিঃ ব্লেকের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল, এবং কাতর ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "সাদা-কর্ত্তা, আপনি আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছেন, আপনি আমাকে রক্ষা করুন। উহাদের কথা আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। আমার কথাও উহারা বুঝিতে পারিতেছে না; আমাকে ধরিয়া টানাটানি করিতেছে, আমাকে কিল চড় মারিতেছে। বোধ হয় আমাকে চোর মনে করিয়াছে; কিন্তু আমি চোর নহি। আমি আমার সাগর-পারের দেশ হইতে এ দেশে আসিয়াছি। কেন আসিয়াছি, কিরূপে আসিয়াছি, তাহা বলিব না। আমি এই সাদা-বাড়ীর ভিতর যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু দরজায় যে লোকটা বসিয়া ছিল—সে আমাকে ভিতরে যাইতে দিল না; তখন আমি তাহাকে কাটিবার চেষ্টা করিলাম। সে সরিয়া গিয়া চিৎকার করিল, আর দুই তিনজন লোক আসিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিল। তাহারা আমার হাত হইতে ছোরা-খান কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই। আপনার কথা শুনিয়াই আমি ছোরা ফেলিয়া দিয়াছি।—আমার কথা বুঝিতে পারে এমন লোক এখানে আপনি ভিন্ন আর কেহই নাই সাদা-কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার দেশের লোক এখানে নাই, কে তোমার কথা বুঝিবে? আমি তোমার কথা বুঝিতে পারি, কারণ আমি পূর্ব্বে তোমাদের দেশে গিয়াছিলাম। তোমাদের দেশের অনেক লোককে চিনি। তোমাদের সর্দ্দার আরাও আমাকে চেনে। সে আমার উপকার করিয়াছিল; তুমি তাহার

দেশের লোক, এখানে আসিয়া বিপদে পড়িয়াছ, আমি তোমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।—তুমি এ দেশে কেন আসিয়াছ তাহা বলিতে যদি তোমার আপত্তি থাকে তাহা হইলে সে কথা তুমি আমাকে বলিও না; তবে তুমি ইচ্ছা করিলে আমার সঙ্গে যাইতে পার, আর যে কাজে তুমি এখানে আসিয়াছ তাহা অন্যায় কাজ না হইলে আমি তোমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।"

লোনি বলিল, "আপনি আমাদের দেশে গিয়াছিলেন? আমাদের সর্দ্দার আরাওকে আপনি চেনেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, কেবল আরাও সর্দ্দার কেন, অনেক আরাবাকান-কেই আমি চিনি। তোমার দেশের লোক তোমাকে কি বলিয়া ডাকে?"

লোনি বলিল, "সকলে আমাকে লোনি বলে।"

পুলিশের পাহারাওয়ালা, হোটেলের দ্বারবান ও পথিকেরা সকলে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া লোনির সহিত মিঃ ব্লেকের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল, কিন্তু কেহই কোন কথা বুঝিতে পারিল না; তবে লোকটা যে পাগল নহে—ইহা তাহারা বুঝিতে পারিল। সার্জেণ্ট লোনির হাত ধরিয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, "আপনি কি ইহার মতলব কিছু বুঝিতে পারিলেন মিঃ ব্লেক! আমি ইহাকে এখন থানায় লইয়া যাইব। আপনি যদি দয়া করিয়া আমাদের সঙ্গে আসেন—তাহা হইলে উহার জবাবের মর্ম্ম আপনার নিকট জানিয়া লইবার সুবিধা হয়।—লোকের ভিড়ে পথ বন্ধ হইয়াছে; পথ পরিষ্কার করিবার জন্য উহাকে শীঘ্র স্থানান্তরিত করা প্রয়োজন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "একটু অপেক্ষা কর কেলি; আমি উহাকে আরও দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব।"

অনন্তর তিনি লোনিকে বলিলেন, "এখানকার রাজার লোক তোমাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া কয়েদ করিয়া রাখিবে,—তাহার পর জাহাজে তুলিয়া তোমাদের দেশে পাঠাইয়া দিবে; তুমি নিজের লোকের কাছে যাইতে পারিবে।"

লোনি ব্যগ্র ভাবে বলিল, "না না, আমি যে কাজে আসিয়াছি, তাহা শেষ না করিয়া দেশে ফিরিব না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তবে আমার সঙ্গে চল; তুমি আমার সঙ্গে না যাইলে উহারা তোমাকে একা ছাড়িয়া দিবে না।"

লোনি বলিল, "এই সাদার দেশে কেবল আপনিই আমার কথা বুঝিতে পারেন। আপনি আমার মনিবের মত দয়ালু, আপনি ভাল লোক; আমি আপনার সঙ্গেই যাইব।"

মিঃ ব্লেক সার্জেণ্টকে বলিলেন, "দেখ কেলি, এই অসভ্য জঙ্গলীটা দক্ষিণ আমেরিকার আরাবাকান। নিগ্রোরা ইহাদের অপেক্ষা অনেক সভ্য। ইহার নাম শুনিলাম লোনি।—লোনি কি উপায়ে ও কি উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছে—তাহা এখনও জানিতে পারি নাই; কিন্তু যদি তুমি উহাকে আমার সঙ্গে যাইতে দাও তাহা হইলে আমি উহার জামিন থাকিতে পারি। উহা-দ্বারা শান্তি ভঙ্গ হইলে সে জন্য আমি দায়ী। প্রয়োজন হইলে আমি উহাকে থানায় হাজির করিব।"

কেলি বলিল, "উহাকে ছাড়িয়া দিতে ভরসা হয় না; ভয়ঙ্কর দুর্দ্দান্ত লোক, সাংঘাতিক অস্ত্র দ্বারা নরহত্যার চেষ্টা করিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি আমি যেরূপ অবলীলাক্রমে ম্যাচ জ্বালিয়া চুরুট ধরাই, উহারাও সেইরূপ অবলীলাক্রমে লোকের বুকে ছোরা বসায়! আমাদের ও উহাদের শিষ্টাচারের আদর্শ এক রকম নয়। আমি উহাদের প্রকৃতি জানি; উহারা মুখে যাহা বলে, সেই কথা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জনেও কুণ্ঠিত হয় না। ও যখন আমার হস্তে আত্মসমর্পণ করিল, তখন তোমার আর দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই। লোনি আমার অবাধ্য হইবে না।"

কেলি বলিল, "আপনি উহার দায়িত্ব গ্রহণ করিলে উহাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিতে আমার কোন আপত্তি নাই; আশা করি এজন্য ভবিষ্যতে আমাকে অপদস্থ হইতে হইবে না। যদি উহাকে তলপ্ করা আবশ্যক হয়—আপনাকে সংবাদ দিব।"

মিঃ ব্লেক লোনিকে সঙ্গে লইয়া জনতার বাহিরে আসিলেন, এবং একখানি

ট্যাক্সিতে উঠিয়া বাড়ী চলিলেন। ট্যাক্সিখানা ভূতে টানিয়া লইয়া যাইতেছে ভাবিয়া, লোনি ভয়ে জড়সড় হইয়া এক কোণে বসিয়া রহিল।

মিঃ ব্লেক লোনিকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী আসিলে, তাহাকে দেখিয়া স্মিথ বিস্মিত হইল; নোংরা কাল জানোয়ারটা মনিবের সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিল দেখিয়া মিসেস্ বার্ডেল রাগে গরগর করিতে লাগিল; তাহার ভয় হইল জানোয়ারটা তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্ত পান করিবে! টাইগার সকোপে লোনির মুখের দিকে চাহিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল; কিন্তু মিঃ ব্লেকের তাড়া খাইয়া ঘরের এক কোণে সরিয়া গিয়া শয়ন করিল। সে সন্দিগ্ধ নেত্রে পুনঃ পুনঃ লোনির মুখের দিকে চাহিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার চেয়ারে বসিলেন, এবং লোনিকে বসিবার জন্য একখানি চেয়ার দেখাইয়া দিলেন; কিন্তু সে চেয়ারে না বসিয়া গালিচার উপর পা মেলিয়া বসিয়া পড়িল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার কি বলিবার আছে বল শুনি।"

লোনি কোন কথা না বলিয়া সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে স্মিথের মুখের দিকে চাহিল। তাহা দেখিয়া মিঃ ব্লেক স্মিথকে বলিলেন, "দরজা বন্ধ করিয়া তুমি পাশের ঘরে যাও। তোমার সাক্ষাতে মনের কথা বলিতে উহার বোধ হয় আপত্তি আছে।"

স্মিথ বলিল, "আপনি এই আরাবাকানটাকে কোথা হইতে জুটাইলেন কর্ত্তা?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কথা পরে শুনিও, এখন সরিয়া পড়।"

স্মিথ সেই কক্ষ ত্যাগ করিলে মিঃ ব্লেক লোনিকে বলিলেন, "দেখ লোনি, যদি তুমি আমার সাহায্য চাও তাহা হইলে তোমার সকল কথা আমাকে খুলিয়া বল। যদি তোমার কোন গোপনীয় কথা থাকে, তাহা আমার কাছে প্রকাশ করিলে তোমার কোন ক্ষতি হইবে না; কিন্তু যদি তুমি কাহাকেও হত্যা করিবার জন্য এদেশে আসিয়া থাক—তাহা হইলে সেই মতলব ছাড়িয়া দাও। এ দক্ষিণ আমেরিকা নহে, এখানে ইচ্ছামত কাহাকেও খুন করা চলে না। যদি কেহ তোমার কোন ক্ষতি করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি তোমার ক্ষতি পূরণের চেষ্টা করিতে পারি। তোমাদের সর্দ্দার আরাও আমার অনেক

উপকার করিয়াছিল, সে কথা আমার স্মরণ আছে,—আমিও তোমার উপকার করিতে প্রস্তুত আছি।”

লোনি বলিল, “সাদা-কর্ত্তা, আপনি ভাল কথাই বলিয়াছেন। আমি এক জন বিশ্বাসঘাতককে খুন করিবার জন্য এদেশে আসিয়াছি। সে কি রকম অন্যায় কাজ করিয়াছে—তাহা আপনাকে বলিতেছি শুনুন।”

লোনি মিঃ বেকার সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিল তাহা পাঠক-পাঠিকাগণের সুবিদিত; এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মিঃ বেকারের অন্তিম আদেশ পালনের জন্য সে সান মিগুয়েলে উপস্থিত হইয়া কি ভাবে একজন শ্বেতাঙ্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল, সেই শ্বেতাঙ্গটি তাহার নিকট হইতে মহামূল্য হীরা-খানি ও বেকারে ডায়েরি লইয়া কিরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল—তাহা সে সবিস্তর মিঃ ব্লেকের গোচর করিল। মিঃ ব্লেক তাহার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন—সেই শ্বেতাঙ্গটি বেকারের আবিষ্কৃত গুপ্ত রহস্য গুয়াকুইলের একজন ধনাঢ্য স্পানিয়ার্ডের নিকট বিক্রয় করিয়া লণ্ডনে চলিয়া আসিয়াছে; লোনি তাহার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিফল দেওয়ার উদ্দেশ্যে সেই জাহাজের খালাসী হইয়া লণ্ডনে আসিয়াছে। লণ্ডনে আসিয়া সেই বিশ্বাসঘাতক ‘সাদা-কর্ত্তা’ ভিনিসিয়া হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করে। লোনি তাহার অনুসরণ করিয়া হোটেলের দ্বারে উপস্থিত হয়; কিন্তু দ্বারবান তাহাকে হোটেলে প্রবেশ করিতে না দিয়া তাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিল।—তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা মিঃ ব্লেক স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

মিঃ ব্লেক নিস্তব্ধ ভাবে সকল কথা শুনিয়া কয়েক মিনিট স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিলেন; লোনির কোন কথা তিনি অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। লোনির প্রভুভক্তি ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার মনে হইল—এরূপ প্রভুভক্ত ভৃত্য জগতে দুর্লভ।

মিঃ ব্লেক কয়েক মিনিট চিন্তা করিয়া লোনিকে বলিলেন, “যে বিশ্বাস-ঘাতকের শপথে নির্ভর করিয়া তাহাকে তোমার মনিবের ডায়েরি দিয়াছিলে, তাহার নাম জানিতে পারিয়াছ?”

লোনি বলিল, "না সাদা-কর্ত্তা! তাহার নাম জানিতে পারি নাই; এই বিশ্বাসঘাতক প্রকৃত নাম গোপন করিয়া ছদ্মনামে সেখানে লোকদের যে ঠকাইত না—ইহাই বা কে বলিবে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কথা সত্য; কিন্তু তাহার পরিচয় না পাইলে তাহাকে ধরিবার উপায় কি?—এ অবস্থায় তোমার দেশে ফিরিয়া যাওয়াই উচিত। তোমার মনিবের ডায়েরিতে গুপ্ত রহস্য ছিল, আর সেই বিশ্বাসঘাতক তাহাই বহুমূল্যে বিক্রয় করিয়াছে বলিলে। সেই রহস্যটি কি, তাহা জানিতে পারিলে আমি তাহার উদ্দেশ্য কতকটা বুঝিতে পারিতাম; তখন তাহার অনুসন্ধানের একটা পথ হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু তুমি তাহার নাম বলিতে পারিলে না, ডায়েরিতে সে কি গুপ্ত-রহস্য জানিতে পারিয়াছে, তাহাও বলিতেছ না; তাহা হইলে আমার নিকট তুমি কিরূপে সাহায্যের আশা করিতে পার? আমি ত তাহাকে ধরিবার কোন উপায় দেখিতেছি না; তোমারও এদেশে থাকিয়া কোন ফল নাই। তুমি স্বদেশে ফিরিয়া যাও, আমি টাকা দিয়া জাহাজের টিকিট কিনিয়া তোমাকে দেশে পাঠাইয়া দিব; তোমার কোন চিন্তা নাই।"

লোনি মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি বুঝিয়াছি আপনি আমার মনিবের মতই ভাল লোক; তাঁহার ডায়েরিতে যে গুপ্ত-রহস্য ছিল, তাহার বিবরণ আপনার নিকট প্রকাশ করিতে বাধা নাই।"

লোনি অসুস্থ হইয়া অরণ্য-মধ্যে বৃদ্ধ সর্দ্দারের গৃহে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলে, সর্দ্দার মিঃ বেকারকে যে অদ্ভুত কাহিনী বলিয়াছিল, লোনি সেই সকল কথা মিঃ ব্লেকের নিকট প্রকাশ করিল। মিঃ বেকার সর্দ্দারের কথা বিশ্বাস করিয়া তাহার সঙ্গে অরণ্যের ভিতর দিয়া দীর্ঘপথ অতিক্রম করিলে তাহারা অরণ্যের অভ্যন্তরে যে বিশাল নগর, বহুদূরব্যাপী উদ্যান, শস্যক্ষেত্র প্রভৃতির সন্ধান পাইয়াছিল, বহু সৈনিককে যে ভাবে ড্রিল করিতে দেখিয়াছিল, তাহার পর তাহাদের অনুসরণ করিয়া সমুদ্রতীরে বহু সৈন্যের সমাবেশ, জাহাজ হইতে অসংখ্য সৈন্যের অবতরণ, জাহাজ হইতে আনীত মাল বহিবার জন্য অসংখ্য অশ্বতরের সমাগম—প্রভৃতির বিবরণ লোনি মিঃ ব্লেকের গোচর করিল।

বেকার ডায়েরিতে নিখুঁত নক্সা অঙ্কিত করিয়া স্থানগুলি চিহ্নিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই অপরিজ্ঞাত ভূভাগ সম্বন্ধে লোনির কোন ধারণা ছিল না ; এজন্য সে পথের পরিচয় দিতে পারিল না। দক্ষিণ আমেরিকার কোন অপরিজ্ঞাত ও অনাবিষ্কৃত অংশে কোন জাতি গোপনে এরূপ একটি বৃহৎ উপনিবেশ স্থাপন করিয়া, অসংখ্য সৈন্য এবং আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের সাহায্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করিতেছে, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভের জন্য মহা উৎসাহে বল সঞ্চয় করিতেছে, অথচ ইউরোপের ও আমেরিকার সুসভ্য দেশসমূহে এ সংবাদ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ! মিঃ ব্লেক এই সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। কথাগুলি বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না, অথচ অবিশ্বাস করিবারও কারণ ছিল না। মিঃ বেকার তাঁহার ডায়েরিতে এই সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন ; লোনিও তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। না, একথা নিশ্চয়ই সত্য।—মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া মিঃ ব্লেক লোনিকে বলিলেন, "সেই সকল লোকের চেহারা কিরূপ ? তাহারা কি শ্বেতাঙ্গ ?"

লোনি বলিল, "না সাদা-কর্ত্তা ! তাহারা সাদা নয়। তাহাদের পোযাকও সাদা-কর্ত্তাদের পোষাকের মত নয়। ভাষাও স্বতন্ত্র। আপনাদের কি স্প্যানিয়ার্ডের ভাষায় তাহারা কথা বলে না। সব মানুষগুলির চেহারাই প্রায় এক রকম ! তাহারা ছাতার কাপড়ে ফিতে-বাঁধা জামা ব্যবহার করে ; তাহাদের রঙ্গ সাদাও নয়, কালও নয়—বাদামী।"

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, "ছাতার কাপড়ে ফিতে-বাঁধা জামা, বাদামী রঙ্গ ? তবে কি চীনাম্যান ?—দক্ষিণ আমেরিকায়, ইকুয়েডর-সন্নিহিত দুর্গম বিশাল অরণ্যে চীনাম্যানদের প্রকাণ্ড উপনিবেশ, বিপুল বাহিনী, গোপনে মহাসমরের আয়োজন ! ইহা কি সত্য, ইহা কি সম্ভবপর ?"

মিঃ ব্লেক কয়েক মিনিট মুদিত নেত্রে বসিয়া রহিলেন ; কয়েক বৎসর পূর্ব্বের একটি ঘটনার কথা তাঁহার স্মরণ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ বৈদ্যুতিক ঘণ্টা স্পর্শ করিলেন। ঝন্-ঝন শব্দ শুনিয়া লোনি চমকিয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত পরে স্মিথ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "গতবৎসর চা-এর ষড়যন্ত্র-(the tea conspiracy). সংক্রান্ত মামলার প্রধান আসামী ফান-কাইকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য চীন দেশে উপস্থিত হইয়া আমরা যে সকল গোপনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলাম, ইনডেক্স (Index) বহিতে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখা আছে। সেই বহিখানি আনিয়া দাও।"

স্মিথ তৎক্ষণাৎ লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিয়া, 'ইনডেক্স' বহিখানি লইয়া আসিল; মিঃ ব্লেক তাহা খুলিয়া সেই বিবরণটি পাঠ করিলেন। তিনি ফান-কাই নামক অপরাধীর সন্ধানে যে সময় ক্যাণ্টন নগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময় চীনের জননায়ক আউ-লিং চীন দেশের বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিবর্গকে একটি গুপ্ত বৈঠকে আহ্বান করিয়া, তাঁহাদের নিকট দক্ষিণ আমেরিকায় একটি গুপ্ত উপনিবেশ স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কারণ চীন দেশের জন সংখ্যা ক্রমেই বর্দ্ধিত হওয়ায় যেরূপ স্থানাভাব হইতেছিল, তাহাতে নূতন উপনিবেশ স্থাপন করিতে না পারিলে দেশে ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের স্থান সঙ্কুলান হওয়া কঠিন হইবে; এ অবস্থায় দক্ষিণ আমেরিকার বিজন অরণ্য ও কান্তারই উপনিবেশ স্থাপনের উপযুক্ত স্থান বলিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সহযোগিবর্গ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি দান করিয়াছিলেন। মিঃ ব্লেক আউ-লিংএর এই গুপ্ত পরামর্শের সংবাদ শুনিয়াছিলেন; কিন্তু এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আউ-লিং কোন চেষ্টা করিয়াছিলেন কি না, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই, এবং সেই জনরবে তিনি কোন দিন আস্থা স্থাপন করেন নাই। এতদিন পরে লোনির বিস্ময়কর কাহিনী শ্রবণ করিয়া, তাঁহার ইনডেক্স-বহির লিখিত বর্ণনার সহিত এই কাহিনীর যথেষ্ট সামঞ্জস্য দেখিতে পাইলেন। তিনি লোনির কথাগুলি বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি জানিতেন মিঃ বেকার দক্ষিণ আমেরিকার বহু অনাবিষ্কৃত ভূ-ভাগের আবিষ্কার করিয়া বিদ্বজ্জন সমাজে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ডায়েরিতে কল্পনাপ্রসূত কতকগুলি মিথ্যা কথা লিখিয়া শ্বেতাঙ্গজাতি-সমূহের আতঙ্কবৃদ্ধি করিবেন, ইহা বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য বলিয়াই মিঃ ব্লেকের

মনে হইল। বেকারের ডায়েরীর কোনও অংশ অসত্য মনে করিবার কারণ ছিল না। দক্ষিণ আমেরিকার কোন না কোন রাজ্যের কোন অসাধারণ শক্তি-সম্পন্ন ধনবান ব্যক্তি এই গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিলে সেই রাজ্যের শাসন-পরিষদে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে, এমন কি, সেই সাধারণ তন্ত্রের সভাপতি পদ লাভ করাও তাহার পক্ষে কঠিন হইবে না—ইহাও মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন। এই জন্যই তিনি যখন শুনিলেন, কোন অজ্ঞাতনামা শ্বেতাঙ্গ মিঃ বেকারের ডায়েরি লোনির নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া তাহা গুয়াকুইলের এক জন মহাধনাঢ্য স্পানিয়ার্ডের নিকট বহুমূল্যে বিক্রয় করিয়াছে, এবং সে নগদ টাকা ব্যতীত বাণিজ্যবিষয়ক নানা অধিকার লাভ করিয়াছে—তখন তিনি সে কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়াই মনে করিলেন। যে ব্যক্তি মিঃ বেকারের ডায়েরি ক্রয় করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম জানিবার জন্য মিঃ ব্লেকের আগ্রহ হইল। লোনি বলিল, যাঁহার নিকট সেই বিশ্বাসঘাতক শ্বেতাঙ্গ তাহার মনিবের ডায়েরি বিক্রয় করিতে গিয়াছিল, তাঁহাকে সে সিনর আন্‌রার্ডিস্ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক সিনর আন্‌রার্ডিসের নামটি লিখিয়া লইয়া লোনিকে বলিলেন, "তুমি বলিলে সেই বিশ্বাসঘাতক 'সাদা-কর্ত্তা' যে জাহাজে এ দেশে আসিয়াছে, তুমিও খালাসী সাজিয়া সেই জাহাজেই আসিয়াছ; সেই জাহাজের নাম কি ?"

লোনি বলিল, "জাহাজের নাম ত পড়িতে পারি নাই, তবে অন্যান্য খালাসীদের কাছে শুনিয়াছি—জাহাজ খানার নাম বলিভার।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, বলিভার জাহাজের নাম শুনিয়াছি। স্মিথ, তুমি এক কাজ কর। এখনই ভিনিসিয়া হোটেলে গিয়া ম্যানেজার ভারডেনকে বল আমি জানিতে চাই বলিভার জাহাজের কোন যাত্রী আজ তাহার হোটেলে ভর্ত্তি হইয়াছে কি না। লগেজের লেবেল দেখিয়া এই সংবাদ সংগ্রহ করা তোমার পক্ষে কঠিন হইবে না। যদি এইরূপ কোন যাত্রী ভিনিসিয়ায় উঠিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার নাম কি, এবং সে কত নম্বরের ঘরে বাস করিতেছে,

তাহা জানিয়া আসিবে। তাহার সন্ধান লইবার জন্ত যদি অন্ত কোথাও যাইতে হয় সেখানেও যাইবে।"

স্মিথ তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশ পালন করিতে চলিল। মিঃ ব্লেক অতঃপর মিসেস্ বার্ডেলকে ডাকিয়া পাশের ঘরে লোনির বিছানা করিয়া দিতে বলিলেন। সেই কদাকার কালো জানোয়ারটা মিঃ ব্লেকের গৃহে রাত্রিবাস করিবে শুনিয়া মিসেস্ বার্ডেলের দুই চক্ষু কপালে উঠিল! কিন্তু প্রভুর আদেশ অগ্রাহ্য করিবার উপায় ছিল না। লোনি সুকোমল শুভ্র শয্যা দেখিয়া তাহাতে শয়ন করিতে অসম্মত হইল; সে মাথা নাড়িয়া বলিল, সাদা-কর্ত্তার বিছানায় সে শয়ন করিতে পারিবে না, ঘরের এক কোণে মেঝের উপর পড়িয়া থাকিবে। কিন্তু মিঃ ব্লেক তাহাকে জোর করিয়া শয়ন করাইলেন। সে অগত্যা কম্বল মুড়ি দিয়া জড়সড় হইয়া পড়িয়া রহিল।

মিঃ ব্লেক লোনিকে শয়ন করাইয়া উপবেশন-কক্ষে ফিরিয়া আসিতেই মিসেস্ বার্ডেল একখানি কার্ড আনিয়া তাঁহার হাতে দিল। কার্ডখানিতে লেখা ছিল:—

"সিনর যোসি সাইমন সিপ্রিয়ানো মেন্‌ডোজা,
ইকুয়েডর রাজ্যের মন্ত্রী;
লণ্ডন।"

মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "বড়ই আশ্চর্য্যের ব্যাপার! একটু আগে লোনির কাছে ইকুয়েডর রাজ্যের কথাই শুনিতেছিলাম। সেই রাজ্যের মন্ত্রী হঠাৎ আমার দর্শনপ্রার্থী! মিঃ বেকারের ডায়েরির সহিত ইঁহার আবির্ভাবের কোন সম্বন্ধ আছে না কি?"—মিসেস্ বার্ডেলকে বলিলেন, "ভদ্রলোকটিকে ডাকিয়া আন।"

দুই মিনিটের মধ্যে ইকুয়েডর রাজ্যের মন্ত্রী মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। লোকটি খর্ব্বকায়, কিন্তু অত্যন্ত মোটা; কাঁচা পাকা দাড়ি গোঁফ কাঁচি দিয়া ছাঁটা। ললাট প্রশস্ত, চক্ষু তারকা কৃষ্ণবর্ণ ও উজ্জ্বল; কিন্তু তাঁহার দৃষ্টিতে কুটিলতার লেশমাত্র ছিল না।

মন্ত্রী ব্লেকের সম্মুখে হাত বাড়াইলে মিঃ ব্লেক উঠিয়া তাঁহার হাতে ঝাঁকুনী দিয়া বলিলেন, "বসুন, মন্ত্রী মহাশয়!"

মন্ত্রী মহাশয় তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আশা করি আপনিই মিঃ—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, রবার্ট ব্লেক! আশা করি আপনাকে বিপন্ন হইয়া আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতে হয় নাই সিনর মেন্‌ডোজা?"

সিনর মেন্‌ডোজা তাঁহার টুপি ও দস্তানা টেবিলের উপর খুলিয়া রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, আমি কি উদ্দেশ্যে আপনার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি—তাহা আপনাকে বলিবার পূর্ব্বে আপনাকে বলিয়া রাখি—আমি আপনাকে যে সকল কথা বলিব—তাহা অত্যন্ত গোপনীয়।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যাঁহারা কোন বৈষয়িক ব্যাপার সম্বন্ধে আমার সঙ্গে পরামর্শ করিতে আসেন, তাঁহাদের কার্য্যভার আমি গ্রহণ করি বা না করি—তাঁহাদের সকল কথা গোপন রাখাই আমার নিয়ম। এক্ষেত্রেও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে না। আপনার যাহা বলিবার আছে—অসঙ্কোচে বলিতে পারেন।"

সিনর মেনডোজা বলিলেন, "হাঁ, তা কি আর জানি না? তবে এ সকল রাজনীতিক ব্যাপার কি না, একটু সতর্ক হইয়া কথা না বলিলে চলে না। আপনার নিকট আমার আসিবার প্রধান কারণ এই যে, আমি সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়াছি—আপনি আমার স্বদেশ ইকুয়েডর সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। আপনি না কি কার্য্যোপলক্ষে পূর্ব্বে একাধিক বার সে দেশে গমন করিয়াছিলেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি সত্য কথাই শুনিয়াছেন; ইকুয়েডর সম্বন্ধে আমার যৎসামান্য অভিজ্ঞতা আছে।"

সিনর মেনডোজা বলিলেন, "তাহা হইলে সেই রাজ্যের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থাও বোধ হয় আপনার অজ্ঞাত নহে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বাহিরের লোকের পক্ষে যতটুকু জানা সম্ভব—তাহার অধিক কিছুই জানি না।"

সিনর মেন্‌ডোজা বলিলেন, "ইকুয়েডর সাধারণ-তন্ত্রের শাসন-পরিষদের সভাপতি (President) গত দুই বৎসর হইতে ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন—তাহা

বোধ হয় আপনার অজ্ঞাত নহে। আমাকে ক্ষোভের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে—যাহারা স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া তাঁহাকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়াছিল, তাহারাই এখন তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়াছে!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “অর্থাৎ শাসন-পরিষদের যে সকল সদস্য গবর্মেণ্টের সমর্থন করিবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে—তাহাদের আর বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না?”

সিনর মেন্‌ডোজা বলিলেন, “হাঁ, আপনি ঠিকই বুঝিয়াছেন। অনেকেই সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সকলকে উল্লঙ্ঘন করিয়া জেনারেল মোরেজই সভাপতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এ সকল কথার আলোচনায় আপনার সময় নষ্ট করিতে আসি নাই। শাসন-পরিষদের সদস্যগণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য দল বাঁধিয়া সভাপতিকে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে; তিনি তাহাদিগকে নানা রকম অধিকার প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যাহার যেরূপ খুসী সেইরূপ অনুগ্রহ (favours) তাঁহার নিকট আদায় করিয়া লইতেছে! এজন্য রাজস্বের পরিমাণ ক্রমেই হ্রাস হইতেছে।

“প্রায় একমাস পূর্ব্বে গবর্মেণ্টের একজন প্রধান সমর্থক তাঁহাকে তিনটি বড় বড় অধিকার মঞ্জুর করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এই লোকটি সভাপতির পদলাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন। এই তিনটি অধিকার দান করিলে রাজস্বের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইতে পারে তাহা জানিয়াও প্রেসিডেণ্ট মোরেজ তাঁহার আব্দার অগ্রাহ্য করিতে ইতস্তত করিতেছেন। তিনি আমাকে জানাইয়াছেন—আমি অবিলম্বে দেশে প্রত্যাগমন না করিলে তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক হইবে। তিনি শাসন-তরণী বানচাল হইবার আশঙ্কা করিতেছেন।

“যে ‘মেলে’ তাঁহার পত্র পাইলাম, সেই মেলেই আর একখানি পত্র পাইলাম; যিনি সভাপতির নিকট ঐ তিনটি অধিকারের দাবী করিয়াছেন—তাঁহারই পত্র। তিনি আমাকে বেশ মোলায়েম ভাষায় লিখিয়াছেন—হঠাৎ যদি বিপ্লব উপস্থিত হয় তাহা হইলে আমি কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিব? তাঁহার

পত্র পাঠ করিয়া মনে হইল, শীঘ্রই শাসন-পরিষদের আমূল পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা আছে; অলক্ষ্যে যেন কোথাও মেঘ সঞ্চিত হইতেছে! বলা বাহুল্য, আমার পক্ষ সমর্থন করে সেখানে এরূপ লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে, এই জন্যই আমার মত জানিবার জন্য তাঁহার এরূপ আগ্রহ।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "শুনিয়াছি আপনি তিনবার প্রেসিডেন্টের পদ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।"

সিনর মেনডোজা বলিলেন, "হাঁ, স্বদেশদ্রোহিতা করিবার ভয়েই আমি সেই পদ গ্রহণ করি নাই। বিবেককে পদে পদে পদদলিত করিবার জন্য ঐ পদ গ্রহণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। আমার বিশ্বাস, রাজ্যের শাসন-বিভ্রাট ঘটাইবার জন্য কেহ কেহ বিদ্রোহের জন্য ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়াছে। আমি ইকুয়েডর রাজ্যের রাজনীতি-সংক্রান্ত সকল অবস্থাই জানি, কিন্তু হঠাৎ বিপ্লব আরম্ভ হইতে পারে এরূপ রাজনীতিক বিভ্রাটের অস্তিত্ব আমার অজ্ঞাত; সুতরাং এই পত্র পাইয়া আমার ধারণা হইয়াছে, হঠাৎ সেখানে কোন একটা গুরুতর বিপ্লবের সূচনা হইয়াছে—পূর্ব্বে যাহার সম্ভাবনা স্বপ্নের অগোচর ছিল; তবে তাহার স্বরূপ কি, ইহা স্থির করিতে না পারায় আমি আপনার সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছি।

"ইউরোপের বর্ত্তমান অবস্থায় কোন দেশেই বিপ্লব প্রার্থনীয় নহে। বিশেষতঃ আমরা ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের ঋণ পরিশোধের যে ব্যবস্থা করিয়াছি, আমাদের দেশে বিপ্লব ঘটিলে সেই ব্যবস্থা উল্টাইয়া যাইবে; তাহার ফল বড়ই বিষময় হইবে। আমি এই সঙ্কটকালে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলাম, কিন্তু এখন আমার এখান হইতে নড়িবার উপায় নাই। আমার স্ত্রী হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া আছেন; তাঁহাকে ফেলিয়া চলিয়া যাওয়া আমার অসাধ্য। এই অবস্থায় আমি বৃটিশ পররাষ্ট্র আফিসে উপদেশ লইতে গিয়াছিলাম, তাঁহারা সকল কথা শুনিয়া আমাকে আপনার সহিত পরামর্শ করিতে বলিলেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার সকল কথাই শুনিলাম, এখন আমাকে কি করিতে হইবে—দু' কথায় বলুন।" (in two words)

সিনর মেনডোজা বলিলেন, "আমার প্রতিনিধি হইয়া আপনাকে ইকুয়েডরে যাইতে হইবে। আমি প্রেসিডেন্ট মোরেজকে যে পত্র লিখিব, সেই পত্র পাঠ করিয়া তিনি আপনাকে আমার তুল্য ক্ষমতা অর্পণ করিবেন, আপনি সেনাপতির অধিকার লাভ করিবেন, তদ্ভিন্ন আপনি রাজ্যের আভ্যন্তরিক কার্য্যভার পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত সচিবের পদে নিযুক্ত হইবেন।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "গোয়েন্দাগিরি করিতে করিতে যাহার চুল পাকিল—তাহাকে আপনি মন্ত্রীর আসনে বসাইয়া অপদস্থ করিতে চাহেন সিনর!"

সিনর মেনডোজা বলিলেন, "না, আপনাকে অপদস্থ হইতে হইবে না মিঃ ব্লেক! আপনাদের দেশের বালকগুলি সিভিল সার্ভিস পাশ করিয়া রাজ্যের এক এক বিভাগের কর্ণধার হয়, আর আপনার এত কালের বহুদর্শিতা নিষ্ফল হইবে? আমার কাছে যে সকল কাগজপত্র আছে তাহা আপনাকে দিব; সেইগুলির সাহায্যে আপনি সকল কাজ সুসম্পন্ন করিতে পারিবেন। গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধ দল কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া রাজ্যের বর্ত্তমান ব্যবস্থা উল্টাইয়া দেওয়ার জন্য উৎসাহিত হইয়াছে আপনাকে সেই সূত্র আবিষ্কার করিতে হইবে। রোগের মূল কোথায় তাহা জানিতে পারিলে আমি ইউরোপের ভাগ্যবিধাতাগণের সাহায্য গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে পারিব, এবং আশা করি ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের আনুকূল্যও লাভ করিতে পারিব। আপনি যাইবেন কি না বলুন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বে আপনাকে আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।"

সিনর মেন্ডোজা বলিলেন, "আপনার কি জিজ্ঞাস্য আছে বলুন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যাঁহারা গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই দলের দলপতির নাম কি সিনর আন্দ্রাডিস?"

সিনর মেনডোজা সবিস্ময়ে বলিলেন, "আশ্চর্য্য!—অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার! এ কথা আপনি কিরূপে জানিলেন মিঃ ব্লেক! আমি ত কাহারও নাম বলি নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, আপনি তাহা বলেন নাই; কিন্তু আমার কথা কি সত্য নহে?"

সিনর মেনডোজা বলিলেন, "সম্পূর্ণ সত্য; কিন্তু আপনি ইহা কিরূপে জানিলেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমাকে কেহই বলে নাই; ইহা আমার অনুমান মাত্র।"

সিনর মেনডোজা বলিলেন, কিন্তু এই অনুমানের কারণ কি? অন্ত কাহারও নাম না বলিয়া ঐ লোকটির নাম বলিলেন কিজন্ত?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার অনুমান ভিন্ন আর কিছুই নহে। আপনাদের দেশের দুই একটি ঘটনার বিবরণ জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম বলিয়াই আমার ধারণা হইয়াছিল—ঐ লোকটিই পালের গোদা। কিন্তু সে গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধ দলে আত্মপ্রতিষ্ঠা স্থাপনের একটা সূত্র পাইয়াছে, আপনার এরূপ ধারণারই বা কারণ কি?"

সিনর মেনডোজা বলিলেন, "হাঁ, নিশ্চয়ই পাইয়াছে, এবং অতি অল্পদিন পূর্ব্বে তাহা হঠাৎ পাইয়াছে; নতুবা তাহারা অকস্মাৎ প্রেসিডেণ্টের শাসন নীতির এরূপ তীব্র প্রতিবাদ আরম্ভ করিবে কেন? তাহাদের প্রতিবাদের ভঙ্গি হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে তাহাদের পশ্চাতে খুব জোর আছে। কিছু দিন পূর্ব্বে আমাদের দেশের গবর্মেণ্ট অন্তান্ত গবর্মেণ্টের সহিত একমত হইয়া চীনাম্যানদের স্ব স্ব এলাকায় প্রবেশের অধিকার দান করিয়াছিল। ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স চীনাম্যানদের এই অধিকার প্রদান করে নাই; কিন্তু আমরা ইহা আপত্তিজনক মনে করি নাই; কারণ দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে এরূপ বিস্তীর্ণ অরণ্য ও প্রান্তর অব্যবহার্য্য অবস্থায় পড়িয়া আছে যে, তাহা বৈদেশিকদের ব্যবহার করিতে দেওয়া আমরা আপত্তিজনক মনে করি নাই। আমাদের দেশের জনসাধারণ ভয়ানক অলস; তাহাদের শিল্পানুরাগ নাই; কৃষিকর্ম্ম করিতেও ভয় পায়। সকলেই চাকরীর জন্ত লালায়িত। আদিম অধিবাসীগুলি উৎসাহহীন, অজ্ঞ, শ্রমবিমুখ; পশুশিকার করিয়া ও বন্তফল মূল খাইয়া জীবন ধারণ করে। অথচ শত শত ক্রোশ বিস্তীর্ণ ভূভাগ অরণ্যাবৃত

অবস্থায় পড়িয়া আছে, প্রান্তরগুলি কৃষিকর্ম্মের অভাবে অনুর্ব্বর মরুতুল্য। এই জন্ত প্রেসিডেন্ট মোরেজ, চীনাম্যানদের উৎসাহী ও কর্ম্মঠ জাতি জানিয়া, আমাদের দেশে প্রবেশাধিকার দানের প্রস্তাব করেন। আমি সেই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়াছিলাম, এবং সিনর আন্‌রাডিস তাহার অনুমোদন করিয়াছিলেন। সেই প্রস্তাব দূত মারফৎ চীন দেশে প্রেরিত হইয়াছিল; কিন্তু সেই দূত স্বদেশে ফিরিবার পথে নিহত হইয়াছিল! ওদিকে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স আমাদের প্রস্তাবের মর্ম্ম অবগত হইয়া দক্ষিণ আমেরিকায় চীনাম্যানদের প্রবেশের বিরুদ্ধে ভীষণ আন্দোলন আরম্ভ করিল। সেই আন্দোলনের জন্ত এবং অন্যান্ত কারণে প্রেসিডেন্ট এক নূতন ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিলেন; এই ব্যবস্থায় চীনাম্যানদের ইকুয়েডর রাজ্যে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল, এবং বহুসংখ্যক চীনাম্যানকে ইকুয়েডর হইতে বিতাড়িত করিবার আদেশ হইল। ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের জিদই বজায় রহিল।

"একমাস পূর্ব্বেও সিনর আন্‌রাডিস্ এই ব্যবস্থার সমর্থন করিয়াছিলেন; কিন্তু এখন তিনি এই মত পরিত্যাগ করিয়া প্রকাশ্তভাবে বলিতেছেন চীনাম্যানদের ইকুয়েডর রাজ্যে প্রবেশ করিতে দিতে হইবে। তিনি কোন্ সাহসে গবর্মেণ্টের ব্যবস্থার প্রতিকূলতাচরণে উন্থত হইয়াছেন জানি না; কিন্তু যদি তিনি তাঁহার জিদ বজায় রাখিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে রাজ্যে অন্তর্বিপ্লব অপরিহার্য্য হইবে।

"এখন কথা এই যে, কি কারণে তিনি মত পরিবর্ত্তন করিয়া চীনাম্যানদের পক্ষাবলম্বন করিলেন, এবং তাঁহার চেষ্টা সফল হইবে, তাঁহার এরূপ বিশ্বাসেরই বা কারণ কি?—আপনাকে এই রহস্ত ভেদ করিতে হইবে। আপনি বিদেশবাসী হইলেও আমাদের দেশের অবস্থা আপনার সুবিদিত। আপনি বহুদর্শী, ডিটেক্-টিভের কার্য্যে আপনার অভিজ্ঞতা অসাধারণ; সুতরাং আমাদের কোন স্বদেশবাসী অপেক্ষা এই কার্য্য আপনি দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতে পারিবেন। আশা করি আপনি আমার প্রস্তাবে অসম্মত হইবেন না।

মিঃ ব্লেক নতমস্তকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ইকুয়েডরের একজন

মহাসম্ভ্রান্ত অধিবাসীর নিকট যে সকল কথা শুনিলেন, এবং কিছুকাল পূর্ব্বে সেই দেশের একজন অরণ্যবাসী অসভ্য বর্ব্বরের নিকট যে কাহিনী শুনিয়াছিলেন, এই উভয় বিবরণের মধ্যে যে একটি যোগসূত্র আছে—তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। আবার পূর্ব্ব বৎসর ক্যাণ্টন নগরে অবস্থান কালে দক্ষিণ আমেরিকায় চীনাম্যানদের উপনিবেশ স্থাপন সম্বন্ধে আউ-লিংএর যে সঙ্কল্প ও নেতৃবর্গের সহিত তাঁহার যে পরামর্শের কথা শুনিয়াছিলেন, তাহার সহিত এই উভয় কাহিনীর সামঞ্জস্য দেখিয়া এই রহস্যের মূল আবিষ্কারের জন্য তাঁহার কৌতূহল প্রবল হইল। এই ব্যাপারে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের স্বার্থ কি ভাবে বিজড়িত—তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন। এই ঘটনার অল্পদিন পূর্ব্বে পানামা-যোজক কাটিয়া খালে পরিণত করায় আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের সহিত প্রশান্ত মহাসাগরের যোগ সাধিত হইয়াছিল; ইহার রাজনীতিক ফল সামান্য নহে। যে জাতি কলম্বিয়ায় বা ইকুয়েডরে প্রাধান্য স্থাপন করিয়া এই খালের উপর আধিপত্য করিতে পারিবে, ভবিষ্যতে সেই জাতি দক্ষিণ আমেরিকার ভাগ্যসূত্র পরিচালিত করিতে সমর্থ হইবে। সুতরাং চীন যদি ছলে, বলে, কৌশলে দক্ষিণ আমেরিকায় 'সূচ হইয়া প্রবেশ করিয়া ফাল হইয়া বাহির হয়,' তাহা হইলে আউ-লিংএর চিরপোষিত আশা সফল হইবে, এবং দক্ষিণ আমেরিকায় ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের প্রাধান্য স্থাপনের আশা বিফল হইবে। চীন সাগর ডিঙ্গাইয়া দক্ষিণ আমেরিকায় প্রবেশের পথে স্থায়ীভাবে আড্ডা বাঁধে, এবং পথরোধ করিয়া অসি আস্ফালন করে, তাহা হইলে এই পীতাঙ্গ জাতি কেবল যে দক্ষিণ আমেরিকার ভাগ্য-বিধাতা হইবে এরূপ নহে, তাহাদের অসির ভয়ে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌কেও তটস্থ হইতে হইবে। আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গ জাতির গৌরব ম্লান করিয়া চীনের পীত পতাকা সগৌরবে উড্ডীন হইবে। প্রাচী শক্তি সঞ্চয় করিয়া জীবনের যুদ্ধে পাশ্চাত্যকে পরাজিত করিবে। শ্বেতাঙ্গ জাতির পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিকতর বিপদ আর কি হইবে? মিঃ ব্লেক সিনর মেনডোজা প্রদত্ত কার্য্যভার গ্রহণ করিলে সম্ভবতঃ আউলিং-এর সহিত তাঁহার সংঘর্ষণ পুনর্ব্বার অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। দক্ষিণ আমেরিকায় চীনের অভ্যুদয় যে মহাপরাক্রান্ত কূটনীতিজ্ঞ আউ-লিং-এর তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টি ও গভীর রাজনীতিজ্ঞতার ফল—এ বিষয়ে মিঃ

ব্লেকের বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। সুতরাং আউ-লিংএর গুপ্ত সঙ্কল্প ব্যর্থ করিতে পারিলে তিনি শ্বেতাঙ্গ জাতির কল্যাণ সাধন করিতে পারিবেন। সমগ্র শ্বেতাঙ্গ জাতির পীতাতঙ্ক প্রশমিত করিবার এরূপ সুযোগ ত্যাগ করা মিঃ ব্লেক সঙ্গত মনে করিলেন না। তিনি মাথা তুলিয়া সিনর মেনডোজাকে বলিলেন, "আপনার নিকট সকল কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম—এই কার্য্য যথেষ্ট সময়-সাপেক্ষ, এবং এ সম্বন্ধে অসাধারণ সতর্কতাও অপরিহার্য্য।"

সিনর মেনডোজা বলিলেন, "কিন্তু আপনার উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদানে আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত; আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা আমার জানা আছে; আমার কথা এই যে, এই ভার গ্রহণ করিতে পারে—এরূপ কোন লোক কি আপনাদের দেশে নাই?"

সিনর মেনডোজা সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "কেহই নাই। দেশে সেরূপ উপযুক্ত লোক থাকিলে কি আপনার সাহায্যপ্রার্থী হইতাম? আপনিই এই কার্য্যের যোগ্য পাত্র। আমি অন্য কাহাকেও পাঠাইতে পারি না; আমার নিজের যাওয়া কি কারণে অসম্ভব—তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি যদি না ছাড়েন—তাহা হইলে আমাকে যাইতেই হইবে। আমার হাতে যে সকল কাজ আছে—তাহার বিলি-ব্যবস্থা করিয়া, দক্ষিণ আমেরিকার জাহাজ কোন্ দিন ছাড়িবে, সন্ধান লইব।"

সিনর মেনডোজা বলিলেন, "সে সন্ধান আমি পূর্ব্বেই লইয়া রাখিয়াছি। আগামী কল্য সান্তা মেরিয়া জাহাজ কলোনে যাত্রা করিবে। কলোন হইতে আপনি পানামা-যোজক পার হইয়া রেলপথে পানামা-সিটিতে উপস্থিত হইবেন। সেখানকার বন্দরে একখানি জাহাজ আপনার প্রতীক্ষা করিবে,—সেই জাহাজে আপনি ইকুয়েডরের প্রধান নগর গুয়াকুইলে যাইবেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার সম্মতি লাভের পূর্ব্বেই আপনি আমার গমনের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন? বেশ লোক ত আপনি! আপনি বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন টাকায় অসম্ভবও সম্ভব হয়; সোনার পয়জার মারিয়া আমাকে রাজী করিবেন! কিন্তু তাহা অপেক্ষা শ্বেতাঙ্গ জাতির স্বার্থ আমি অধিক মূল্যবান

মনে করি। আপনার কথা শুনিয়া বুঝিয়াছি, এবং অন্যান্য ব্যাপারেও আমার ধারণা হইয়াছে—সেই স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা আছে, ; সুতরাং আমি অর্থ-লাভের আশা না থাকিলেও যাইতাম। যে কার্য্যে জীবনের আশঙ্কা আছে—অর্থলোভে সে কার্য্যে প্রায়ই কেহ অগ্রসর হয় না। এ অবস্থায় আপনি পারিশ্রমিকের কথা না তুলিলেও ক্ষতি ছিল না ; তবে আপনি জাহাজে আরও একজন আরোহীর স্থান রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন। আমি আমার সহকারীকে সঙ্গে লইব।”

সিনর মেনডোজা বলিলেন, “আমি তাহার ব্যবস্থা করিব। আপনি দয়া করিয়া আমার আফিসে যাইবেন ; আমি আপনাকে কতকগুলি জরুরি কাগজ-পত্র এবং প্রেসিডেণ্ট মোরেজের নামে একখানি পত্র দিব।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “উত্তম, আমি তাড়াতাড়ি আমার কাজ কর্ম্মের ব্যবস্থা শেষ করিতে পারিব। সান্তা মেরিয়া কাল কখন নঙ্গর তুলিবে ?”

সিনর মেনডোজা বলিলেন, “কাল বেলা বারটার সময়।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কাল বেলা এগারটার সময় আপনার সঙ্গে দেখা করিয়া বিদায় লইব।”

সিনর মেনডোজা সানন্দচিত্তে প্রস্থান করিলেন।

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে স্মিথ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। মিঃ ব্লেক তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, কি করিয়া আসিলে ?”

স্মিথ টুপিটা খুলিয়া রাখিয়া বলিল, “মিঃ ভারডেনের সহিত দেখা করিয়া জানিতে পারিলাম জেম্‌স স্মিথ নামক একজন লোক আজ বলিভার জাহাজ হইতে নামিয়া ভিনিসিয়া হোটেলে বাসা লইয়াছিল। তাহার নামে পূর্ব্বেই একখানি টেলিগ্রাম আসিয়াছিল ; সেই টেলিগ্রাম পাঠ করিয়া সে মদ খাইতে ‘বারে’ প্রবেশ করিয়াছিল। সেই সময় একটা জঙ্গলী লোক হোটেলে ঢুকিবার জন্ম দ্বারোয়ানের সঙ্গে হাঙ্গামা আরম্ভ করে। ভারডেন বলিলেন, আপনিও সে সময় হোটেলে ছিলেন। যাহা হউক, সেই হাঙ্গামার কারণ জানিবার জন্ম জেম্‌স স্মিথ সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়াছিল। তাহার পর সে ঘরে আসিয়াই জিনিস-পত্র গুছাইয়া

লইয়া, ভারডেনকে তাঁহার প্রাপ্য টাকা মিটাইয়া দিয়া, একখানি ট্যাক্সিতে সরিয়া পড়িয়াছে। কোথায় গিয়াছে ভারডেন তাহা বলিতে পারিলেন না; কিন্তু আমি দ্বারবানকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম—জেম্‌স্ স্মিথ সেই ট্যাক্সিওয়ালাকে ইউষ্টন ষ্টেসনে যাইতে বলিয়াছিল।

"আমি ভারডেনের নিকট শুনিয়াছিলাম, লোকটার কটা চোখ; পরিধানে নীল পোষাক ও বাদামী জুতা, এবং মাথায় কাল টুপি ছিল; হাতে ছিল কাল রঙ্গের ছড়ি, এবং ছেয়ে রঙ্গের দস্তানা। মুখে গোঁফ দাড়ি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লোনি ঠিক ঐ লোকের কথাই বলিয়াছিল। দাড়ি গোঁফ ঝুটা। ইউষ্টনে তাহার সন্ধান পাইয়াছিলে?"

স্মিথ বলিল, "হাঁ কর্ত্তা, ইউষ্টন ষ্টেশনে গিয়া দেখি—সে প্ল্যাটফর্ম্ম হইতে টেলিগ্রাফ আফিসে ঢুকিতেছে! আমিও টেলিগ্রাফ আফিসে গিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, সে গুয়াকুইলে একখানি টেলিগ্রাম পাঠাইল; আন্‌রাডিস নামক কোন লোকের নামে টেলিগ্রাম। তাহাতে লিখিয়াছে, "আপনার তার বুঝিতে পারিলাম না, নিউইয়র্কের পথে আসিতেছি।"—টেলিগ্রামে তাহার নাম দেখিলাম না। সে টেলিগ্রাফ আফিস হইতে বাহির হইয়া লিভারপুল-গামী ট্রেণে উঠিল। ট্রেণ ছাড়িবার পর আমি জাহাজের তালিকা দেখিয়া জানিতে পারিলাম—মারেটেনিয়া জাহাজ কাল সকালে লিভারপুল হইতে নিউইয়র্কে যাত্রা করিবে। নিউইয়র্ক হইতে দক্ষিণ আমেরিকায় যাইবার কি ব্যবস্থা আছে—তাহাও দেখিয়া আসিয়াছি। হাম্‌বর্গ আমেরিকান শাখা লাইনের (the Hamburg-American Branch Liner) প্রিন্‌জ্ জোয়াকিম্ জাহাজ নিউইয়র্ক হইতে ছয় দিনের মধ্যে কলোন যাত্রা করিবে। মারেটেনিয়া জাহাজ তাহার এক দিন পূর্ব্বেই নিউইয়র্কে পৌঁছিবে; সুতরাং পলাতক জেম্‌স স্মিথ যদি চেষ্টা করে—তাহা হইলে সেই জাহাজেই দক্ষিণ আমেরিকায় যাত্রা করিতে পারিবে।—এই পর্য্যন্ত আমি সন্ধান লইয়া আসিয়াছি। তবে জেম্‌স স্মিথের আসল নামটা জানিতে পারি নাই; উহা তাহার ছদ্মনাম নহে কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে বিষয়ে একবিন্দুও সন্দেহ নাই। উহার প্রকৃত নাম

সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না। তুমি যে সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছ, আমি স্বয়ং যাইলে তাহা অপেক্ষা বেশী কিছুই জানিতে পারিতাম না। তুমি পাশের ঘরে গিয়া, আমাদের কৃষ্ণবর্ণ অতিথির ঘুম ভাঙ্গাইয়া তাহাকে এখানে হাজির কর—তাহার সঙ্গে কথা আছে। আমাদের জিনিসপত্রগুলা গুছাইয়া লও। কাল আমরা পানামায় যাত্রা করিব। নিউইয়র্কের জাহাজ সেখানে পৌছিবার পূর্ব্বেই আশা করি আমরা সেখানে উপস্থিত হইতে পারিব।"

স্মিথ হাসিয়া বলিল, "আশা করি সেখানে জেম্‌স স্মিথের দাড়ি গোঁফ দেখিতে পাইব না।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইকুয়েডর রাজ্যে

লোনি ভিনিসিয়া হোটেলে প্রবেশোদ্যত হইলে দ্বারবান তাহাকে বাধা দিয়াছিল; ইহাতে সে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া ছোরা দ্বারা দ্বারবানকে আক্রমণ করিয়াছিল, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই ব্যাপারে হোটেলের দরজায় তুমুল কোলাহল আরম্ভ হইয়াছিল। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য ছদ্মবেশী রাইমার হোটেলের বাহিরে আসিলে লোনিকে দেখিবামাত্র তাহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিল; তাহার পর সে তাহার জিনিসপত্র লইয়া ইউষ্টন ষ্টেসনে গমন করিয়াছিল, এবং লিভারপুলগামী ট্রেণে উঠিয়া লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়াছিল; এ সংবাদও পাঠক পাঠিকাগণ অবগত হইয়াছেন।—রাইমার লোনিকে সশস্ত্র অবস্থায় হোটেলের দরজায় দেখিয়া ভীত এবং ততোধিক বিস্মিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই সময় মিঃ ব্লেককেও সেই হোটেলের সম্মুখে দেখিয়া তাহার দুশ্চিন্তা ও আতঙ্ক সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছিল। মিঃ ব্লেক তাহাকে লক্ষ্য না করিলেও তাহার ধারণা হইয়াছিল—মিঃ ব্লেক তাহার গতিবিধির সংবাদ পাইয়া তাহারই সন্ধানে ভিনিসিয়া হোটেলে আসিয়াছিলেন। তাহার পর মিঃ ব্লেক লোনির সম্মুখে গিয়া তাহার সহিত আলাপ আরম্ভ করিলে, রাইমারের বিশ্বাস হইল—শীঘ্র পলায়ন না করিলে তাহাকে নিশ্চয়ই ধরা পড়িতে হইবে। অপরাধীর মন সদা-সন্দিগ্ধ। বিশেষতঃ, রাইমারের সন্দেহের যথেষ্ট কারণও ছিল। ইহার পূর্ব্বে রাইমার ভিনিসিয়া হোটেলে পদার্পণ করিয়াই সিনর আনরাডিসের নিকট হইতে যে তার (Cable) পাইয়াছিল—তাহাও আশঙ্কাজনক। আনরাডিস তারযোগে তাহাকে জানাইয়াছিলেন—"অধিকারগুলি সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট থাক। গণ্ডগোল পাকিয়া উঠিতেছে, বিভ্রাট অপরিহার্য্য; কি কর্ত্তব্য পরে জানাইতেছি।"

এই তার পাইয়া রাইমারের মাথা ঘুরিয়া গেল! মিঃ বেকারের ডায়েরি বিক্রয়

করিয়া সে সিনর আন্‌রাডিসের নিকট এক লক্ষ পাউণ্ডের 'ড্রাফ্‌ট' পাইয়াছিল সত্য, কিন্তু সে বাণিজ্য-সংক্রান্ত যে অধিকারগুলির দাবি করিয়াছিল—তাহা পাইলে অনেক অধিক অর্থ উপার্জ্জনের আশা ছিল; কিন্তু হঠাৎ তাহাতে বাধা পড়িল! তাহার মন ক্ষোভে দুঃখে ও নিরাশায় পূর্ণ হইল। এই অধিকারগুলি দ্বারা সে দশ লক্ষ পাউণ্ড লাভ করিতে পারিত, তাহাতেই বাধা পড়িল!

আন্‌রাডিস কিরূপ বিভ্রাটের আশঙ্কা করিয়াছিলেন রাইমার তাহা বুঝিতে পারিল না। সে অনুমান করিল আন্‌রাডিস লোভে পড়িয়া তাঁহার শক্তির অপ-প্রয়োগ করায় অপদস্থ হইয়াছেন, সাধারণ-তন্ত্রের অধ্যক্ষ তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করেন নাই; অথবা তিনি যে আশায় ডায়েরিখানি ক্রয় করিয়াছিলেন, সেই আশা শীঘ্র পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা না থাকায় নিরুৎসাহ হইয়াছেন। রাইমার বুঝিতে পারিল, সেই টেলিগ্রাম পাইবার পর সিনর আন্‌রাডিসের প্রদত্ত অধিকারগুলি লণ্ডনের বা নিউইয়র্কের কোন বণিক-সম্প্রদায়ের নিকট বিক্রয় করিবার আশা নাই; সিনর আন্‌রাডিসের উপদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত তাহার বিক্রয় বন্ধ রাখিতে হইবে। সে যতদিন সেই উপদেশ না পাইত, ততদিন লণ্ডনে বা প্যারিসে থাকিয়া নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদে কালক্ষেপণ করিতে পারিত; কিন্তু ভিনিসিয়া হোটেলের বাহিরে মিঃ ব্লেককে লোনির সহিত আলাপ করিতে দেখিয়া ইংলণ্ড পরিত্যাগ করাই সে বাঞ্ছনীয় মনে করিল। প্যারিসে পলায়ন করিলে সে মিঃ ব্লেকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিবে—ইহাও বিশ্বাস করিতে পারিল না; সুতরাং নিউইয়র্কে পলায়ন করিবার জন্যই তাহার আগ্রহ হইল। বিশেষতঃ, সিনর আন্‌রাডিস তাহাকে যে বিভ্রাটের সম্ভাবনার কথা জানাইয়াছিলেন, তাহার স্বরূপ কি, তাহাও জানিবার জন্য সে অধীর হইয়াছিল। সে ভাবিল, যদি ইকুয়েডর রাজ্যে বিপ্লব আরম্ভ হয়—তাহা হইলে সিনর আন্‌রাডিসের পক্ষাবলম্বন করিয়া সে নানা ভাবে তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিবে। এইজন্যই রাইমার লণ্ডন ত্যাগের পূর্ব্বে সিনর আন্‌রাডিসকে তার করিল—নিউইয়র্ক ঘুরিয়া সে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবে। ড্রাফ্‌টখানি সে নিউইয়র্কে ভাঙ্গাইয়া, টাকাগুলি কোন ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখাই সঙ্গত মনে করিল।

রাইমার বেকারের আসল ডায়েরিখানি নিজের কাছেই রাখিয়াছিল, সিনর আন্‌রাডিসকে সে তাহার প্রতিলিপি দিয়াছিল। সে সময় তাহার কোন দুরভিসন্ধি ছিল না; কিন্তু যখন সে বুঝিতে পারিল, আন্‌রাডিস তাহাকে যে সকল অধিকার দান করিয়াছিলেন, তাহা শীঘ্র বিক্রয়ের আশা নাই—তখন আসল ডায়েরিখানি দ্বারা কি উপায়ে লাভের পথ প্রশস্ত হইতে পারে—তাহাই সে ভাবিতে লাগিল। বাণিজ্য-সংক্রান্ত অধিকারগুলি পাইবার আশা না থাকিলে সে কেবল নগদ এক লক্ষ পাউণ্ডে সেই ডায়েরিখানি বিক্রয় করিতে সম্মত হইত না। সে ভাবিল, যদি ইকুয়েডর রাজ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়, এবং সেই বিরোধে আন্‌রাডিসের দলের পরাজয় হয়, তাহা হইলে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যিনি জয়লাভ করিবেন, ডায়েরি-খানি ক্রয় করিবার জন্য তিনিও আগ্রহ প্রকাশ করিতে পারেন; তবে ইকুয়েডরের রাষ্ট্রবিপ্লবে প্রথমে সিনর আন্‌রাডিসের পক্ষ সমর্থন করাই সে কর্ত্তব্য মনে করিল।

রাইমার ইউষ্টন ষ্টেশনে লিভারপুল-এক্সপ্রেসের একখানি নির্জ্জন কামরায় উঠিয়া মনে করিল—মিঃ ব্লেক যদি সন্দেহ ক্রমে তাহার অনুসরণ করেন তাহা হইলে তাহার ধরা পড়িবার আশঙ্কা আছে; ভিনিসিয়া হোটেলে সে 'জেম্‌স স্মিথ' নাম ব্যবহার করিয়াছিল, এবং তাহার বেশভূষা দ্বারা তাহাকে সনাক্ত করিবার সম্ভাবনা ছিল। এজন্য ট্রেণে উঠিয়াই সে বেশ পরিবর্ত্তন করিল। লিভারপুল ষ্টেশনে সে যখন গাড়ী হইতে নামিল, তখন সে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি; তখন তাহাকে 'জেম্‌স স্মিথ' বলিয়া সনাক্ত করিবার উপায় ছিল না! সে দক্ষিণ আমেরিকা পরিত্যাগের পর নূতন ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিল, এবং নানা প্রকার ছদ্মবেশ তাহার সঙ্গেই ছিল। সে মনে মনে বলিল, "লোনি কি উপায়ে আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া আমাকে সন্দেহ করিয়াছিল, আর কি কৌশলে লণ্ডন পর্য্যন্ত আমার অনুসরণ করিয়াছিল—তাহা বুঝিতে পারিতেছি না! ব্লেক ভিনিসিয়া হোটেলের দরজায় দাঁড়াইয়া লোনিকে কি বলিতেছিল। লোনির নিকট সকল কথা শুনিয়া ব্লেক যদি দক্ষিণ আমেরিকায় উপস্থিত হয়—তাহা হইলে সে আমার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিবে না; আমি তাহাকে এমন শিক্ষা

দিব যে, আর তাহাকে গোয়েন্দাগিরি করিতে হইবে না। হতভাগা গোয়েন্দাটা আমার মহাশত্রু। পুনঃ পুনঃ আমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছে; এবার তাহাকে হাতে পাইলে তাহার অত্যাচারের প্রতিফল দিব।”

পরদিন প্রভাতে মরেটেনিয়া জাহাজ লিভারপুল পরিত্যাগ করিল। এই জাহাজের একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় রাইমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল; তখন তাহার নাম ডাক্তার ব্রাউন। রাইমার বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নাম গ্রহণ করিত। কখন সে জেম্‌স্‌ স্মিথ, কখন ডাক্তার হটন, কখন বা ডাক্তার ব্রাউন!

স্মিথ লোনির নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তাহাকে মিঃ ব্লেকের নিকট উপস্থিত করিলে, মিঃ ব্লেক তাহাকে জেরা করিয়া মিঃ বেকার সম্বন্ধে সকল কথা জানিয়া লইলেন। আরাবাকাটা পরিত্যাগ করিবার পর মিঃ বেকারের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা সমস্তই লোনি তাঁহার গোচর করিল। মিঃ বেকার তাঁহার ডায়েরিতে যে সকল বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহা লোনির অজ্ঞাত থাকিলেও ডায়েরিতে অন্য যে সকল বিষয় লিখিত হইয়াছিল তাহা লোনির অগোচর ছিল না; মিঃ ব্লেক তাহা লোনির নিকট জানিতে পারিলেন।

মিঃ ব্লেক নির্দ্দিষ্ট সময়ে সিনর মেনডোজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ইকুয়েডর রাজ্যের রাজনীতি-সংক্রান্ত সকল কথা জানিতে চাহিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন রাজনীতি-ক্ষেত্রে সিনর আন্‌রাডিস্‌ প্রবল শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি; তাঁহার দল এরূপ প্রবল যে, তিনি চেষ্টা করিলে গবর্মেণ্টকে অচল করিয়া তুলিতে পারেন, এমন কি, সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া সাধারণতন্ত্রের নির্ব্বাচিত সভাপতিকে পদচ্যুত করিবার ও স্বয়ং সেই পদে নির্ব্বাচিত হইবার সামর্থ্যও তাঁহার আছে। প্রচলিত গবর্মেণ্টের সহায়তা লাভ করিতে পারিলেও তাঁহাকে এইরূপ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া সিনর মেনডোজা-প্রদত্ত কার্য্যভার সুসম্পন্ন করিয়া আসিতে হইবে; সুতরাং তিনি কিরূপ কঠিন দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ আমেরিকায় যাত্রা করিতেছেন—তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার মন নানা দুশ্চিন্তায় পূর্ণ হইল।

মিঃ ব্লেক বেলা দশটার সময় স্মিথের সঙ্গে টাইগারকে ও লোনিকে সান্তা মেরিয়া জাহাজে প্রেরণ করিয়াছিলেন। জাহাজের অন্যান্য আরোহীরা জাহাজে আরোহণ করিবার পূর্ব্বেই তিনি তাঁহার কেবিনে আশ্রয় গ্রহণের জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন; কারণ তিনি কোন কাজের ভার লইয়া আমেরিকায় যাইতেছেন—ইহা জনসাধারণকে জানাইতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। তিনি গৃহত্যাগ করিয়া প্রথমে তাঁহার ব্যাঙ্কে উপস্থিত হইলেন; ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লইয়া যখন সিনর মেনডোজার খাস-কামরায় প্রবেশ করিলেন তখন বেলা ঠিক এগারটা। সিনর মেনডোজা তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মিঃ ব্লেক অল্প সময়ের মধ্যে সকল কাজের ব্যবস্থা করিয়া সেই দিনই ইংলণ্ড ত্যাগ করিতে পারিবেন কি না সিনর মেনডোজা তাহা বুঝিতে না পারায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে পুনঃপুনঃ ঘড়ির দিকে চাহিতেছিলেন; মিঃ ব্লেককে দেখিয়া তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল। তিনি সাদরে মিঃ ব্লেকের অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, "এত অল্প সময়ের মধ্যে আপনি প্রস্তুত হইয়া আসিতে পারিবেন—ইহা আশা করিতে পারি নাই।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "আর একবার আমাকে দেড় বৎসরের জন্য দক্ষিণ আমেরিকায় যাইতে হইয়াছিল; সেবার আমাকে এক ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত হইতে হইয়াছিল! আপনি আমাকে তাহা অপেক্ষ অনেক অধিক সময় দিয়াছেন। আশা করি আপনার চিঠিপত্রগুলি লিখিয়া রাখিয়াছেন।"

সিনর মেনডোজা লাল গালা দিয়া মোহরকরা নীল রঙ্গের একখানি প্রকাণ্ড ও স্থূল লেফাপা মিঃ ব্লেকের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, "এই লেফাপার ভিতর যে সকল কাগজপত্র থাকিল—তাহা পাঠ করিলে আপনি ইকুয়েডর রাজ্যের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে সকল কথাই জানিতে পারিবেন। বিশেষতঃ, বৈদেশিকেরা আমাদের দেশে আসিয়া কি ভাবে কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্য আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদিগকে কিরূপ সর্ত্তে কোন্ কোন্ অধিকার প্রদান করা হইয়াছে, কোন্ বৎসর কত জন বৈদেশিক ইকুয়েডর রাজ্যে বাসের অধিকার পাইয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে প্রতিবৎসর কি পরিমাণ রাজস্ব সংগৃহীত

হইতেছে, তাহার তালিকাও দেখিতে পাইবেন। বর্ত্তমান কালে আমার স্বদেশে যে সকল সঙ্কট ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে—তাহার মূল উৎস কোথায়, এবং সেই সকল সঙ্কট দূর করিতে হইলে কোন্ পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, এই সকল কাগজ-পত্রে তাহারও সন্ধান পাইবেন।

"এতদ্ভিন্ন এই লেফাপার মধ্যে একখানি দলিলেরও প্রতিলিপি দেখিতে পাইবেন; চীনেরা কোন্ কোন্ সর্ত্তে ঐদেশে বাস করিতে পারিবে—তৎ সম্বন্ধে তাহাদের সঙ্গে গোপনে যে চুক্তি (agreement) হইয়াছিল—উহা সেই দলিলেরই নকল। ইহার ভিতর গালা-মোহরকরা আর একখানি লেফাপা দেখিতে পাইবেন,—তাহা আপনি প্রেসিডেণ্ট মোরেজকে স্বহস্তে প্রদান করিবেন। আপনার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য এক হাজার পাউণ্ডের একখানি হুণ্ডিও (letter of credit) দেওয়া হইয়াছে। যদি উহা অপেক্ষা অধিক অর্থের প্রয়োজন হয়—প্রেসিডেণ্ট মোরেজের নিকট তাহাও আপনি পাইবেন।"

অতঃপর মিঃ ব্লেক সিনর মেন্‌ডোজার নিকট আরও অনেক কথা জানিয়া লইলেন, তাহার মর্ম্ম পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। অবশেষে মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি এখন জাহাজে যাইব। আপনি আমাকে যে সকল গুপ্ত-রহস্যের মূলোদ্ঘাটনের জন্য ইকুয়েডর রাজ্যে পাঠাইতেছেন—আশা করি তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিব। আপনি তারে (cable) সকল সংবাদ জানিতে পারিবেন।"

সিনর মেনডোজা বলিলেন "ধন্যবাদ মিঃ ব্লেক, আপনাকে আমার আর কিছুই বলিবার নাই। পরমেশ্বর আপনার সহায় হউন। যে উপায়েই হউক, বিপ্লবের আশঙ্কা দূর করিতে হইবে। ইহাই আপনার প্রধান কার্য্য।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছি। সিনর আন্‌রাডিস্ কোন শক্তির সাহায্যে এই খেলা খেলিতেছেন—তাহা আমাকে আবিষ্কার করিতে হইবে; এবং যদি তাহা আবিষ্কার করিতে সমর্থ না হই, তাহা হইলে ছলে বলে তাঁহার বিষদাঁত ভাঙ্গিতে হইবে। আমি স্বীকার করি কাজটি সহজ নহে; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিব কি না তাহা আপনি যথাসময়ে জানিতে পারিবেন।"

মিঃ ব্লেক অতঃপর সান্তা মেরিয়া জাহাজে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন জাহাজের

কাপ্তেন সিনর মেনডোজার অনুরোধে জাহাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কামরা তাঁহার ব্যবহারের জন্য খালি রাখিয়াছেন। তাঁহার কামরার পার্শ্বস্থিত দুইটি ক্ষুদ্র কক্ষের একটি স্মিথ ও অন্যটি লোনি পূর্ব্বেই অধিকার করিয়াছিল। মিঃ ব্লেকের ব্যবস্থা অনুসারেই লোনিকে সেই কামরায় রাখা হইয়াছিল। লোনিকে দূরে রাখিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না; সেই জাহাজেও লোনির জীবন বিপন্ন হইতে পারে এরূপ আশঙ্কা তিনি অসঙ্গত মনে করেন নাই। মিঃ ব্লেক টাইগারকেও সঙ্গে লইয়াছিলেন; লোনির কামরাতেই তাহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু টাইগার তিনটি কক্ষেই ইচ্ছামত ঘুরিয়া বেড়াইত। লোনির সহিত তাহার বন্ধুত্ব হইতে অধিক বিলম্ব হয় নাই। জাহাজের কাপ্তেন জানিতেন মিঃ ব্লেক একটা 'কালা আদমীকে' পরিচারক রাখিয়াছেন, সে তাঁহার সঙ্গে যাইবে। লোনি মিঃ ব্লেকের আদেশে তাঁহার ভোজন-টেবিলের ভার গ্রহণ করিল। লোনি মিঃ বেকারের পরিচারকরূপে দীর্ঘকাল তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়াছিল; সুতরাং মিঃ ব্লেকের খানসামাগিরি করিতে তাহার কোন অসুবিধা হইল না। বস্তুতঃ, কৃষ্ণাঙ্গেরা শ্বেতাঙ্গের খানসামাগিরিতে কিরূপ দক্ষতা লাভ করিয়া থাকে—তাহা আমরা কোম্পানীর আমোল হইতে এদেশেও নিত্য দেখিতে পাইতেছি।

মিঃ ব্লেক তাঁহার কামরায় প্রবেশ করিয়া 'লঞ্চ' (lunch) শেষ করিলেন। ঠিক বারটার সময় জাহাজ বন্দর ত্যাগ করিল। সেই সময় জাহাজের 'ষ্টুয়ার্ড' তাঁহার সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন করিয়া বলিল, "কাপ্তেন আপনাকে নমস্কার জানাইয়া বলিতে বলিলেন, আপনি ব্রীজে (bridge) আসিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিলে তিনি অত্যন্ত সুখী হইবেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি কাপ্তেন পোর্টারকে আমার নমস্কার জানাইয়া বল —আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছি।"

মিঃ ব্লেক স্মিথকে দুই চারিটি কথা বলিয়া একাকী জাহাজের 'ব্রীজে'র দিকে চলিলেন। মিঃ ব্লেক সেখানে কাপ্তেনকে দেখিতে পাইলেন। কাপ্তেনটি প্রকাণ্ড জোয়ান; হাঁড়ির মত গোল মুখখানি লাল, সরল প্রকৃতির সেকেলে লোক। তিনি মিঃ ব্লেকের সহিত জাহাজের ইঞ্জিনিয়ার ও ডাক্তারের পরিচয় করিয়া

দিলেন। এই দুইজন কর্ম্মচারী ভাল লোক বলিয়াই মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল।

অতঃপর 'সেলুনে' আহারের স্থান হইল। মিঃ ব্লেক কাপ্তেনের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিলেন। স্মিথ জাহাজের চতুর্থ কর্ম্মচারীর পাশে বসিল। এই কর্ম্মচারীও স্মিথের মত অল্পবয়স্ক যুবক। আহারান্তে মিঃ ব্লেক স্মিথকে তাঁহার কামরায় লইয়া গিয়া,: কামরার দ্বাররুদ্ধ করিয়া বলিলেন, "দেখ স্মিথ, এই জাহাজে আমাদিগকে এখন সতের আঠার দিন থাকিতে হইবে—তিন সপ্তাহও হইতে পারে। আমরা কি উদ্দেশ্যে ইকুয়েডর রাজ্যে যাত্রা করিয়াছি, বিস্তারিত ভাবে এখন তোমার নিকট প্রকাশ না করিলেও ক্ষতি নাই। আমরা যথাসময়ে জাহাজ ত্যাগ করিয়া দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিব; তখন আমাদিগকে নানা প্রকার অসুবিধা ও কষ্ট সহ্য করিতে হইবে; এমন কি, সেখানে প্রাণান্তকর বিপদেরও আশঙ্কা আছে। সুতরাং আমাদিগকে সে জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

"আমাদিগকে কি ভাবে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা জানিবার জন্য তোমাকে লোনির সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। তুমি প্রত্যহ তিন চারি ঘণ্টা তাহার সঙ্গে থাকিয়া জ্ঞাতব্য সকল কথা তাহার নিকট জানিয়া লইবে। তাহার ভাষা বুঝিতে তোমার কষ্ট হইবে জানি; কিন্তু লোনি স্প্যানিস্ ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে, এবং সে ভাষা তুমিও জান। তুমি আমার সঙ্গে গতবৎসর দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়াছিলে, আরাবাকানদের ভাষা ও তাহাদের রীতিনীতি সম্বন্ধে কিছু কিছু অভিজ্ঞতাও লাভ করিয়াছিলে; যদি তাহা ভুলিয়া গিয়া থাক, তাহা হইলে লোনির সাহায্যে তাহা শিখিয়া লইবে। আরাবাকানের ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হইলে যে সকল বিষয় জানা অপরিহার্য্য—তাহা তোমাকে জানিয়া লইতে হইবে। দুই চারি দিন পরে লোনির সঙ্গে তাহার মাতৃভাষায় কথা বলিবে। কথা বলিবার সময় হাত মুখ নাড়িবার ভঙ্গিগুলি স্মরণ রাখিবে, এবং তাহা অভ্যাস করিবে; ভবিষ্যতে ইহা তোমার কাজে লাগিবে।"

স্মিথ বলিল, "হাঁ কর্ত্তা, আপনি ও কথা বলিবার পূর্ব্বেই আমার মনে

হইতেছিল—হয় ত আমাকে আরাবাকান সাজিয়া অভিনয় করিতে হইবে। আপনার কোন চিন্তা নাই, লোনিকে 'মাষ্টার' করিয়া লইয়া আমি শীঘ্রই উহার ভাষা ও ভাবভঙ্গি শিখিয়া লইব। এই জাহাজের চতুর্থ কর্ম্মচারী স্পেনের লোকের মত স্প্যানিস্ ভাষা বলিতে পারে; তাহার কাছে ঐ ভাষাটাও আমি শিখিয়া লইব। স্প্যানিস্ ভাষা আমি এখনও ভাল রকম শিখিতে পারি নাই।"

মিঃ ব্লেক স্মিথকে বিদায় দান করিয়া কামরার দ্বার রুদ্ধ করিলেন; তাহার পর সিনর মেনডোজা-প্রদত্ত সেই পুরু লেফাপাখানির গালা ভাঙ্গিয়া তাহা খুলিয়া ফেলিলেন। তিনি কাগজগুলি টেবিলের উপর প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "এইবার ইকুয়েডর রাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থার বিবরণ জানিতে পারিব, এবং সিনর আন্‌রাডিস ম্যাড়া কোন খুঁটার জোরে লড়িতেছে—তাহাও বোধ হয় কতকটা বুঝিতে পারিব।"

*　　*　　*　　*　　*

মিঃ ব্লেক সদলে যথাসময়ে কলোনের বন্দরে উপস্থিত হইলেন, পথিমধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটে নাই। স্প্যানিস্‌দিগের অভ্যুদয়কালে এই পথে জাহাজ পরিচালনা করা বড়ই বিপজ্জনক ছিল। বোম্বেটেরা অধিকাংশ জাহাজ লুণ্ঠন করিত; অনেক জাহাজ সমুদ্রে ডুবাইয়া দিত; কিন্তু এখন সমুদ্রপথ নিরাপদ হইয়াছে, বোম্বেটের অত্যাচার রহিত হইয়াছে। মিঃ ব্লেক কিছু দিন পূর্ব্বে কলোনে আসিয়াছিলেন; কিন্তু এবার ইহার নানা পরিবর্ত্তন ও উন্নতি দেখিতে পাইলেন। এই স্থান এক সময় ম্যালেরিয়া, পীতজ্বর ও কালাপানি-জ্বরের (blackwater fever) প্রধান 'আড্ডা' ছিল; তাহার উপর অস্বাস্থ্যকর জলাগুলি মশক-বংশের সূতিকাগার ছিল। কিন্তু লক্ষ লক্ষ গ্যালন কেরোসিন ও অন্যান্য খনিজ তৈল ঢালিয়া মশক-বংশ বিধ্বস্ত করা হইয়াছে। জলের উপর তেল ভাসিলে সেই জলে মশা ডিম পাড়িতে পারে না, ইহা পরীক্ষা-দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। নগরের যে সকল অংশে অপ্রশস্ত দুর্গন্ধময় গলি ছিল, সেই সকল অংশে এখন সুপ্রশস্ত পরিচ্ছন্ন রাজপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। যেখানে

কেরোসিনের কূপি জ্বলিত, সেখানে· বৈদ্যুতিক আলোকের আধার হইতে উজ্জ্বল বিদ্যুতালোক বিকীর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিতেছে। নগরের সর্ব্বত্র অদ্ভুত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া মিঃ ব্লেক বিস্মিত হইলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন—ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স দক্ষিণ আমেরিকার অন্য কোন উপকার না করিলেও স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হইতে শিক্ষা দিয়াছে; মানুষ চেষ্টা করিলে নীরোগ ও দীর্ঘজীবি হইতে পারে, ইহাও বুঝাইয়া দিয়াছে।”

পানামা-যোজকের অন্যপ্রান্তে যাইবার জন্য একখানি ট্রেণ সমুদ্র কূলে দাঁড়াইয়া ছিল। মিঃ ব্লেক তাঁহার মালপত্র ট্রেণে তুলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া জাহাজ হইতে একখানি বোটে নামিয়া পড়িলেন। তিনি অবিলম্বে সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলেন প্রিন্‌জ্ জোয়াকিম নামক জাহাজখানি দুইদিন পূর্ব্বে সেই বন্দর হইতে চলিয়া গিয়াছে। লোনির বিশ্বাসঘাতক ‘সাদা-কর্ত্তা’টি যদি সেই জাহাজে আসিয়া থাকে, তাহা হইলে সে তাঁহাদের পূর্ব্বেই গুয়াকুইলে উপস্থিত হইতে পারিবে কি না ইহাই মিঃ ব্লেক চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু চিন্তা করিয়া কোন ফল নাই বুঝিয়া তিনি নৌকা হইতে তীরে অবতরণ করিলেন। ট্রেণ ছাড়িতে তখনও ঘণ্টাখানেক বিলম্ব আছে শুনিয়া তিনি তাড়াতাড়ি নগরটি দেখিয়া আসিলেন, এবং ট্রেণ ছাড়িবার প্রায় দশ মিনিট পূর্ব্বে ট্রেণের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন। কলোন নগর পশ্চাতে ফেলিয়া ট্রেণ দ্রুতবেগে পানামা-যোজকের অন্য প্রান্তে ধাবিত হইল। পানামা যোজকের কিয়দংশ ডিনামাইটে উড়াইয়া দিয়া যে খাল নির্ম্মিত হইতেছিল—তাহার বিরাট আয়োজন দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন। মানুষের দুইখানি হস্ত পৃথিবীর চেহারা পর্য্যন্ত কি ভাবে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে—তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই পানামা খাল। এই খালের উপর নূতন জগতের রাজনীতিক, অর্থনীতিক, শিল্প বাণিজ্য কৃষি প্রভৃতি সংক্রান্ত কি পরিবর্ত্তন নির্ভর করিতেছে—তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়।

মিঃ ব্লেক দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া পানামার অন্য প্রান্তে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাঁহারা ইকুয়েডর রাজ্যের সুযোগ্য অমাত্য সিনর মেনডোজার

সুব্যবস্থার পরিচয় পাইলেন। তিনি দেখিলেন সান্তা রোজা নামক জাহাজখানি বন্দরে তাঁহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া ধূম উদ্গীরণ করিতেছে।

মিঃ ব্লেক প্রথমেই লোনিকে সেই জাহাজে পাঠাইলেন। জাহাজের কাপ্তেন ও কয়েকজন কর্ম্মচারী মিঃ ব্লেকের অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন ; মিঃ ব্লেক ও স্মিথ তাঁহাদের সঙ্গে জাহাজে উপস্থিত হইলেন। জাহাজের কাপ্তেন মিঃ ব্লেককে তাঁহার কেবিনে লইয়া চলিলেন। কেবিনটি ক্ষুদ্র হইলেও তাহা সুন্দররূপে সজ্জিত ; মিঃ ব্লেক সেই কেবিনে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর 'সান্তা রোজা' জাহাজ নঙ্গর তুলিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিল। তখন সূর্য্যাস্তের বিলম্ব ছিল না ; অস্তগামী তপনের লোহিত কিরণে সাগর-জল লোহিতাভ হইয়াছিল, এবং তাহা অদূরবর্ত্তী নগরের শুভ্র প্রাসাদ-চূড়াগুলিতে প্রতিফলিত হইয়া অপূর্ব্ব বর্ণরাগের সৃষ্টি করিয়াছিল। ধীরে ধীরে শান্ত সৌম্য স্তব্ধ সন্ধ্যার সমাগম হইল ; অবশেষে নৈশ অন্ধকারে সমগ্র প্রকৃতি সমাচ্ছন্ন হইল। দুই একটি করিয়া অগণ্য নক্ষত্র নির্ম্মল আকাশে ফুটিয়া উঠিল।

মিঃ ব্লেক বিদ্যুতালোকিত কেবিনে বসিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তিনি ইকুয়েডর রাজ্যে বিপ্লবের আশঙ্কা করিতেছিলেন ; কিন্তু 'সান্তা রোজা' জাহাজ তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে বন্দরে উপস্থিত হইয়াছিল দেখিয়া তাঁহার আশা হইল, নৌ-বিভাগের কর্ম্মচারীগণ তখনও গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধ দলে যোগদান করে নাই ; সুতরাং পল্টন তখনও বিগড়ায় নাই বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। এই সকল কারণে মিঃ ব্লেক মনে করিলেন আন্‌রাডিস কোন গুপ্ত শক্তির সাহায্যে প্রচলিত গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধাচরণের সঙ্কল্প করিয়া থাকিলে তখন পর্য্যন্ত সেই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। সিনর মেনডোজা মিঃ ব্লেককে যে সকল কাগজ পত্র দিয়াছিলেন, মিঃ ব্লেক জাহাজে বসিয়া সেগুলি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া ইকুয়েডর রাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থা বুঝিবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু তিনি কি কৌশলে আন্‌রাডিসের কূট কৌশল ব্যর্থ করিয়া রাজ্যের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবেন—কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া হাতে কলমে কাজ করিবার পূর্ব্বে তাহা স্থির করা তাঁহার অসাধ্য হইল। বস্তুতঃ, তখন পর্য্যন্ত গুয়াকুইলে বিদ্রোহা-

নলের ধুম লক্ষিত হয় নাই; তবে কাফে, হোটেলে, ক্লাবে, মজলিসে সর্ব্বত্রই নগরবাসীগণ সোৎসাহে প্রেসিডেন্ট মোরেজ, তাঁহার বন্ধু মেনডোজা, গবর্মেণ্টের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী আন্‌রাডিস প্রভৃতির কথা লইয়া আলোচনা করিতেছিল; এবং আন্‌রাডিস গবর্মেণ্টের পক্ষ ত্যাগ করিয়া কি উদ্দেশ্যে গবর্মেণ্টকে অচল করিবার জন্য দল বাঁধিতেছেন তাহা কেহ অনুমান করিতে না পারিলেও, এই দলাদলির কথা লইয়া নগরে নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হইয়াছিল।

'সান্তা রোজা' নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া যখন নঙ্গর ফেলিল তখন রাত্রি হইয়াছিল। মিঃ ব্লেকের ইচ্ছা ছিল—তিনি নগরবাসীগণের অজ্ঞাতসারে রাত্রিকালেই জাহাজ হইতে তীরে নামিবেন; তাঁহার সেই ইচ্ছা সফল হওয়ায় তিনি আনন্দিত হইলেন। জাহাজের নঙ্গর পড়িবামাত্র একখানি ক্ষুদ্র মোটর-বোট আসিয়া সান্তা-রোজার পাশে ভিড়িল। মুহূর্ত্ত পরে জাহাজের কাপ্তেন সেই পাশে গিয়া মোটর-বোটের আরোহীর সহিত নিম্ন স্বরে কথা কহিতে লাগিল। তাহার পর কাপ্তেন মিঃ ব্লেকের সম্মুখে গিয়া তাঁহাকে বলিল, "সেনর, আপনার জন্য জাহাজের পাশে বোট আসিয়াছে। প্রেসিডেন্ট মহাশয় আপনাকে তাঁহার অভিবাদন জানাইয়া বলিয়া পাঠাইয়াছেন—আপনি আজ রাত্রেই তীরে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিবেন; তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিবেন, এই আশায় আপনাকে লইয়া যাইবার জন্য একজন 'এডিকং' পাঠাইয়াছেন।"

মিঃ ব্লেক কাপ্তেনকে বলিলেন, "আমি প্রস্তুত আছি। আমার অনুচরদ্বয়ের সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে? তাহারাও ত আমার সঙ্গে যাইবে?"

কাপ্তেন বলিল, "প্রেসিডেন্ট মহাশয় তাহাদের সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই; এ অবস্থায় আপনি তাহাদিগকে লইয়া যাইতে পারেন, জাহাজে রাখিয়া যাইতেও পারেন,—আপনার যেরূপ ইচ্ছা।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি উহাদের রাখিয়া যাইলে উহারা দুঃখিত হইবে; আমি উহাদের লইয়া যাইব।"

মিঃ ব্লেক পাঁচ মিনিটের মধ্যে মোটর-বোটে নামিয়া আসিলেন; তাঁহার লগেজ-গুলি বোটের সম্মুখ ভাগে স্তূপাকারে সংরক্ষিত হইল। স্মিথ ও লোনি সেই বোটে

আশ্রয় গ্রহণ করিলে সারেং বোটখানির ইঞ্জিন চালাইয়া তাহা তীরে লইয়া চলিল।

প্রেসিডেন্টের যে এডিকং মিঃ ব্লেককে লইতে আসিয়াছিল, সে তরুণ যুবক; মিঃ ব্লেক তাহার পরিচয় লইয়া জানিতে পারিলেন—সে সিনর মেনডোজার পুত্র। সে মিঃ ব্লেকের মনোরঞ্জনের জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার পিতার আগ্রহে ও অনুরোধে মিঃ ব্লেক তাহাদের দেশে আসিয়াছেন—ইহা তাহার অজ্ঞাত ছিল না।

মিঃ ব্লেক এডিকংএর নিকট জানিতে পারিলেন,—প্রেসিডেন্টের প্রাসাদেই তাঁহার বাসের বন্দোবস্ত হইয়াছে। এই সংবাদে তিনি সুখী হইতে পারিলেন না। তাঁহাকে স্বতন্ত্র বাসায় স্বাধীন ভাবে বাস করিতে দেওয়া হইবে—এই আশায় তিনি কি ভাবে কাজ আরম্ভ করিবেন তাহা পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলেন। প্রেসি-ডেন্টের গৃহে থাকিতে হইলে সেই রাত্রে তিনি কোন কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিবেন না ভাবিয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন। সেই রাত্রে প্রেসিডেন্টের সহিত কথাবার্ত্তায় তাঁহাকে দীর্ঘকাল ব্যাপৃত থাকিতে হইবে বুঝিয়া তিনি স্মিথকে ডাকিয়া গোপনে বলিলেন, "আজ রাত্রে আমি কোন দিকে বাহির হইতে পারিব বলিয়া মনে হয় না স্মিথ! প্রেসিডেন্ট আমাকে অনেক সংবাদ দিতে পারিবেন বটে, কিন্তু চারি দিকে ঘুরিয়া আমরা যে সকল সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিব, যে অভিজ্ঞতা লাভ করিব—তাহার সহিত, অন্সের নিকট যাহা শুনিব তাহার তুলনা হইতে পারে না। কেবল পরের কথায় নির্ভর করিয়া কাজ করিতে হইলে গোয়েন্দাগিরিতে সাফল্য লাভ করা যায় না। স্থানীয় অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের চাক্ষুষ প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হইবে। স্থানীয় জনসাধারণের মনের ভাব কি, তাহারা কোন্ বিষয়ের আলোচনা করিতেছে, বাতাস কোন্ দিকে বহিতেছে—তাহা জানা আবশুক। তুমি লোনিকে সঙ্গে লইয়া নগরের বিভিন্ন অংশে ঘুরিয়া এস। তুমি স্পানিয়ার্ডের বা দেশীয় লোকের ছদ্মবেশে যাইবে, যেন কেহ তোমাকে ইংরাজ বলিয়া বুঝিতে না পারে। এই নগরের পথ ঘাট লোনির সুপরিজ্ঞাত, সুতরাং তোমার নগর-ভ্রমণের অসুবিধা হইবে না। তুমি রাত্রি বারটার পূর্ব্বেই প্রেসিডেন্টের প্রাসাদে

ফিরিয়া আসিবে। তোমার কাছে সকল কথা শুনিবার পর আমার কর্ত্তব্য স্থির করিব।"

স্মিথ বলিল, "আমি ছদ্মবেশে নগরে ঘুরিয়া যাহা জানিতে পারি—তাহা আজ রাত্রেই আপনাকে জানাইব।"

স্মিথ অধিক বুদ্ধি খাটাইতে গিয়া বা অসঙ্গত উৎসাহে মাতিয়া মধ্যে মধ্যে বিপদে পড়িত; এইজন্য মিঃ ব্লেক তাহাকে যথাযোগ্য সতর্কতাবলম্বন করিবার উপদেশ দিলেন। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিতে হইবে,—সুতরাং প্রতি-পদে বিপদের আশঙ্কা আছে বলিয়া তাহাকে সতর্ক করিলেন। তাহার পর বলিলেন, "মিঃ বেকারের ডায়েরি হস্তগত করিয়া যে লোকটি ইংলণ্ড হইতে নিউইয়র্কে পলায়ন করিয়াছে, সে আমাদের আগমনের পূর্ব্বেই প্রিন্স্ জোয়াকিম জাহাজে এখানে আসিয়াছে কি না জানা আবশ্যক। এই সংবাদ সংগ্রহ করা সহজ নহে—তাহা জানি; তথাপি যদি ঘটনাচক্রে কিছু জানিতে পার—সে সুযোগ ত্যাগ করিও না। আমার বিশ্বাস, এ দেশের বিরাট রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের সহিত সে কোন-না-কোন ভাবে সংসৃষ্ট। চারি দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিও।"

মোটর-বোট তীরে ভিড়িলে স্মিথ তাহার ছদ্মবেশের ব্যাগটি লোনির হাতে দিয়া, তাহাকে সঙ্গে লইয়া বোট হইতে নিঃশব্দে নামিয়া পড়িল। টাইগারও তাহাদের সঙ্গে আসিয়াছিল; মিঃ ব্লেক তাহাকে নিজের কাছে রাখিলেন।

এডিকং মেনডোজা মিঃ ব্লেকের লগেজগুলি মোটর-বোটের সারেংএর জিম্বা করিয়া, মিঃ ব্লেককে লইয়া তীরে নামিল। একে অপরিচিত স্থান, তাহার উপর অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রি, অথচ সঙ্গে একটি লণ্ঠন নাই! এইরূপ অব্যবস্থা দেখিয়া মিঃ ব্লেক প্রথমে বিস্মিত হইলেও পরে বুঝিতে পারিলেন, রাত্রিকালে লণ্ঠন জ্বালিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলে তাঁহারা শত্রু কর্ত্তৃক অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হইতে পারেন—এই আশঙ্কায় লণ্ঠন লওয়া হয় নাই; কিন্তু চলিতে চলিতে মিঃ ব্লেকের পদস্খলন হইতে লাগিল দেখিয়া, এডিকং মেনডোজা তাঁহার হাত ধরিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল।

অন্ধকারাচ্ছন্ন, নিভৃত সঙ্কীর্ণ গলি, গলির পর গলি; এইরূপ অনেকগুলি গলি

অতিক্রম করিয়া এডিকং একটি উচ্চ প্রাচীর সংলগ্ন ক্ষুদ্র দ্বারের সম্মুখে আসিল।—মিঃ ব্লেকের অনুমান হইল—তাহা কোন বাগানের পশ্চাদ্বার। সেই দ্বারে আসিয়া এডিকং দুইবার হুইশ্ল-ধ্বনি করিল। মুহূর্ত্ত পরে দ্বার খুলিয়া গেল; কিন্তু সেই দ্বার কে খুলিল, মিঃ ব্লেক তাহা বুঝিতে পারিলেন না! অন্ধকারে তিনি কিছুই দেখিতে পাইলেন না। দ্বার উন্মুক্ত হইলে এডিকং সেই পথে অগ্রসর হইয়া মিঃ ব্লেককে তাহার অনুসরণ করিতে বলিল। পথের দুইধারে বৃক্ষশ্রেণী, তাহাদের ছায়ায় নৈশ অন্ধকারের গাঢ়তা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। মিঃ ব্লেক পশ্চাতে দ্বার রুদ্ধ করিবার শব্দ শুনিতে পাইলেন। নানা জাতীয় সুগন্ধি পুষ্পের মিশ্রসৌরভ তাঁহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল; কিন্তু তিনি কাতরস্বরে বলিলেন, "এই অন্ধকারে কোথায় চলিয়াছি, কিছুই যে দেখিতে পাইতেছি না!"

এডিকং বলিল, "আমার হাত ধরুন; আমরা প্রায় আসিয়া পড়িয়াছি, আর আপনাকে অধিক কাল কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না।"

এডিকংএর হাত ধরিয়া মিঃ ব্লেক আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলেন। প্রায় পাঁচ মিনিট পরে তাঁহারা একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এডিকং সেই অট্টালিকার দ্বারের কড়া ধরিয়া ঠক্-ঠক্ করিয়া দুইবার শব্দ করিতেই দ্বার খুলিয়া গেল। তাঁহারা সেই অট্টালিকার ভিতরের বারান্দায় পদার্পণ করিলেন। বারান্দা অতিক্রম করিয়া তাঁহারা একটি হল-ঘরে প্রবেশ করিলেন; সেই হলে একটিমাত্র ল্যাম্প মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছিল।—এই কি ইকুয়েডর রাজ্যের নির্ব্বাচিত রাজার প্রাসাদ! মিঃ ব্লেকের মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল; কিন্তু তিনি কোন কথা বলিলেন না।

সেই হল-ঘর হইতে এডিকং তাঁহাকে অন্য একটি কক্ষে লইয়া চলিলেন; সেই কক্ষের দ্বারের কয়েকজন সশস্ত্র প্রহরী শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া সসম্মান অভিবাদন করিল। অতঃপর তিনি যে কক্ষে উপস্থিত হইলেন, তাহা বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত; কেবল সেই কক্ষ নহে, বিভিন্ন দিকে অন্য যে সকল কক্ষ ছিল, তাহাও এরূপ উজ্জ্বল আলোকমালায় আলোকিত যে, রাত্রিকে দিন বলিয়াই মিঃ ব্লেকের ভ্রম হইল। তাঁহার মনে হইল অন্ধকারের কৃষ্ণ যবনিকা ভেদ করিয়া

তিনি কোন আলোকোজ্জ্বল সুসজ্জিত মায়াপুরীতে উপস্থিত হইয়াছেন!—এই বিচিত্র আলোক-সজ্জা বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিবার উপায় ছিল না। এই অপরিচিত রাজ্যের সকলই যেন রহস্যাবৃত বলিয়া তাঁহার ধারণা হইল।

এডিকং মিঃ ব্লেককে সেই আলোকিত কক্ষে রাখিয়া অন্য একটি কক্ষে প্রবেশ করিল, এবং দুই তিন মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে আর একটি কক্ষে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিল। সে স্বয়ং দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া রহিল। মিঃ ব্লেক সেই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র এডিকং তাঁহার পশ্চাতে দ্বার রুদ্ধ করিল।

মিঃ ব্লেক সেই বিদ্যুতালোকিত সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিয়া যে দীর্ঘদেহ পক্ককেশ বৃদ্ধের সম্মুখীন হইলেন—তিনিই ইকুয়েডর সাধারণ-তন্ত্রের প্রেসিডেন্ট জেনারেল মোরেজ।

মিঃ ব্লেক তাঁহাকে অভিবাদন করিলে তিনি প্রত্যভিবাদন করিয়া মিঃ ব্লেককে বসিতে অনুরোধ করিলেন; মিঃ ব্লেকের মনে হইল প্রেসিডেন্ট মোরেজের ন্যায় দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পুরুষ তিনি অল্পই দেখিয়াছেন; অধিকাংশ লোকেরই মাথা তাঁহার স্কন্ধের নীচে থাকে! তাঁহার কেশগুলি তুষারশুভ্র, এবং খাট করিয়া কাটা। মুখে দাড়ি নাই, গোঁফ-জোড়াটা পাকিয়া সাদা হইয়া গিয়াছে; কিন্তু গোঁফ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়—তিনি 'মিলিটারী।' যেন শিকারী বিড়ালের গোঁফ! তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল, মুখে দৃঢ়তার চিহ্ন পরিস্ফুট, এবং প্রশস্ত ললাট চিন্তাশীলতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় জ্ঞাপন করিতেছিল! মিঃ ব্লেক কৌতূহলভরে প্রেসিডেন্টের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন, অযোগ্য ব্যক্তির হস্তে সেই রাজ্য পরিচালনের ভার প্রদত্ত হয় নাই; তথাপি যথাযোগ্য কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সহিত রাজ্যশাসন করা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে বুঝিয়া মিঃ ব্লেক বিস্মিত হইলেন।

মিঃ ব্লেক উপবেশন করিলে প্রেসিডেন্ট চুরুটের বাক্সটি তাঁহার দিকে সরাইয়া দিয়া মধুর স্বরে বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, ইকুয়েডর রাজ্যের পক্ষ হইতে আমরা আপনার অভ্যর্থনা করিতেছি। আপনি দয়া করিয়া আসিয়াছেন,

এ জন্য আমরা আনন্দিত হইয়াছি, এবং গর্ব্ব অনুভব করিতেছি। আপনাদের দেশের তুলনায় আমাদের এ দেশ অতি দরিদ্র; আপনার উপযুক্ত আদর অভ্যর্থনা করিব—সে শক্তি আমাদের নাই; বিশেষতঃ, আপনি যে কার্য্যের ভার লইয়া আসিয়াছেন তাহাতে আপনার অসুবিধা ও কষ্ট অনিবার্য্য। এখন আপনার আহারের ব্যবস্থা করিতে বলিব কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি জাহাজে আহার শেষ করিয়া আসিয়াছি; আপনাকে সে জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে না। আপনার জাহাজের কাপ্তেনের অনুগ্রহে পথে আমার কোন অসুবিধা হয় নাই।"

প্রেসিডেণ্ট বলিলেন, "আপনার কথা শুনিয়া সুখী হইলাম; এখন আমরা বোধ হয় কাজের কথার আলোচনা করিতে পারি।"

মিঃ ব্লেক এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে প্রেসিডেণ্ট মোরেজ ইকুয়েডর রাজ্যের রাজনীতি-সংক্রান্ত সঙ্কটের আলোচনা আরম্ভ করিলেন। এক মাস পূর্ব্বে শাসন-পরিষদের অবস্থা কিরূপ ছিল, এবং এক মাসের মধ্যে কিরূপ পরিবর্ত্তনের জন্য গবর্মেণ্টকে বিব্রত হইতে হইয়াছিল, তাহা তিনি মিঃ ব্লেককে বুঝাইয়া দিলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সিনর মেনডোজা আমাকে যে সকল কাগজপত্র দিয়াছিলেন, তাহা হইতেই আমি ইকুয়েডর সাধারণ-তন্ত্রের বর্ত্তমান অবস্থা কতক বুঝিতে পারিয়াছিলাম; আপনার কথা শুনিয়া সকল বিষয় পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারিলাম।"

সিনর মোরেজ বলিলেন, "তাহা হইলে আপনাকে কি ভাবে আমাদের সাহায্য করিতে হইবে তাহাও বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন। বিপ্লব, রক্তপাত, অশান্তি ও নানা প্রকার উপদ্রবের আশঙ্কা ক্রমে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে; আপনি, যে উপায়েই হউক, এই আশঙ্কা দূর করিতে পারিলেই সাফল্য লাভ করিবেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার শক্তিতে আপনার আস্থা আছে শুনিয়া সুখী হইলাম সিনর! কিন্তু আমার সহায়তা গ্রহণ করিতে হইলে দুইটি সর্ত্তে আপনাকে সম্মত হইতে হইবে।"

সিনর মোরেজ বলিলেন, "কি কি সর্ত্ত বলুন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনাদের রাজনীতি-সংক্রান্ত কোন কথা আমার নিকট গোপন করিবেন না। আপনাদের মন্ত্রণাসভায় যে সকল গুপ্ত পরামর্শ হইবে, সরল ভাবে তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিবেন। দ্বিতীয়তঃ, আমার স্বাধীন ইচ্ছার পরিচালনে বাধা দিবেন না, বা কি উদ্দেশ্যে আমি কোন্ কাজ করিতেছি তাহার কৈফিয়ৎ চাহিবেন না। আমার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে।"

সিনর মোরেজ বলিলেন, "উত্তম; আমাদের কোন গুপ্ত পরামর্শই আপনার অজ্ঞাত থাকিবে না, এবং আপনার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপণ করা হইবে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনাকে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব। সিনর আন্‌রাডিস্ গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধমতাবলম্বী হইয়াছিলেন; আপনাদের সহিত তাঁহার মতভেদ এখনও পূর্ব্ববৎ আছে?"

সিনর মোরেজ বলিলেন, "হাঁ; তাঁহার সুর আরও এক পরদা চড়িয়াছে!"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "ম্যাড়া কোন্ খুঁটার জোরে লড়িতেছে—তাহা জানিতে পারিয়াছেন কি?"

সিনর মোরেজ বলিলেন, "না; এই রহস্যের মূলানুসন্ধানের জন্য আমাদের রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টিভ নিযুক্ত করিয়াও কোন ফল হয় নাই। তিনি অকৃতকার্য্য হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, ইকুয়েডর রাজ্যের রাজস্ব-সংক্রান্ত কোন কোন অধিকারের দাবি লইয়াই গবর্মেণ্টের সহিত তাঁহার বিরোধ, তিনি গবর্মেণ্টের সমর্থন করিতে অসম্মত হইয়াছেন;—আমার এই ধারণা কি সত্য নহে?"

সিনর মোরেজ বলিলেন, "হাঁ সম্পূর্ণ সত্য। আন্‌রাডিস রাজ্যের রাজস্ব-সংক্রান্ত তিনটি বড় বড় অধিকার কোন এক ব্যক্তিকে দান করিয়াছিলেন; তাঁহার বিশ্বাস ছিল তাঁহার এই দান আমি মঞ্জুর করিব। এ সম্বন্ধে তিনি এরূপ নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন যে, এই সকল অধিকার হস্তান্তরিত করিবার পূর্ব্বে তিনি আমার সম্মতি গ্রহণও আবশ্যক মনে করেন নাই! অবশেষে এই দান মঞ্জুর করিবার জন্য

তিনি আমাকে অনুরোধ করিলে আমি তাহাতে অসম্মত হইলাম; তাঁহাকে বলিলাম রাজস্বের এরূপ অপচয়ের অধিকার আমার নাই, তবে ক্ষতিপূরণের জন্য উপযুক্ত অর্থ পাইলে আমি এই দান মঞ্জুর করিতে পারি। আমার কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হইলেন, আমাকে পদচ্যুত করিবার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন; তাহাতে ফল হইল না দেখিয়া যথেষ্ট তোষামোদও করিলেন। কিন্তু আমার সঙ্কল্প বিচলিত হইল না। ইতিপূর্ব্বে এই ভাবে অনেকে অনেক অধিকার ফাঁকি দিয়া লইয়া রাজস্বের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছে। রাজকোষ শূন্যপ্রায়, অর্থাগমের অনেকগুলি পথ রুদ্ধ হইয়াছে। পুনর্ব্বার এই ভাবে রাজস্বের ক্ষতিকর প্রস্তাব আমি কি করিয়া মঞ্জুর করিতে পারি? আমার কি দায়িত্বজ্ঞান নাই?—যথাযোগ্য ভাবে ক্ষতিপূরণ না করিলে কাহাকেও কোন অধিকার মঞ্জুর করা হইবে না, এ কথা তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আন্‌রাডিস কাহার জন্য ঐ তিনটি অধিকার মঞ্জুর করাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহা জানিতে পারিয়াছেন?"

সিনর মোরেজ বলিলেন, "না, তাহা জানিতে পারি নাই; আন্‌রাডিস তাহার নামটি গোপন করিয়াছিলেন।"

মিঃ ব্লেক এই প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আপনাদের যে প্রতিনিধি চীন-দেশে গমন করিয়া চীনের কৃষিজীবিগণকে ইকুয়েডরে আনাইবার ব্যবস্থা করিয়া-ছিলেন—তিনি না কি আততায়ী কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন? এ কথা কি সত্য?"

সিনর মোরেজ মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হাঁ, কথাটা সত্যই বটে; কিন্তু এই ব্যাপারের সহিত বর্ত্তমান রাজনৈতিক বিভ্রাটের কোন সংস্রব নাই; আন্‌রাডিসের মত পরিবর্ত্তনের সহিতও ইহার কোন সম্বন্ধ নাই,—তবে আপনি হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সম্বন্ধ আছে কি না তাহা অনুমান করা অসম্ভব। বিশেষতঃ, বর্ত্তমান রাজনীতিক বিভ্রাটের মূল কোথায়—তাহা আপনি বহু চেষ্টাতেও জানিতে পারেন নাই।—আপনি আপনার পল্টনের আনুগত্যে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন কি?"

সিনর মোরেজ বলিলেন, "হাঁ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারি। তাহারা জানে আমি তাহাদিগকে প্রতারিত বা বিপন্ন করিব না, তাহারা আমাকে তাহাদের হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া বিশ্বাস করে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বর্ত্তমান অশান্তি দমনের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা করা সঙ্গত, তাহা কি আপনি কোন দিন চিন্তা করিয়াছেন?"

সিনর মোরেজ বলিলেন, "হাঁ, তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছি। আমার বিশ্বাস, আন্‌রাডিসকে কয়েক বৎসরের জন্য ইকুয়েডর রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলে রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে; কিন্তু এই আদেশ প্রচারিত হইলে যে আগুন জ্বলিয়া উঠিবে, তাহা নির্ব্বাপিত করা সহজ হইবে না। যে উদ্দেশ্যে এই কাজ করিব—সেই উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে।—সে কোন্ সাহসে, কাহার সাহায্যে গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে—তাহারই সন্ধান লওয়া সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক; এই রহস্য-ভেদের উপর আমাদের ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। তিনমাস পূর্ব্বে সে কোনদিন এই ভাবে মাথা নাড়িতে সাহস করে নাই, আমাদের কোন কার্য্যের প্রতিবাদ করে নাই; অধিক কি, আমার মত না লইয়া সে কোন কাজ করিত না এবং আমার প্রত্যেক কার্য্যের সমর্থন করিত। এখন প্রতিপদে আমাকে অপদস্থ করাই যেন তাহার প্রধান সঙ্কল্প! ইহার কারণ অনুমান করা আমার অসাধ্য। প্রথমে আমার ধারণা হইয়াছিল সে গোপনে পণ্টন গুলি বশীভূত করিয়া প্রভুত্বলাভের চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু আমি গোপনানুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি—আমার সেই ধারণা সত্য নহে, সৈন্যেরা আমাদের অনুরক্ত (loyal)। আমি বিশ্বাস করি আন্‌রাডিস প্রকাশ্য ভাবে গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-পতাকা উত্তোলন করিলে অনেক লোক তাহার পতাকামূলে সমবেত হইবে; কারণ তাহার ব্যক্তিগত প্রভাব অল্প নহে।—আর সে যে এজন্য একবার চেষ্টা না করিয়া ক্ষান্ত হইবে না, রাজশক্তি আয়ত্ত করিবার জন্য প্রাণপণ করিবে, তাহার লক্ষণ চারিদিকেই পরিলক্ষিত হইতেছে। কিন্তু আমিও সেজন্য প্রস্তুত আছি; আমি সতর্কতাবলম্বনের ত্রুটি করি নাই। গুয়াকুইলে আমি বহু সৈন্য সমবেত করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা আশানুরূপ অধিক নহে; কারণ কুইটোর

প্রাসাদ ও গবর্মেণ্টের কার্য্যালয়গুলি সংরক্ষণের জন্য সেখানেও বহু সৈন্য রাখিতে হইয়াছে। সেগুলি বিদ্রোহীদের অধিকারভুক্ত হইলে বিপদের সীমা থাকিবে না।

"আমি স্বীকার করি বটে বিপ্লবারম্ভের পূর্ব্বেই বিপ্লবের পথ বন্ধ করা কর্ত্তব্য ; কিন্তু সমস্যা এই যে, কোন্ পন্থা অবলম্বন করিলে আমাদের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে ? কখন কি ভাবে আমরা বিপন্ন হইব তাহাও বুঝিবার উপায় নাই ; এ অবস্থায় আপনি যদি আন্‌রাডিসের গুপ্ত শক্তির উৎস-মূল আবিষ্কার করিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিব, আপনারও সকল শ্রম সফল হইবে। আন্‌রাডিস কোন্ শক্তির সাহায্যে গবর্মেণ্টকে বিপন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছে, এবং সেই শক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষেত্রে আমাদিগকে পরাভূত করিতে পারিবে কি না তাহা বুঝিতে না পারায় নিজের শক্তিতে নির্ভর করিয়াই আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছি না মিঃ ব্লেক ! আশা করি উপস্থিত সঙ্কটে আপনি আমার সকল অসুবিধা বুঝিতে পারিয়াছেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি সরল ভাবে আপনার মনের ভাব প্রকাশ করিলেন—এ জন্য আমার ধন্যবাদের পাত্র। আপনার সকল অসুবিধার কথাই বুঝিতে পারিলাম, এখন আমি যত শীঘ্র সম্ভব কার্য্যারম্ভ করিব। কোন্ প্রণালীতে কার্য্যারম্ভ করা সঙ্গত হইবে—তাহা আজ রাত্রেই স্থির করিব ; এজন্য আমাকে দীর্ঘকাল চিন্তা করিতে হইবে। কিন্তু চারি দিকের অবস্থা দেখিয়া মনে হয়—ইহা যেন ঝটিকারম্ভের পূর্ব্ব লক্ষণ ; আজ রাত্রেই ধূমায়মান বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়া আমার সকল সঙ্কল্প ব্যর্থ করিবে কি না তাহা অনুমান করা আমার অসাধ্য,—সেরূপ কিছু না ঘটিলেই মঙ্গল। আমি আজ রাত্রে ভাবিয়া-চিন্তিয়া যে কার্য্য-পদ্ধতি স্থির করিব কল্য প্রভাতেই তাহা আপনাকে জানাইতে পারিব।"

সিনর মোরেজ বলিলেন, "বেশ, আপনি যাহা স্থির করেন, কাল প্রভাতেই তাহা আমাকে বলিবেন। আমিও রাজকার্য্যের আলোচনায় অবশিষ্ট রাত্রি অতি-

বাহিত করিব। প্রত্যুষে পাঁচটার সময় আমার সঙ্গে দেখা করা কি আপনার সুবিধা হইবে? সেই সময় আমি কফি আনাইবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিব।”

মিঃ ব্লেক প্রেসিডেন্ট মোরেজকে আরও কি কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু সে কথা আর তাঁহার বলা হইল না। কারণ তিনি কথা বলিবার পূর্ব্বেই সেই কক্ষের দ্বারে বাহির হইতে কে করাঘাত করিল; সিনর মোরেজ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া আগন্তুককে ভিতরে আসিতে আদেশ করিলেন। মুহূর্ত্ত পরে এডিকং মেনডোজা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল, এবং প্রেসিডেন্ট মোরেজের সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, “আমি আপনাদের গুপ্ত পরামর্শে বাধাদান করিতে বাধ্য হইলাম—এ জন্য আন্তরিক দুঃখিত। কিন্তু হঠাৎ এখানে আমার না আসিয়া গত্যন্তর ছিল না।”

সিনর মোরেজ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে এডিকং-এর মুখের দিকে চাহিয়া উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিলেন, “তোমার কুণ্ঠার কারণ নাই, ব্যাপার কি শীঘ্র বল।”

এডিকং বলিল, “একজন দেশীয় লোক বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। সে বলিতেছে, মিঃ ব্লেকের সহিত অবিলম্বে তাহার সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন, তাহার না কি জরুরি কি কথা আছে, মিঃ ব্লেক তাহা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিবেন। আমি তাহাকে তাড়াইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিলাম; কিন্তু বাতি ধরিয়া তাহার মুখ দেখিয়া চিনিতে পারিলাম—সে মোটর-বোটে মিঃ ব্লেকের সঙ্গে আসিয়া, কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া তীরে নামিয়া গিয়াছিল।—এই জন্যই তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া আপনাদিগকে তাহার আগমন-সংবাদ দিতে আসিলাম।”

সিনর মোরেজ বলিলেন, “লোকটা কি আপনার ভৃত্য, মিঃ ব্লেক?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, সে আমার সঙ্গে আসিয়াছে। আমি তাহার সঙ্গে দেখা করিব; আপনার আপত্তি না থাকিলে তাহাকে এখানে আনাইবার আদেশ করিলে সুখী হইব। সে যখন একাকী আমার সঙ্গে দেখা করিতে

আসিয়াছে—তখন আমার অনুমান—কোন বিপদের আশঙ্কা ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে।”

এডিকং প্রেসিডেণ্টকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলে মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমরা যে অগ্নিকাণ্ডের আশঙ্কা করিতেছি—তাহারই কোন সংবাদ সে লইয়া আসিয়াছে কি না বুঝিতে পারিতেছি না। আমার সহিত তাহার দেখা করিবার উদ্দেশ্য অবিলম্বেই জানিতে পারিব।”

মুহূর্ত্তপরে লোনি সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া, প্রেসিডেণ্ট মোরেজের সম্মুখে উপুড় হইয়া পড়িয়া তাঁহার পদপ্রান্তে মাথা ঘষিতে লাগিল।—ইহাই তাহার প্রণিপাত! সে কৃষ্ণাঙ্গ অসভ্য ‘নেটিভ’ হইলেও বুঝিতে পারিয়াছিল রাষ্ট্রপতির সম্মুখে সে আনীত হইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্মিথের গোয়েন্দাগিরি

স্মিথ লোনির সঙ্গে নিঃশব্দে মোটর-বোট হইতে নামিয়া দ্রুতবেগে চলিতে চলিতে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন গলিতে প্রবেশ করিল ; সে প্রথমেই ছদ্মবেশ ধারণের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল ; কারণ মিঃ ব্লেক তাহাকে যে কার্য্যের ভার দিয়াছিলেন —তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য ছদ্মবেশ অপরিহার্য্য। কোন ইংরাজ যুবককে সে দেশে দেখিলে স্থানীয় লোকেরা তাহাকে নিশ্চয়ই সন্দেহ করিত, এবং তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিত। মিঃ ব্লেকের আদেশ পালনের জন্য সে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। যে ব্যক্তি লোনির সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া, ধরা পড়িবার ভয়ে লণ্ডন হইতে তাড়াতাড়ি আমেরিকায় পলায়ন করিয়াছিল, তাহার সন্ধান লওয়াই স্মিথ প্রথম কর্ত্তব্য মনে করিল।

স্মিথ লোনির হাত ধরিয়া নিম্নস্বরে বলিল, "লোনি, এখানে তোমার কোন আত্মীয় বন্ধু আছে ?"

লোনি বলিল, "হাঁ ছোট-কর্ত্তা, এখানে বিস্তর আরাবাকানের বাস, তাহাদের অনেকের সঙ্গে আমার বেশ জানাশুনা আছে।"

স্মিথ বলিল, "জনাশুনা ত আছে ; তাহারা তোমার বিশ্বাসের পাত্র কি ?"

লোনি বলিল, "ধনপ্রাণ দিয়া বিশ্বাস করিতে পারি—এরূপ লোকও দুই চারি জন আছে ছোট-কর্ত্তা !"

স্মিথ বলিল, "তাহা হইলে আমাকে সেইরূপ কোন লোকের বাড়ী লইয়া চল। রাত্রে আমাকে অনেক যায়গায় ঘুরিতে হইবে ; বিলম্ব করিলে চলিবে না।"

লোনি স্মিথকে সঙ্গে লইয়া নগরের প্রান্তভাগে একখানি ক্ষুদ্র কুটীরের সম্মুখে উপস্থিত হইল। লোনি সেই কুটীরের ঝাঁপে করাঘাত করিয়া বলিল, "ঝাঁপ খোল।"

কুটীরের ভিতর অন্ধকার। একজন লোক ভিতর হইতে বলিল "ঝাঁপ খুলিব কেন ? কে তুমি ?"

লোনি বলিল, "আমি আরাকাটাকার লোনি ; একটু কাজে তোমার কাছে আসিয়াছি, আলুকা।"

লোনির সেই আত্মীয়টির নাম আলুকা। আলুকা একটি মৃৎপ্রদীপ জ্বালিয়া ঝাঁপের দরজা খুলিয়া দিল। লোনি স্মিথকে সঙ্গে লইয়া সেই কুটীরে প্রবেশ করিল।

স্মিথকে দেখিয়া আলুকা ভয়ে ও বিস্ময়ে একটা অস্ফুট শব্দ করিল ; তাহার পর লোনিকে বলিল, "এই সাদা লোকটিকে তুমি আমার কাছে লইয়া আসিয়াছ কেন লোনি ?"

স্মিথ আরাবাকানদের ভাষায় কথা কহিতে শিখিয়াছিল, লোনি আলুকাকে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই স্মিথ বলিল, "আমি তোমাদের বন্ধু লোক, লোনির মনিব। আমাকে দেখিয়া ভয় পাইও না ভাই !"

সাহেব-লোক বিপদে পড়িলে বা কার্য্যোদ্ধার করিতে হইলে কালা আদমীদের ভাই, বন্ধু, দাদা, বাবা বলিয়া পিঠ চাপ্‌ড়াইতে কসুর করে না—তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কালা আদমীরা সেই মৌখিক আদরে গলিয়া যায়, এবং তাহাদের মনো-রঞ্জনের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জনেও কুণ্ঠিত হয় না।

স্মিথের মুখে তাহাদের স্বদেশীয় ভাষা শুনিয়া আলুকা স্তম্ভিত হইল ; সে স্মিথের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "আলুকা বড়ই গরীব, সাদা-কর্ত্তার কোন উপকার করিবে, সে শক্তি তাহার নাই।"

স্মিথ লোনিকে বলিল, "লোনি, আলুকাকে বল—তাহাকে তাহার অসাধ্য কোন কাজ করিতে বলিব না। আমি তাহার ব্যবহৃত ময়লা কাপড়-চোপড় পাইলেই খুসী হইব ; আর খানিক কাল রঙ্গ চাই, কারণ আমাকে তোমাদের মত আরাবাকান সাজিতে হইবে, সে কথা তোমাকে আগেই বলিয়াছি।—এজন্য আমি আলুকাকে টাকা দিব।"

লোনি আলুকাকে সকল কথা বুঝাইয়া দিল। আলুকা তাহার প্রস্তাবে

সম্মত হইয়া বলিল, "আমি কর্ত্তার কাছে টাকা লইব না। ময়লা পোষাক আনিয়া দিতেছি।"

স্মিথ খুসী হইয়া বলিল, "তাহা হয় না লোনি! গরীব মানুষ, উহার জিনিস বিনামূল্যে লইব না; উহাকে কিছু লইতেই হইবে।"

আলুকা তৎক্ষণাৎ ঘরের কোণ হইতে একটি পুঁটুলি বাহির করিল; সেই পুঁটুলি খুলিয়া একটা ময়লা, কার্পাশবস্ত্র-নির্ম্মিত পায়জামা ও একটি জীর্ণ রঙ্গীন জামা লইয়া তাহা লোনির হাতে দিল। তাহার পর জঙ্গল হইতে এক প্রকার গাছের পাতা আনিয়া তাহা ছেঁচিয়া নারিকেলের মালায় সেই রস সঞ্চয় করিল। আলুকার ঘরে একখানি ভাঙ্গা আয়না ছিল, সে আয়নাখানি বাহির করিয়া দিল, এবং বেতের একটি ধামা উপুড় করিয়া, স্মিথকে তাহার উপর বসিয়া ছদ্মবেশ ধারণ করিতে অনুরোধ করিল।

লোনি বলিল, "ছোট-কর্ত্তা, এই রস হাতে মুখে মাখিলে আপনার গায়ের রঙ্গ ঠিক আমাদের রঙ্গের মত হইবে, আপনাকে কেহ চিনিতে পারিবে না। সকলে মনে করিবে আপনি আমাদের মতই আরাবাকান।"

স্মিথ সেই ধামার উপর বসিয়া ভাঙ্গা আয়নাখানির সাহায্যে হাত পা ও মুখে রঙ্গ মাখিয়া কালা আদমী সাজিল; তাহার পর আলুকা প্রদত্ত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া নিজের পোষাক ও জুতা আলুকাকে রাখিতে দিল।

লোনি বলিল, "ঠিক হইয়াছে ছোট-কর্ত্তা! কে বলিবে আপনি আরাবাকান নহেন?"

স্মিথ তাহার ছোরা ও পিস্তল তুলিয়া লইয়া লোনিকে বলিল, "এখন চল লোনি, এখানকার কাজ শেষ হইয়াছে।"

স্মিথ লোনির সঙ্গে পথে আসিয়া তাহাকে বলিল, "তুমি আমাকে সিনর আন্‌রাডিসের বাড়ীতে লইয়া যাইতে পার? আমি কোন গুপ্তপথ দিয়া সেখানে যাইতে চাই।"

লোনি বলিল, "সেখানে আপনাকে লইয়া যাইতে পারিব; কিন্তু যদি ধরা পড়েন, তাহা হইলে সে আপনাকে হত্যা করিবে।"

স্মিথ বলিল, "ধরা পড়িতে না হয়—সেই ভাবে যাইব। সেখানে না যাইলে চলিবে না লোনি! তোমার ভয় হইয়া থাকে তুমি আমাকে বাড়ীটা দেখাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িও।"

লোনি বলিল, "না, আপনাকে বিপদে ফেলিয়া সরিয়া পড়িব না; মরিতে হয়—দুজনেই মরিব।"

স্মিথ লোনির সঙ্গে অন্ধকারাচ্ছন্ন নিভৃত পথ দিয়া আন্‌রাডিসের বাড়ীর দিকে চলিল। আন্‌রাডিসের প্রাচীর-বেষ্টিত অট্টালিকার পশ্চাতে যে সকল বৃক্ষ ছিল, তাহাদের কোন কোনটির শাখা প্রাচীরের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। লোনি একটি গাছে উঠিয়া প্রাচীরে নামিল, তাহার পর বহু কষ্টে স্মিথকে সেই প্রাচীরে টানিয়া তুলিয়া লইল।

লোনি স্মিথকে বলিল, "এই প্রাচীরের নীচে ফুলের বাগান, বাগানের ও ধারে ঘর; ছোট-কর্ত্তা কি সেই ঘরের কাছে যাইবেন?"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, তুমি আমার সঙ্গে চল।"

লোনি প্রাচীর হইতে এক লম্ফে বাগানে নামিল; স্মিথ প্রাচীর ধরিয়া নীচে ঝুলিয়া পড়িল, তাহার পর লোনির কাঁধে দুই পা রাখিয়া নামিয়া পড়িল।

লোনি বলিল, "ছোট-কর্ত্তা, আপনি এখানে থাকুন, আমি বারান্দায় উঠিয়া দেখিয়া আসি ঘরে কেহ আছে কি না।"

লোনি স্মিথকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া অট্টালিকার দিকে অগ্রসর হইল; স্মিথ একাকী প্রাচীরের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রমে দশ পনের মিনিট অতীত হইল, লোনিকে ফিরিতে না দেখিয়া স্মিথ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইল। আরও দশ পনের মিনিট পরে লোনি নিঃশব্দে স্মিথের নিকট ফিরিয়া আসিলে স্মিথ ব্যগ্র ভাবে বলিল, "কি দেখিলে লোনি!"

লোনি ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিল, নৈশাকাশ শুভ্রজ্যোতিঃ নক্ষত্র নিকরে বিভূষিত। হঠাৎ উদ্দাম বায়ুপ্রবাহে সুদীর্ঘ তালতরুর শাখাগুলি মর্ম্মরিয়া উঠিল; কোন নিবিড়পত্র তরুর শাখায় বসিয়া একটা হুতুমপ্যাঁচা গম্ভীর স্বরে চিৎকার করিল। লোনি ভয়ে শিহরিয়া বলিল, "ছোটকর্ত্তা, ভূতের দল আজ আমাদের চারি দিকে

ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! আমি তাহাদের নিশ্বাসের শব্দ পাইতেছি,—তাহাদের চিৎকার শুনিতেছি! চলুন এখান হইতে সরিয়া পড়ি। বড়ই ভয়ানক ব্যাপার দেখিলাম! যে সাদা-ভূত আমার মনিবের খাতা লইয়া লণ্ডনে পালাইয়াছিল—তাহাকে আজ ঐ ঘরে দেখিলাম। হাঁ, সে ভূত, ঘরের ভিতর বসিয়া আছে!"

স্মিথ বলিল, "সে এদেশে আসিয়াছে জানিতাম; আমাদের আসিবার পূর্ব্বেই আসিয়াছে। ভালই হইয়াছে; আমাকে লইয়া চল লোনি! তোমার সেই কর্ত্তার চেহারাখানা দেখিয়া আসি। সেটা না মরিয়াই ভূত!"

লোনি বলিল, "সেই বিশ্বাসঘাতক আমার কর্ত্তা নয; ভূত না হইলে এবার আমি তাগাকে খুন করিব।"

স্মিথ বলিল, "না লোনি, এখন ও খেয়াল ছাড়িয়া দাও; পরে উহাকে খুন করিও। এখন উহাকে হত্যা করিলে সকল কাজ নষ্ট হইবে।"

লোনি বলিল, "তবে আমি বারান্দার নীচে সিঁড়ির কাছে পাহারায় থাকিব, আপনি বারান্দায় উঠিয়া জানালার পর্দ্দার ফাঁক দিয়া ঘরের ভিতর চাহিলে দেখিবেন সেই বিশ্বাসঘাতক এই বাড়ীর কর্ত্তার সঙ্গে কি গল্প করিতেছে।"

স্মিথ লোনিকে নীচে পাহারায় রাখিয়া বারান্দায় উঠিল। সেই বারান্দার এক প্রান্তে একটি বাতায়ন, বাতায়ন উন্মুক্ত, পর্দ্দাখানি প্রসারিত ছিল, কিন্তু বায়ুপ্রবাহে তাহা আন্দোলিত হইতেছিল—এবং তাহার ফাঁক দিয়া সিনর আন্‌-রাডিসের উপবেশন কক্ষের-অভ্যন্তর ভাগ ঈষৎ দৃষ্টিগোচর হইতেছিল।

স্মিথ যখন নিঃশব্দে জানালার পাশে দাঁড়াইল, তখন আন্‌রাডিস্ স্প্যানিস ভাষায় উত্তেজিত ভাবে রাইমারকে কি বলিতেছিল। স্মিথ রাইমারকে দেখিতে না পাইলেও আন্‌রাডিসের কথাগুলি সুস্পষ্টই শুনিতে পাইল।"

আন্‌রাডিস বলিতেছিল, "আমার তার পাইয়া তোমার বড় রাগ হইয়াছিল! কিন্তু উপায় কি? যদি তুমি সেই অধিকারগুলি কাহাকেও বিক্রয় করিতে—তাহা হইলে ঐ সকল অধিকার তুমি বিক্রয় করিতে পার কি না—তাহা জানিবার জন্য সে এখানে তার করিত। প্রেসিডেণ্ট সেই তারের উত্তর দিতেন—তিনি হুকুম রদ করিয়াছেন; (he had cancelled them) সুতরাং ক্রেতার নিকট

তোমাকে বিষম অপদস্থ হইতে হইত। আমি যে পর্য্যন্ত জয়লাভ করিতে না পারি—সেই পর্য্যন্ত তুমি অপেক্ষা কর।—ইহার ফল ভালই হইবে। আমি প্রেসিডেন্ট হইলে সেই তিনটি অধিকার তোমাকে দেওয়া হইবে।”

রাইমার বলিল, “তাহা হইলে আমার প্রতীক্ষা করা ভিন্ন উপায় নাই! আপনি সত্যই কিছু করিতে পারিবেন কি না তাহা জানিবার জন্য আপনার সঙ্গে তাড়াতাড়ি দেখা করিতে আসিয়াছি। আপনার কি শীঘ্র প্রেসিডেন্ট হইবার আশা আছে?”

স্মিথ রাইমারের কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিল, এ স্বর ত তাহার চির-পরিচিত; মিঃ ব্লেক বহুবার রাইমারকে ইংলণ্ড হইতে বিতাড়িত করিয়াছেন, রাইমার কত বার মুখের গ্রাস ফেলিয়া পলায়ন করিয়া মিঃ ব্লেকের কবল হইতে প্রাণ বাঁচাইয়াছে; সেই রাইমারের কণ্ঠস্বর চিনিতে স্মিথের বিলম্ব হইল না, কিন্তু স্মিথ রাইমারকে লণ্ডনে দেখিয়া কিজন্য চিনিতে পারে নাই—ভাবিয়া বিস্মিত হইল। রাইমারের ছদ্মবেশ নিখুঁত হইয়াছিল বলিয়াই স্মিথ লণ্ডনে তাহাকে চিনিতে পারে নাই; তাহার কণ্ঠস্বর শুনিলে হয় ত চিনিতে পারিত।

রাইমারের প্রশ্ন শুনিয়া আন্‌রাডিস্ ধীরে ধীরে বলিল, “আমার প্রেসিডেন্ট হইবার আশা আছে কি না তাহা শীঘ্রই জানিতে পারিবে।—তুমি গুয়াকুইল ত্যাগ করিলে আমি প্রেসিডেন্টের সহিত দেখা করিয়া ঐ তিনটি অধিকারের দাবি তাঁহাকে মঞ্জুর করিতে বলিলাম; কাহার জন্য উহার দাবী করিয়াছি তাহা তাঁহাকে বলি নাই। তিনি আমার আবেদন পত্র সরাইয়া রাখিয়া বলিলেন, ও বিষয়ের বিবেচনা পরে করিবেন। সান্ মিগুয়েল অঞ্চলে আমার কোকোর আবাদ আছে; অতঃপর আমি সেই আবাদ দেখিবার ছলে চীনাম্যানদের গুপ্ত উপনিবেশের সন্ধানে চলিলাম। প্রেসিডেন্টের আত্মম্ভরিতা ও প্রভুত্ব আমার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

“আমি কয়েকজন অনুচর সহ সান মিগুয়েল হইতে দক্ষিণ দিকে চলিলাম; তোমার প্রদত্ত ডায়েরীর উপর নির্ভর করায় আমার কোন অসুবিধা হয় নাই। সমুদ্র-কূলে উপস্থিত হইয়া আমি সৈন্যগণের তাম্বু স্থাপনের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। আমরা

সেই সকল সৈন্যের ও মালবাহী খচ্চরের পদচিহ্নের অনুসরণ করিলাম। ক্রমে দুর্গম অরণ্য ও দুর্ভেদ্য পার্ব্বত্য প্রদেশের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইবার জন্য যে পথ পাইলাম, সেই পথের বিবরণ বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই, সে অবসরও আমার নাই; তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে ব্যক্তির চেষ্টা যত্নে ও উদ্ভাবনীশক্তিতে এই সুদীর্ঘ পথ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইতে হয়, সে অসাধারণ মনুষ্য!—ক্রমে আমরা চতুর্দ্দিকে লোকালয়ের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। কোথাও বহু-ক্রোশব্যাপী গোধূমক্ষেত্র, কোথাও কফি কোকোর বিশাল আবাদ, কোথাও সুবিস্তীর্ণ কদলীকুঞ্জ, কোথাও বা স্বচ্ছ সলিল-পূর্ণ সরোবর। মনুষ্যের দুইখানি হস্ত সেই গহন কাননকে কি রমণীয় উদ্যানে পরিণত করিয়াছে! দেখিয়া মনে হইল ইহা কি স্বপ্ন না ইন্দ্রজাল? স্বচক্ষে না দেখিলে ইহার অস্তিত্বে কখন বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতাম না!

"বলা বাহুল্য, তুমি লণ্ডনে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই আমি এই উপনিবেশটি স্বচক্ষে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছিলাম; কারণ, মনে করিয়াছিলাম যদি তুমি আমাকে প্রতারিত করিয়া আমার অর্থরাশি আত্মসাৎ করিয়া থাক—তাহা হইলে, তুমি লণ্ডনে পৌছিয়া ড্রাফ্‌টের টাকাগুলি হস্তগত করিতে না পার আমি তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিব; কিন্তু তোমার প্রদত্ত ডায়েরীর এক বর্ণও অতি-রঞ্জিত নহে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম। আমরা অশ্বারোহণে সেই উপনিবেশে অসঙ্কুচিত চিত্তেই প্রবেশ করিলাম; কিন্তু লোকালয়ে পদার্পণ করিবামাত্র সহসা কয়েক জন সশস্ত্র সৈনিক যুবক দ্বারা পরিবেষ্টিত হইলাম! তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়াই বুঝিতে পারিলাম তোমার কৌতুকাবহ কাহিনী সম্পূর্ণ সত্য। সেই লোকগুলি চীনাম্যান। চীন দেশের ফৌজ ইকুয়েডর রাজ্যের অরণ্যে শিবির নির্ম্মাণ করিয়া পীত জাতির প্রাধান্য স্থাপনে কৃতসঙ্কল্প! অদ্ভুত বটে!

"অস্ত্রধারী চীনাম্যানগুলা আমাদিগকে লইয়া গিয়া একটা প্রকাণ্ড ব্যারিকের মত বাড়ীতে পুরিল; আমি বুঝিলাম, আমাদিগকে সেই গুপ্ত চীনা উপনিবেশের গবর্ণরের সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে। আমার এই অনুমান সত্য। একজন পদস্থ কর্ম্মচারী আমার সঙ্গীদের সেই স্থানে রাখিয়া, আমাকে একটা কুঠুরীর

ভিতর লইয়া গেল; সেই কুঠুরীতে একটি লোক বসিয়া ছিল, তাহার আকার প্রকার দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম—সে গবর্ণর। উঃ, কি চেহারা! গবর্ণর হইবার যোগ্য লোক বটে।—শেষে শুনিলাম, চীন সাম্রাজ্যে তাহার ন্যায় অসীম শক্তিশালী সর্ব্বজনবরণ্যে অধিনায়ক আর একজনও নাই! আধুনিক যুগে সে প্রাচ্যের নেপোলিয়ন; একাধারে ওয়াসিংটন ও গ্যারিবল্ডী!"

ডাক্তার রাইমার রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিল, "তাহার নাম?"

সিনর আন্‌রাডিস্ বলিলেন, "আউ-লিং। চীনের নব প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা প্রিন্স আউ-লিং।—কিন্তু ও কি! হঠাৎ তুমি চমকিয়া উঠিলে কেন?"

রাইমার অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, "না, কিছু নয়; শেষে কি হইল বলুন।"

সিনর আন্‌রাডিস্ বলিলেন, "প্রথমে সে আমাকে অত্যন্ত ভয় দেখাইল, বলিল, আমরা তাহাদের গুপ্ত উপনিবেশের সন্ধান জানিতে পারিয়াছি—সুতরাং এই সংবাদ প্রচারের পথ রুদ্ধ করিবার জন্য সে আমাকে ও আমার অনুচরগণকে নিশ্চয়ই হত্যা করিবে। কিন্তু তাহার কথায় আমি ভয় প্রকাশ না করিয়া তাহাকে বলিলাম, আমি এই গুপ্ত উপনিবেশের সংবাদ পাইয়াই এখানে আসিয়াছি এবং আসিবার পূর্ব্বে আমার টেবিলের উপর ইকুয়েডর রাজ্যের প্রেসিডেণ্টের নামে একখানি পত্র গালা-মোহর করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি; সেই পত্র পাইলেই তিনি জানিতে পারিবেন আমি কি উদ্দেশ্যে কোথায় আসিয়াছি; তাহার ফল কি হইবে সে কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। আমাদিগকে হত্যা করিলে সমগ্র শ্বেতাঙ্গ জাতি যে আগুন জ্বালিবে, প্রশান্ত মহাসাগরের সমস্ত জল ঢালিলেও তাহা নির্ব্বাপিত হইবে না।—আমার কথা শুনিয়া আউ-লিং আর এক চাল চালিল।

"আমি বুঝিলাম আমার কৌশল নিষ্ফল হয় নাই; তখন আমি আউ-লিংকে বলিলাম, ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ আমেরিকায় চীনাম্যানদের প্রবেশ করিতে দিতে অসম্মত; যদি ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ জানিতে পারে—চীনাম্যানেরা গোপনে দক্ষিণ আমেরিকায় আসিয়া জঙ্গল কাটিয়া নগর স্থাপন করিয়াছে, তাহাদের একটা প্রকাণ্ড উপনিবেশ শ্বেতাঙ্গ জাতির অজ্ঞাতসারে গড়িয়া উঠিতেছে—তাহা হইলে ইউ-

নাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ অন্যান্য রাজ্যের সহিত মিলিত হইয়া এই উপনিবেশ অচিরে বিধ্বস্ত করিবে—এ সম্বন্ধে কি সন্দেহের কোন কারণ আছে?—আমার কথা শুনিয়া আউ-লিং কয়েক মিনিট চিন্তা করিয়া আমার সঙ্গে রফার প্রস্তাব করিল। তখন আমি তাহাকে বলিলাম—আমি তাহার সহায়তা পাইলে প্রেসিডেন্টের সহিত বিরোধ করিয়া রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত করিতে পারি; (start a revolution) আমি একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করিব এবং তাহাতে এরূপ যুক্তির অবতারণা করিব যে, ইকুয়েডর রাজ্যের অধিকাংশ প্রজা আমার পতাকামূলে সমবেত হইবে; কিন্তু আমি তাহার সহায়তা ভিন্ন এ কাজ করিতে পারিব না। এদেশে যে সকল চীনাম্যান কৃষিকর্ম্মে রত আছে—তাহারা সাধ্যানুসারে আমাকে সাহায্য করিবে, এতদ্ভিন্ন চীনের শিক্ষিত সৈন্যেরা আমার সহিত যোগদান করিবে।—এইরূপ করিলেই আমি ইকুয়েডর রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব লাভ করিতে পারিব; বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট বিধ্বস্ত হইবে, আমি ইকুয়েডর রাজ্যের প্রেসিডেন্টের পদ লাভ করিব। তখন আমি এদেশের চীনাম্যানদের পক্ষ সমর্থন করিব; তাহাদের উপনিবেশ স্থাপনের কথা গোপন থাকিবে। আমি প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা করিব—প্রবাসী চীনাম্যানেরা নিতান্ত নিরীহ প্রাণী, তাহারা প্রবলের আক্রমণ হইতে যাহাতে আত্মরক্ষা করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে আমি তাহাদিগকে অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দান করিয়াছি।”

রাইমার বলিল, “ইহাতে আউ-লিংএর কি লাভ হইবে?”

সিনর আনরাডিস্ বলিলেন, “চীনাম্যানদের গুপ্ত উপনিবেশের কথা গোপন থাকিবে, এবং যে বিস্তীর্ণ ভূভাগে তাহারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে—তাহা প্রিন্স আউ-লিংকে নিষ্কর প্রদান করা হইবে।”

রাইমার বলিল, “আপনাকে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে!”

সিনর আনরাডিস বলিলেন, “তা বটে, কিন্তু আমি কৃতকার্য্য হইলে এ ক্ষতি নগণ্য। কৃতকার্য্য হইব—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।”

রাইমার বলিল, “বিদ্রোহ আরম্ভ হইবে কবে?”

সিনর আনরাডিস বলিল, “আজ রাত্রেই। প্রিন্স আউ-লিং দশ হাজার

সুশিক্ষিত সৈন্য ও পাঁচ হাজার সশস্ত্র চীনাম্যানসহ নগরের দুই মাইল দূরে অরণ্য মধ্যে লুকাইয়া আছে; আমার ইঙ্গিত পাইলেই তাহারা নগর আক্রমণ করিবে। তুমি আমাদের সঙ্গে যোগদান করিতে প্রস্তুত আছ?"

রাইমার কি বলিল, তাহা স্মিথ শুনিতে পাইল না; কিন্তু তাহাদের পরামর্শ শেষ হইয়াছে এবং তাহারা শীঘ্রই উঠিবে বুঝিয়া স্মিথ আর সেখানে দাঁড়াইল না। সে তাড়াতাড়ি লোনির কাছে উপস্থিত হইয়া তাহার সাহায্যে প্রাচীর পার হইল।

স্মিথ পথে আসিয়া লোনিকে বলিল, "তুমি এই মুহূর্ত্তে প্রেসিডেন্ট সাহেবের বাড়ীতে গিয়া মিঃ ব্লেকের সঙ্গে দেখা কর। তাঁহাকে বলিবে, যে বিশ্বাসঘাতক মিঃ বেকারের ডায়েরী লইয়াছে—সে রাইমার। নাম শুনিলেই তিনি তাহাকে চিনিতে পারিবেন। তাঁহাকে বলিবে আন্‌রাডিস্ আজ রাত্রেই যুদ্ধ ঘোষণা করিবে; আউ-লিং গুপ্ত চীনা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন, তিনি যুদ্ধে আন্‌রাডিসকে সাহায্য করিবার জন্য সসৈন্যে নগরের বাহিরে জঙ্গলের ভিতর লুকাইয়া আছেন। বলিবে, আমি অন্য কাজ শেষ করিয়া শীঘ্রই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিব। আমার কথাগুলি তোমার স্মরণ থাকিবে?"

লোনি বলিল, "হাঁ, স্মরণ থাকিবে।"

স্মিথ লোনিকে বিদায় দিয়া পথিপ্রান্তে একটি বৃক্ষের আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিল; কয়েক মিনিট পরে একজন লোক আন্‌রাডিসের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া দ্রুতপদে চলিতে আরম্ভ করিল। স্মিথ তাহার অনুসরণ করিল।

এই লোকটি রাইমার।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিপ্লব

স্মিথ রাইমারের অনুসরণ করিল; লোনি স্মিথের আদেশে যথাসম্ভব দ্রুতবেগে প্রেসিডেণ্টের গৃহে উপস্থিত হইয়া কিরূপে তাঁহার ও মিঃ ব্লেকের সম্মুখে নীত হইল—তাহা পাঠকপাটিকাগণ পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন। লোনি প্রেসিডেণ্টকে অভিবাদন করিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে উপুড় হইয়া পড়িয়া তাঁহার পদপ্রান্তে মাথা ঠুকিতে আরম্ভ করিলে, তাহার ভক্তির আতিশয্য-দর্শনে প্রেসিডেণ্ট মোরেজ ঈষৎ হাসিয়া তাহাকে উঠিয়া দাঁড়াইতে আদেশ করিলেন। তখন লোনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে উৎসুক নেত্রে চাহিয়া রহিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লোনি, তুমি বোধ হয় আমাকে কোন জরুরি খবর দিতে আসিয়াছ; তোমার খবর কি বল।"

লোনি আরাবাকানী ভাষায় তাহার সকল কথা বলিতে আরম্ভ করিল। সে স্মিথের সহিত মোটর-বোট হইতে নামিয়া স্মিথকে প্রথমে কোথায় গিয়া তাহার স্বদেশীয় বেশে সজ্জিত করিয়াছিল, তাহার পর তাহারা উভয়ে কি কৌশলে সিনর আন্‌রাডিসের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, এবং স্মিথ কি ভাবে আন্‌রাডিসের সহিত রাইমারের গুপ্ত পরামর্শ শুনিয়াছিল—তাহা সবিস্তার মিঃ ব্লেকের গোচর করিয়া অবশেষে বলিল, "ছোট-কর্ত্তা আমাকে বলিলেন আন্‌রাডিস যাহার সহিত পরামর্শ করিতেছিল—তাহার নাম রাইমার। তিনি বলিলেন, লোকটা কে, নাম শুনিয়া আপনি তাহা বুঝিতে পারবেন। তিনি আরও বলিলেন, যে চীনাম্যান এ দেশে আসিয়া জঙ্গলের ভিতর গোপনে নগর বসাইয়াছে—তাহার নাম আউ-লিং। ছোট-কর্ত্তা বলিলেন, এই লোকটিকেও আপনি জানেন। ছোট-কর্ত্তা জানিতে পারিয়াছেন—আজ রাত্রেই সিনর আন্‌রাডিস আউ-লিংকে সঙ্গে লইয়া যুদ্ধ করিতে আসিবে। তাহারা আজ রাত্রেই নগর

আক্রমণ করিবার জন্ম প্রস্তুত হইয়াছে। ছোট-কর্ত্তার আদেশে আপনাকে এই সংবাদ দিতে আসিলাম ; আমার আর কোন কথা বলিবার নাই।”

মিঃ ব্লেক উৎসাহ ভরে বলিলেন, “বাহবা স্মিথ, বাহবা ! এক রাত্রে সে অসাধ্য সাধন করিয়াছে ; যদি সে রাইমারের গুপ্ত আড্ডার সন্ধান লইয়া শীঘ্র এখানে ফিরিয়া আসিতে পারে—তাহা হইলে আমি বড়ই আনন্দিত হইব। স্মিথ যাহা করিয়াছে—আমি স্বয়ং তাহা করিতে পারিলে আপনাকে সৌভাগ্যবান মনে করিতাম।”

অতঃপর তিনি লোনিকে বলিলেন, “তুমি আজ আমাকে বড়ই সুখী করিয়াছ লোনি! তোমার কাজে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি এই পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার পাইবে ; এখন তুমি এখানেই থাক, তোমার ছোট-কর্ত্তা ফিরিয়া আসিলে তোমাকে অন্ম স্থানে পাঠাইব।”

লোনি বলিল, “বড়-কর্ত্তার আদেশ পালন করিতে সর্ব্বদাই রাজী আছি। আমার মৃত মনিবের প্রতি যে লোকটা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, আমাকে ঠকাইয়াছে, ছোট-কর্ত্তা তাহার সঙ্গে গিয়াছেন, আপনি আমাকে পুরস্কার দিতে চাহিলেন ; আপনি সেই বিশ্বাসঘাতকটাকে ধরিয়া আমাকে দান করুন, আমি তাহার মাথা লইব। ইহা ভিন্ন আমি অন্ম কোন পুরস্কার চাহি না বড়-কর্ত্তা!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তুমি সেই বিশ্বাসঘাতককে হাতে পাইবে কি না সে কথা পরে বিবেচনা করিব ; এখনও ত সে ধরা পড়ে নাই। এখন তুমি বাহিরে যাও, এখানকার লোকজন তোমার আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিবে।”

লোনি সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

প্রেসিডেন্ট মোরেজ অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে মিঃ ব্লেককে বলিলেন, “আপনি কি মনে করেন—আন্‌রাডিস্ আজ রাত্রেই বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিবে ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “স্মিথ যখন এই সংবাদ পাঠাইয়াছে তখন এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আপনি এই সংবাদে নির্ভর করিয়া বিদ্রোহ দমনের জন্ম প্রস্তুত হইতে পারেন ; নতুবা বিপদের সীমা থাকিবে না।”

সিনর মোরেজ বলিলেন, "আমি অবিলম্বে যথাযোগ্য আদেশ প্রদান করিব। আমার সৈন্যগণ নগরের বিভিন্ন অংশে প্রেরিত হইয়া বিদ্রোহীগণের আক্রমণের প্রতীক্ষা করিবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, অবিলম্বে এইরূপ ব্যবস্থা করাই সঙ্গত; কিন্তু আমার মনে হয় আমার সহকারী এখানে আসিলে তাহার নিকট সকল সংবাদ অবগত হইয়া নগর রক্ষার বন্দোবস্ত করিলেই ভাল হয়। সে যদি কোন প্রকারে হঠাৎ বিপন্ন না হয়—তাহা হইলে অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া শীঘ্রই এখানে উপস্থিত হইবে—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আমার বিশ্বাস,—"

মিঃ ব্লেকের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই দ্বারে করাঘাত হইল। প্রেসিডেণ্ট মোরেজ দ্বারের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কে তুমি? ভিতরে আসিতে পার।"

সিনর মোরেজের এডিকং মেনডোজা তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রেসিডেণ্টকে অভিবাদন করিল।

সিনর মোরেজ বলিলেন, "কি সংবাদ লেফ্‌টেনাণ্ট?"

এডিকং বলিল, "মহাশয়, আমি পুনর্ব্বার আপনাকে বিরক্ত করিতে বাধ্য হওয়ায় অত্যন্ত দুঃখিত; কিন্তু হঠাৎ একজন ভদ্রলোক বাহিরে আসিয়া আপনার সহিত সাক্ষাতের জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। সে বলিতেছে —তাহার জরুরি কথা আছে; সে কথা এতই গোপনীয় যে, অন্যের নিকট প্রকাশ করা অসম্ভব। লোকটিকে দেখিয়া মনে হইল সে নবাগত ইংরাজ। আমাদের বর্ত্তমান রাজনৈতিক সঙ্কট সম্বন্ধে সে কোন প্রয়োজনীয় গুপ্ত কথা বলিতেও পারে এই বিশ্বাসে আমি তাহাকে বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া আপনার অভিপ্রায় জানিতে আসিলাম।"

সিনর মোরেজ বলিলেন, "সে তাহার নাম বলিয়াছে কি?"

লেফ্‌টেনাণ্ট মেনডোজা বলিল, "হাঁ মহাশয়, সে বলিল তাহার নাম ডাক্তার হটন।"

সিনর মোরেজ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "ডাক্তার হটন? এই নামের কোন লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে বলিয়া ত মনে হয় না!"

মিঃ ব্লেক স্তব্ধভাবে উভয়ের কথা শুনিতেছিলেন, এতক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, “সিনর আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন, এই লোকটিকে এখানে আসিবার অনুমতি করিলে বোধ হয় কোন অসুবিধা হইবে না; তাহাকে দেখিবার জন্য আমারও একটু আগ্রহ হইয়াছে। আমরা যে বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলাম, সে সম্বন্ধে তাহার নিকট হয় ত কোন কথা শুনিতে পাইব।”

সিনর মোরেজ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু মিঃ ব্লেকের মুখভাবের কোন পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইলেন না।—তিনি তাঁহার এডিকং-এর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “লেফ্‌টনাণ্ট, লোকটাকে এখানে রাখিয়া যাও, তাহার বক্তব্য বিষয় শুনিতে আমার আপত্তি নাই।”

লেফ্‌টেনাণ্ট মেনডোজা সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল; মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, “সিনর আন্‌রাডিস্‌ আজ রাত্রে যাহার সহিত গুপ্ত পরামর্শ করিতেছিল—এই ব্যক্তিই সেই রাইমার। আমি জানি ডাক্তার হটন তাহারই ছদ্মনাম। আপনি তাহার কথাগুলি মন দিয়া শুনিবেন ইহাই আমার অনুরোধ। সে যদি আপনার নিকট কোন প্রস্তাব করে তাহা হইলে আপনি স্বীকার বা অস্বীকার করিবেন না। আমি ঐ পর্দ্দার আড়ালে লুকাইয়া থাকিয়া তাহার সকল কথা শুনিব, এবং যখন প্রয়োজন বুঝিব—তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইব। তাহার পর যাহা করিতে হয়,—সে ভার আমার।”

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষের এক কোণে গিয়া একখানি পর্দ্দার আড়ালে লুকাইলেন। টাইগার তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া ছিল, তাঁহাকে উঠিয়া যাইতে দেখিয়া সে তাঁহার অনুসরণ করিল এবং মুহূর্ত্ত-মধ্যে অদৃশ্য হইল।

কয়েক মিনিট সেই কক্ষে কাহারও নিশ্বাসপতনের শব্দও শুনিতে পাওয়া গেল না। তাহার পর সিনর মোরেজ একখানি কাগজে কি লিখিতে আরম্ভ করিলেন; সেই কক্ষে আর কেহ আছেন, ইহা বুঝিবার উপায় রহিল না। আরও কয়েক মিনিট পরে দ্বারে করাঘাত হইল; দ্বার উন্মুক্ত হইবামাত্র লেফ্‌টেনাণ্ট মেনডোজা আগন্তুককে দেখাইয়া বলিল, “ইনিই ডাক্তার হটন।”

রাইমার সেই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র তাহার পশ্চাতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া লেফ্‌টেনাণ্ট মেনডোজা অদৃশ্য হইল।

রাইমার প্রেসিডেণ্ট মোরেজের সম্মুখে উপস্থিত হইল; কিন্তু সে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই সিনর মোরেজ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "শুনিলাম আপনি কোন জরুরি কথা বলিবার জন্য আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। এখন আমি বড়ই ব্যস্ত আছি, তথাপি আপনার কথা শুনিতে আমার আপত্তি নাই; এই জন্য আপনাকে আমার সহিত সাক্ষাতের অনুমতি দিয়াছি। আপনার কি বলিবার আছে সঙ্ক্ষেপে বলিতে পারেন।"

রাইমার প্রেসিডেণ্ট মোরেজের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "ধন্যবাদ প্রেসিডেণ্ট মহাশয়! আমি আপনার অধিক সময় নষ্ট করিব না; আমার কথাগুলি সঙ্ক্ষেপেই শেষ করিব।"

মিঃ ব্লেক পর্দ্দার আড়ালে দাঁড়াইয়া রাইমারের মুখ দেখিতে না পাইলেও তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়াই তাহাকে চিনিতে পারিলেন। তিনি বুঝিলেন স্মিথ লোনির মারফৎ তাহার সম্বন্ধে যে সকল কথা তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইয়াছিল তাহা মিথ্যা নহে। স্মিথও রাইমারকে চিনিতে পারিয়াছিল।—রাইমারের কথাগুলি তিনি রুদ্ধ-নিশ্বাসে শুনিতে লাগিলেন।

রাইমার ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "প্রেসিডেণ্ট মহাশয়, আমি ইকুয়েডের রাজ্যের প্রজা বা প্রবাসী নহি; কিন্তু আমি ভ্রমণোপলক্ষে এদেশে আসিয়া ইহার বহু অপরিজ্ঞাত প্রদেশে পর্য্যটন করিয়াছি। কিছু দিন পূর্ব্বে ইকুইডোরিয়ান্ ট্রান্‌স-এন্‌ডাইন সংক্রান্ত তিনটি অধিকার মঞ্জুর করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলে, আপনি তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহা বোধ করি আপনার স্মরণ থাকিতে পারে।"

সিনর মোরেজ ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিলেন, "সিনর আন্‌রাডিস্ যে জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন? হাঁ, সে কথা আমার স্মরণ আছে; কিন্তু সেই ব্যাপারের সহিত আমার এখানে আপনার আগমনের কি সম্বন্ধ?"

রাইমার বলিল, "হাঁ, একটু সম্বন্ধ আছে। সিনর আন্‌রাডিস্ সেই তিনটি

অধিকার আমাকেই দান করিয়াছিলেন; কিন্তু আপনি সেই দান না-মঞ্জুর করায় তাহা নিরর্থক হইয়াছে। আপনি কি এখন তাহা মঞ্জুর করিতে সম্মত আছেন? আপনি বলিতে পারেন, উপযুক্ত প্রতিদান ব্যতীত আপনি রাজস্বের ক্ষতিকর কার্য্য কেন করিবেন? তাহার উত্তরে আমি এই মাত্র বলিতে পারি ইহার বিনিময়ে আপনাকে যে গুপ্ত সংবাদ প্রদান করিব—তাহার মূল্য অনেক অধিক; ইহাতে আপনাদের ক্ষতিপূরণ হইবে, অধিকন্তু আপনারা সেই সংবাদে যথেষ্ট উপকৃত হইবেন।"

সিনর মোরেজ বলিলেন, "সংবাদটি কি তাহা জানিবার পূর্ব্বে কি করিয়া বলিব যে, তাহা দ্বারা আমরা যথেষ্ট উপকৃত হইব? সেই সংবাদ হয় ত নিতান্ত তুচ্ছ, আমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজনও হইতে পারে।"

রাইমার বলিল, "সিনর আন্‌রাডিস্ যে সংবাদের অসাধারণত্বে নির্ভর করিয়া আপনার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিয়াছিলেন, যে সংবাদের উপর এই রাজ্যের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে—সেই সংবাদ কি আপনি নিতান্ত তুচ্ছ ও নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়া উপেক্ষা করা সঙ্গত মনে করেন?"

প্রেসিডেণ্ট মোরেজ বিরক্তি ভরে বলিলেন, "আন্‌রাডিসের দলের খেয়ালের আলোচনায় সময় নষ্ট করা আমি অনাবশ্যক মনে করি। তাহাদের বিরুদ্ধাচরণে রাজ্যের প্রচলিত বিধিব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা নাই।"

রাইমার বলিল, "আমি যে গুপ্ত সংবাদের কথা বলিতেছি তাহার গুরুত্ব সম্বন্ধে আপনার কোন ধারণা নাই বলিয়াই আপনি একথা বলিতেছেন। সকল কথা শুনিলে আপনি বুঝিতে পারিবেন—আন্‌রাডিসের বিরুদ্ধাচরণে আপনার গবর্মেণ্টের পতন অপরিহার্য্য; সুতরাং বলা বাহুল্য, আপনারও সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। একটি স্বাধীন রাজ্যের ভাগ্য যে সংবাদের উপর নির্ভর করে, সেই সংবাদ কাল সকালে জানিয়া আপনার কোন লাভ হইবে না, কিন্তু আজ রাত্রে তাহা জানিতে পারিলে আপনার যে উপকার হইবে—তাহার তুলনা নাই। আজ আপনি এই রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি, আপনার অসীম শক্তি; কিন্তু আপনি আমার সংবাদে নির্ভর করিয়া আজ সতর্ক না হইলে—

মহাশয় আমার স্পষ্ট ভাষার রূঢ়তা মার্জ্জনা করিবেন—কাল পথপ্রান্তবর্ত্তী কোন ভিক্ষুকের সহিত আপনার অবস্থাগত—”

রাইমার হঠাৎ স্তব্ধ হইল; সে দেখিল একটা প্রকাণ্ড কুকুর সেই কক্ষের এক কোণ হইতে বাহির হইয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইয়াছে, এবং আরক্ত নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ক্রোধে যেন ফুলিয়া উঠিতেছে! সে দাঁতগুলি বাহির করিয়া এরূপ ভীষণ মুখভঙ্গি করিতে লাগিল যে, তাহা দেখিয়া ভয়ে রাই-মারের কণ্ঠরোধ হইল। টাইগার রাইমারকে চিনিত, এবং তাহার কবল হইতে রাইমার একাধিকবার মুক্তিলাভ করিয়া অতিকষ্টে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়া-ছিল। সুতরাং রাইমার তাহার সেই পুরাতন বন্ধুকে চিনিতে পারিয়া স্খলিত-স্বরে বলিয়া উঠিল, “ঐ কুকুরটা কি আপনার?—না, না, ওটাকে আমি চিনি যে! আমাকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য কি আপনারা ষড়যন্ত্র করিয়াছেন?—এই কুকুরটা—”

“আমার” বলিয়া মিঃ ব্লেক পর্দ্দার আড়াল হইতে এক লম্ফে রাইমারের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পিস্তল রাইমারের ললাট লক্ষ্য করিয়া উদ্যত হইল। তাহার পর তিনি নীরস স্বরে বলিলেন, “ঠিক চিনিয়াছ রাইমার! এ আমার কুকুর টাইগার।”

রাইমার সভয়ে পশ্চাতে হঠিয়া আড়ষ্ট স্বরে বলিল, “তুমি! গোয়েন্দা ব্লেক তুমি এখানে? তুমি কি কামচারী?”—তাহার ললাটে স্থূল ঘর্ম্মবিন্দু সঞ্চিত হইল।

মিঃ ব্লেক অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, “হাঁ, আমি কামচারী। তুমি যাহার সাহায্যে বিপুল অর্থ লাভের চেষ্টা করিতেছিলে, এখন তাহাকেই বিপন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছ—এ কাজ তোমারই উপযুক্ত! আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম তুমিই বেকারের ডায়েরিখানি হস্তগত করিয়া তাহা বহু অর্থে বিক্রয় করিয়াছ; কিন্তু তোমার দুর্ভাগ্য, তোমার দুরাশা সফল হয় নাই। যদি তুমি অর্থলোভে অন্ধ না হইতে, তাহা হইলে সহজেই বুঝিতে পারিতে তুমি যাঁহার গুপ্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিতে উদ্যত হইয়াছ—সেই ব্যক্তি আর কেহ নহে—তোমার মহাশত্রু চীনের রাষ্ট্রনায়ক প্রিন্স আউ-লিং; যাঁহার কবল হইতে তুমি কিছু দিন পূর্ব্বে অতিকষ্টে উদ্ধার লাভ করিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়াছিলে।

তোমার লজ্জা থাকিলে পুনর্ব্বার তাঁহাকে ঘাঁটাইতে আসিতে না। তাঁহার হাতে পুনর্ব্বার ধরা পড়িবার জন্য বোধ হয় তোমার আগ্রহ নাই। এবার আউ-লিং তোমাকে ধরিতে পারিলে তোমার প্রতি কিরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন তাহা যদি বুঝিতে পারিতে, তাহা হইলে তুমি ইকুয়েডর রাজ্যে পদার্পণ করিতে সাহস করিতে না; অন্ততঃ যে মুহূর্ত্তে সিনর আন্‌রাডিসের নিকট শুনিয়াছিলে আউ-লিং এখানেই আছেন, সেই মুহূর্ত্তেই তুমি এই রাজ্য পরিত্যাগ করিতে।"

রাইমার জড়িত স্বরে বলিল, "তুমি—তুমি এ সকল কথা কিরূপে জানিলে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা শুনিয়া তোমার কোন লাভ নাই; তুমি এইমাত্র জানিয়া রাখ—তোমার দুরভিসন্ধি প্রেসিডেন্ট মোরেজের অজ্ঞাত নহে। সুতরাং অতঃপর তুমি তাঁহার অনিষ্ট-চেষ্টা করিতে না পার—এই উদ্দেশ্যে তোমাকে এখানে আটক করিয়া রাখা হইবে। যখন স্বেচ্ছায় আমাদের হাতে ধরা দিয়াছ—তখন আর মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না।"

মিঃ ব্লেক প্রেসিডেন্টের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আপনার নিকট আমি এই বিশ্বাসঘাতকের গ্রেপ্তারের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি।"

প্রেসিডেন্ট মোরেজ বলিলেন, "আমার মৌখিক আদেশ এই যে, আবশ্যক হইলে আপনি উহাকে গুলী করিতে পারেন।"

মিঃ ব্লেক রাইমারকে বলিলেন, "তোমার সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতি আমাকে যে আদেশ দান করিলেন তাহা তুমি স্বকর্ণে শুনিলে। এখন তুমি দুই হাত মাথার উপর তুলিয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া থাক; হাত নামাইলেই তোমাকে গুলী করিব। আমার বিশ্বাস, তোমার পকেটে পিস্তল আছে; এমন কি, বেকারের আসল ডায়েরিখানিও তোমার পকেট খুঁজিলে পাওয়া যাইবে বলিয়াই মনে হয়; কারণ আমি জানি তুমি কোন বহুমূল্য দ্রব্য পাইলে তাহা কাছ-ছাড়া কর না। টাই-গার! ইহার পাহারায় থাক্।"

টাইগার তৎক্ষণাৎ রাইমারের সম্মুখে আসিয়া তাহার পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িল, এবং ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া পুনঃ পুনঃ মুখব্যাদান করিতে লাগিল। রাইমার উভয় হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া সভয়ে টাইগারের সুতীক্ষ্ণ দন্তপংক্তির শোভা

নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সে মিঃ ব্লেকের আদেশ অগ্রাহ্য করিলে টাইগার তাঁহার ইঙ্গিতে মুহূর্ত্ত-মধ্যে তাহার বুকের উপর লাফাইয়া উঠিয়া তাহার টুঁটি ফুটা করিবে ইহা বুঝিতে পারিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল ; ইত্যবসরে মিঃ ব্লেক তাহার পকেট পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাইমারের একটি পকেট হইতে একটি ছয় টোটার পিস্তল (a six shooter) বাহির হইল। মিঃ ব্লেক তাহা নিজের পকেটে ফেলিলেন ; তাহা দেখিয়া রাইমার নিষ্ফল ক্রোধে দগ্ধ হইতে লাগিল। অতঃপর মিঃ ব্লেক তাহার আর এক পকেটে একখানি খাতা পাইলেন ; তাহাই মিঃ বেকারের স্বহস্ত-লিখিত ডায়েরি। রাইমার এই ডায়েরির নকল সিনর আন্‌রাডিসকে দিয়া, আসল ডায়েরিখানি নিজের কাছে রাখিয়াছিল এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই ডায়েরিখানি সে প্রেসিডেন্ট মোরেজের নিকট বিক্রয় করিয়া স্বার্থ-সিদ্ধি করিবে—এই উদ্দেশ্যে তাহা লইয়া আসিয়াছিল ; কিন্তু এখানে আসিয়া এ ভাবে বিপন্ন হইবে—ইহা তাহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। ডায়েরিখানিও মিঃ ব্লেকের হস্তগত হইল দেখিয়া রাইমার ক্রোধে ক্ষোভে অধীর হইয়া কাঁপিতে লাগিল ; কিন্তু টাইগারের সুতীক্ষ্ণ দন্তপংক্তিকে অগ্রাহ্য করিতে তাহার সাহস হইল না। অগত্যা সে স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

মিঃ ব্লেক রাইমারের পকেট হইতে পিস্তল ও ডায়েরি বাহির করিয়া লইয়া লেফ্‌টেনাণ্ট মেনডোজাকে সেই কক্ষে আহ্বান করিলেন।

লেফটেনাণ্ট মেনডোজা সেই কক্ষের বাহিরে প্রেসিডেন্টের আদেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল। সে মিঃ ব্লেকের আহ্বানে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল রাইমার দুই হাত মাথার উপর তুলিয়া নত মস্তকে দাঁড়াইয়া আছে, এবং টাইগার দাঁত বাহির করিয়া আরক্ত নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সক্রোধে গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছে!—এই দৃশ্য দেখিয়া লেফ্‌টেনাণ্ট মেন্‌ডোজার বিস্ময়ের সীমা রহিল না ; কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহস হইল না।

মিঃ ব্লেক লেফ্‌টেনাণ্ট মেনডোজাকে বলিলেন, "লেফটেনাণ্ট, রাষ্ট্রপতির আদেশে এই লোকটিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তুমি ইহাকে লইয়া গিয়া গারদে আবদ্ধ করিয়া রাখ ; উপযুক্ত পাহাড়ার ব্যবস্থা করিবে। এই ভদ্রলোকটি অসাধারণ চতুর,

এবং পাঁকাল মাছের মত পিচ্ছিল। আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া গলিয়া পলায়ন করিবার কৌশল উহার বিলক্ষণ জানা আছে; সুতরাং উহাকে যে কক্ষে আটক রাখিবে—সেই কক্ষের দ্বার জানালা সুদৃঢ় হওয়া প্রয়োজন।”

লেফ্‌টেনাণ্ট মেনডোজা বিনীত ভাবে বলিল, “আপনার উপদেশ আমার স্মরণ থাকিবে।”—তাহার পর সে দ্বার খুলিয়া দ্বারের বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দুইজন সশস্ত্র প্রহরীকে আহ্বান করিল। প্রহরীদ্বয় হল-ঘর হইতে সেই কক্ষে উপস্থিত হইলে লেফ্‌টেনাণ্ট মেনডোজা তাহাদিগকে নিম্নস্বরে সংক্ষিপ্ত উপদেশ প্রদান করিল; রাইমারের দুই বাহু ধরিয়া তাহারা কারাপ্রকোষ্ঠে লইয়া চলিল। সেই সময় ছদ্মবেশধারী স্মিথ মিঃ ব্লেকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছিল;—সে রাইমারকে সশস্ত্র প্রহরীদ্বয়ের সঙ্গে যাইতে দেখিয়া বিকট মুখভঙ্গি করিল; তাহার পর লেফ্‌টেনাণ্ট মেনডোজাকে অদূরে দেখিবামাত্র তাহার সম্মুখে আসিয়া নিজের পরিচয় দিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে নানা নূতন ও দুর্ব্বোধ্য রহস্যের আভাস পাইয়া লেফ্‌টেনাণ্ট মেনডোজার বিস্ময় ও কৌতূহল উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল। সে স্মিথকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া মিঃ ব্লেকের নিকট লইয়া গেল।

স্মিথ সেই কক্ষে একটি দীর্ঘকায় প্রাচীন ভদ্রলোককে দেখিয়া বুঝিতে পারিল তিনিই রাষ্ট্রপতি সিনর মোরেজ। স্মিথ তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখে উপুড় হইয়া পড়িয়া দেশীয় প্রথায় মাটীতে মাথা ঠুকিয়া অভিবাদন করিল। প্রেসিডেণ্ট মোরেজ সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিলেন, “এ আবার কে?—কোথা হইতে কি উদ্দেশ্যে এটা এখানে আসিয়া জুটিল?”

কিন্তু তিনি মিঃ ব্লেককে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই মিঃ ব্লেক স্মিথকে উঠিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, “স্মিথ, তোমার কার্য্য-নৈপুণ্যে আমরা বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি লোনির মারফৎ যে সকল সংবাদ পাঠাইয়াছিলে—তাহা ঠিক সময়েই পাওয়া গিয়াছে। তাহার কিছুকাল পরেই আমাদের পুরাতন বন্ধু রাইমার এখানে হঠাৎ উপস্থিত!”

স্মিথ বলিল, “হাঁ কর্ত্তা, আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি। এখানে আসিবার সময় দেখিলাম ছুটো কাচপোকা একটা তেলাপোকাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে!

রাইমার নিজেই ফাঁদের ভিতর আসিয়া ধরা দিল ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আউ-লিং-সংক্রান্ত যে সকল কথা লোনিকে বলিয়াছিলে তাহাও সে আমাকে বলিয়াছে। এ সকল কথা যে সম্পূর্ণ সত্য—ইহার অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছ কি ?”

স্মিথ বলিল. “হাঁ কর্ত্তা, এ সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “এই ছদ্মবেশে তোমার চেহারা যেরূপ বিশ্রী দেখাইতেছে —তাহাতে তোমাকে রাষ্ট্রপতির সম্মুখে বসিতে দিতেও আমি সঙ্কোচ বোধ করিতেছি ; তবে—যদি উনি অবস্থা-বিবেচনায় তোমার এই ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করেন——”

প্রেসিডেন্ট মোরেজ হাসিয়া বলিলেন, “হাঁ, স্মিথ আমার সম্মুখে বসিয়া সকল সংবাদ অসঙ্কোচে বলিতে পারে। আপনার এই সহকারীর কার্য্যদক্ষতার পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছি।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “স্মিথের কথা সত্য হইলে স্বীকার করিতে হইবে আমাদিগকে অবিলম্বে ভীষণ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। অগ্নিস্রোতেব সহিত শোণিতের স্রোত মিশিয়া নগর লোহিতাকার ধারণ করিবে।”

প্রেসিডেন্ট মোরেজ বলিলেন, “স্মিথ, শীঘ্র বল কি সংবাদ লইয়া আসিয়াছ।”

স্মিথ রাষ্ট্রপতি মোরেজের সম্মুখে মিঃ ব্লেকের পার্শ্বে বসিয়া পড়িল ; টাইগার পুনঃ পুনঃ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে স্মিথের দিকে চাহিয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছিল ; অবশেষে সে স্মিথের পায়ের কাছে আসিয়া দুই এক বার তাহার দেহের ঘ্রাণ লইল, এবং নির্ভয়ে তাহার হাঁটুতে মাথা ঘসিতে লাগিল। স্মিথ তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে মিঃ ব্লেককে যে সকল কথা বলিল, পাঠক পাঠিকাগণ তাহা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন।

রাইমার সিনর আন্‌রাডিসের সহিত গুপ্ত পরামর্শ শেষ করিয়া তাহার গৃহত্যাগ করিলে স্মিথ তাহার অনুসরণ করিয়াছিল। সেই প্রসঙ্গে স্মিথ বলিল, “রাইমার সিনর আন্‌রাডিসের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া, কোথায় যাইবে, কি করিবে, তাহা আমি বুঝিতে না পারিলেও, এটুকু বুঝিলাম যে, তাহার

অনুসরণ করিলে কোন না কোন নূতন বিষয়ের সন্ধান পাইব। সিনর আন্‌রাডিস তাহাকে প্রিন্স আউ-লিংএর কথা বলিয়াছিল, আউ-লিং এই নগরের অদূরে অরণ্যের ভিতর বহু সৈন্য লইয়া নগর-আক্রমণের ইঙ্গিতের প্রতীক্ষা করিতেছেন—এ কথা শুনিয়া রাইমারের কণ্ঠস্বরে যে উদ্বেগ ও আতঙ্ক ফুটিয়া উঠিয়াছিল—তাহা আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলাম। সিনর আন্‌রাডিসও তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে তাহার মানসিক চাঞ্চল্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।

"যাহা হউক, সে আন্‌রাডিসের গৃহত্যাগ করিয়া পথে আসিলে আমি কিছু দূরে থাকিয়া নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিলাম। সে নানা গলি ঘুরিয়া নগরের একপ্রান্তে উপস্থিত হইল; তাহার পর গলির ভিতর গিয়া একটি ক্ষুদ্র হোটেলে প্রবেশ করিল। আমি হোটেলের বাহিরে তাহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। প্রায় দশ মিনিট পরে সে হোটেলের বাহিরে আসিল; প্রথমে তাহাকে চিনিতে একটু কষ্ট হইল, কারণ এবার সে ছদ্মবেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছিল, দাড়িটা হোটেলে রাখিয়া আসিয়াছিল।

"আমি সেই হোটেল হইতে পুনর্ব্বার তাহার অনুসরণ করিলাম। কিছু কাল পরে আমি বুঝিতে পারিলাম সে প্রেসিডেণ্ট মহাশয়ের বাড়ীর দিকে আসিতেছে; কিন্তু সে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের সঙ্কল্প করিয়াছিল, তাহা তখনও বুঝিতে পারি নাই। আমার অনুমান হইয়াছিল—সে এই বাড়ীর উপর নজর রাখিতে আসিয়াছিল; কিন্তু অবশেষে দেখিলাম সে দেউড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। তখনও আমি তাহার অনুসরণে বিরত হইলাম না; কিন্তু দেউড়ীর প্রহরী তাহার সাদা মুখ দেখিয়া তাহাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে নিষেধ না করিলেও আমার কাল মুখ দেখিয়া আমাকে তাড়াইয়া দিতে উদ্যত হইল। আমি তাহাকে বলিলাম আমার মুখও সাদা, আমি ইউরোপীয়, মুখে রঙ্গ মাখিয়া 'নিগার' সাজিয়াছি; কিন্তু আমার কথা সে বিশ্বাস করিল না, আমাকে শত্রুপক্ষের গুপ্তচর সন্দেহে তাড়াইয়া দিল! অগত্যা আমি সেই স্থান ত্যাগ করিয়া বাগানের প্রাচীরের নিকট উপস্থিত হইলাম, এবং অনেক কষ্টে প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া আপনার নিকট আসিলাম। সেই সময় দেখিলাম ইঁদুর ছোলাভাজার

লোভে খাঁচায় প্রবেশ করিয়া ধরা পড়িয়াছে ; দুইজন প্রহরী তখন রাইমারকে হাজতে লইয়া যাইতেছিল। আপনি এখানে না থাকিলে সে নিশ্চয়ই ধরা পড়িত না।”

স্মিথের কথা শেষ হইলে রাষ্ট্রপতি মোরেজ চিন্তাকুল চিত্তে অস্ফুটস্বরে বলিলেন, “চীন দেশের কতকগুলা লোক আমাদের দেশে গোপনে প্রবেশ করিয়া দুর্গম অরণ্য কাটিয়া নগর বসাইল, উপনিবেশ স্থাপন করিল, সৈন্যদল গঠন করিল, অবশেষে এখন তাহারা ইকুয়েডর রাজ্য গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে ; অথচ এ সম্বন্ধে একটি কথাও কোন দিন আমরা জানিতে পারি নাই ! কি ভয়ানক কথা ! রাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা কি শোচনীয় ! আমরা যদি কৃষ্ণকায় দেশীয় প্রজাগণের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার না করিতাম, নরপশু ভাবিয়া তাহাদিগকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা না করিতাম, তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতাম—তাহা হইলে তাহারা চীনম্যানগুলার পক্ষ সমর্থন করিত না ; অন্ততঃ, তাহাদের গুপ্ত কথা আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে সতর্ক করিত। কিন্তু আমাদের হৃদয়হীন, কঠোর ব্যবহারেই তাহারা আমাদিগকে শত্রু মনে করে। চীনাম্যানেরা সদ্ব্যবহারে তাহাদিগকে বশীভূত করিয়াছে। এ দেশের আদিম অধিবাসিগণের প্রতি আমাদের দুর্ব্যবহার আধুনিক রাজনীতির একটা প্রকাণ্ড গলদ ; কিন্তু আমরা তাহা স্বীকার করিতে

বাহুবলে ও চোখ-রাঙ্গাইয়া কোন জাতিকে চিরদিন পদানত করিয়া রাখিবার আশা দুরাশামাত্র—বাহুবলের গর্ব্বে ইহা আমরা বিস্মৃত হই।—আজ আমাদিগকে এই অদূরদর্শিতা ও অবিমৃষ্যকারিতার ফলভোগ করিতে হইতেছে। অসংখ্য চীনাম্যান প্রশান্ত মহাসাগরের পর-পার হইতে আসিয়া গোপনে শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে ;—আজ তাহারা তাহাদের অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন প্রতিভাবান ও দূরদর্শী নায়ক দ্বারা পরিচালিত হইয়া দলবদ্ধ ভাবে সশস্ত্র আমাদের নগর-দ্বারে হানা দিয়াছে ! স্বদেশদ্রোহীরা স্বার্থলোভে তাহাদের দলে যোগদান করিয়াছে। আজ ইকুয়েডর রাজ্য বিপন্ন ; তাহার স্বাধীনতা, গৌরব, প্রতিষ্ঠা বিলুপ্ত হইলে তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, চীনাম্যানদের এই দলপতি অসাধ্য-সাধন-ক্ষম। শ্বেতাঙ্গ জাতির এরূপ ভীষণ শত্রু সমগ্র পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই! এসিয়াখণ্ড হইতে শ্বেতাঙ্গের উচ্ছেদই তাঁহার জীবনের ব্রত। এখন তিনি আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ক্রমে দক্ষিণ আমেরিকাকে চীন সাম্রাজ্যের অংশভুক্ত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার এই সঙ্কল্পে বাধা দান করিতে না পারিলে, আজ তাঁহার চেষ্টা সফল হইলে, আপনাদের যে পরাজয় হইবে—তাহা সমগ্র শ্বেতাঙ্গ জাতির পরাজয়।—ইহার ফল কিরূপ শোচনীয় হইবে তাহা ভাবিলে হৃদয় অবসন্ন হয়!"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া প্রেসিডেণ্ট মোরেজ চেয়ারে সোজা হইয়া বসিলেন, মুহূর্ত্তে যেন তাঁহার মোহ দূর হইল, তাঁহার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল; তিনি তাঁহার সম্মুখস্থ ডেস্কের প্রান্ত-সংস্থিত একটি বোতামে অঙ্গুলি-স্পর্শ করিলেন।

মুহূর্ত্ত-পরে সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া তাঁহার এডিকং লেফ্‌টেনাণ্ট মেন-ডোজা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন করিল।

সিনর মোরেজ বলিলেন, "সেনাপতি কষ্টা এখনও কি বাহিরের ঘরে বসিয়া আছেন?"

লেফ্‌টেনাণ্ট মেনডোজা বলিল, "হাঁ, তিনি আপনার আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছেন।"

সিনর মোরেজ বলিলেন, "তাঁহাকে অবিলম্বে আমার সঙ্গে দেখা করিতে বল।"

এডিকং লেফ্‌টেনাণ্ট মেনডোজা রাষ্ট্রপতি মোরেজকে অভিবাদন করিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। কয়েক মিনিট পরে সেনাপতি কষ্টা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া রাষ্ট্রপতিকে সসম্মান অভিবাদন করিলেন, এবং তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিলেন।

কষ্টা ইকুয়েডর রাজ্যের প্রধান সেনাপতি হইলেও বয়সে নবীন; কিন্তু তিনি সাহসী, সমরকুশল, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সেনানী। তাঁহার স্বদেশপ্রেম অতুলনীয়। রাষ্ট্রপতি মোরেজ এই বহুগুণান্বিত যুবককে কন্যা-সম্প্রদান করিয়াছিলেন। সেনাপতি কষ্টাকে তিনি পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন।

রাষ্ট্রপতি সেনাপতিকে তাঁহার সম্মুখে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। তাঁহাদের গুপ্ত পরামর্শের সময় স্মিথের সেখানে উপস্থিত থাকা অকর্ত্তব্য মনে করিয়া মিঃ ব্লেক স্মিথকে সেই কক্ষের বাহিরে গিয়া অপেক্ষা করিতে আদেশ করিলেন। স্মিথ তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিল।

দ্বার রুদ্ধ হইলে প্রেসিডেন্ট মোরেজ গম্ভীর ভাবে সেনাপতি কষ্টার নিকট আসন্ন বিপ্লব-সংক্রান্ত সকল কথা বিবৃত করিলেন। তাঁহাদের অবস্থা কিরূপ সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে—তাহা শ্রবণ করিয়া সেনাপতিরও মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর ভাব ধারণ করিল।

প্রেসিডেন্ট মোরেজ সেনাপতিকে সকল অবস্থা বুঝাইয়া দিয়া অবশেষে বলিলেন, "এখন তোমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমার আদেশ শুনিয়া রাখ। এখানে যে সকল সৈন্য সংগ্রহ করিতে পার, তাহাদিগকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে বল। সমগ্র ফৌজ তিন দলে বিভক্ত করিবে। (three detachments) সান্ মিগুয়েল হইতে এ নগরে আসিবার যে পথ আছে, এক দল সেই পথ রক্ষা করিবে; কারণ শত্রুসৈন্য সেই পথে আসিয়া নগর আক্রমণের চেষ্টা করিবে। দ্বিতীয় দল নগরের উত্তরাংশে থাকিয়া নগর রক্ষা করিবে; কারণ আন্‌রাডিস নগরের উত্তরাংশের কতকগুলি বিদ্রোহীকে দলভুক্ত করিয়া লইবে—এরূপ আশঙ্কা আছে। সেই দিকে যদি বিদ্রোহভাবাপন্ন নগরবাসীরা দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য দলবদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ বিচ্ছিন্ন ও বিতাড়িত করিবে। যদি কেহ বাধা দানের চেষ্টা করে, তাহাকে গুলী করিবে। (shoot down any who resist) তৃতীয় সৈন্যদল গবর্মেণ্টের প্রাসাদের সম্মুখে ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া প্রাসাদ রক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকিবে।—আমি এই শেষোক্ত দলের পরিচালন-ভার গ্রহণ করিব।

"এই ভাবে সৈন্য-সন্নিবেশের ব্যবস্থা করিয়া জনকুড়ি সৈন্য সিনর আন্‌রাডিসকে গ্রেপ্তারের জন্য তাহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিবে। গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের অপরাধে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া এখানে পাঠাইবে। এই কাজ শেষ করিয়া তুমি প্রথম দলের পরিচালন-ভার গ্রহণ করিবে।

আমি প্রাসাদ রক্ষার ব্যবস্থা শেষ করিয়া সসৈন্ত তোমার সহিত যোগদান করিব।”

রাষ্ট্রপতির কথা শেষ হইলে সেনাপতি কষ্টা তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিবেন, এমন সময় দূরে ‘গুড়ুম’ ‘গুড়ুম’ শব্দে বহুসংখ্যক বন্দুক একসঙ্গে গর্জ্জন করিয়া নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। সেই শব্দ শুনিয়া সকলেই বুঝিলেন—বিদ্রোহীগণ যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে ; শোণিত-লোলুপ রণদানব শৃঙ্খলমুক্ত হইয়াছে !

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মিঃ ব্লেকের যুদ্ধযাত্রা ও বিপ্লব দমন

যুগপৎ শত বন্দুকের গম্ভীর নির্ঘোষ শ্রবণে রাষ্ট্রপতি মোরেজ, সেনাপতি কষ্টা, এবং মিঃ ব্লেক তিনজনেই বিস্ময়াভিভূত হইয়া ক্ষণকাল নির্ব্বাক রহিলেন; কিন্তু প্রেসিডেণ্ট মোরেজ মুহূর্ত্ত-মধ্যে আত্মসংবরণ করিয়া সেনাপতিকে বলিলেন, "আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই বিদ্রোহীদের যুদ্ধ-ঘোষণার সংবাদ পাইলাম! উত্তম, ইহাতে আমাদের নিরুৎসাহ হইবার কারণ নাই। আমার আদেশ পালনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কর। আমি সেনানায়কের পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া অবিলম্বে তৃতীয় সৈন্যদলের নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করিব।"

অনন্তর তিনি মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, আপনি কি এই যুদ্ধে যোগদান করিবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমাকে কোন ভার প্রদান করিলে বড়ই আনন্দিত হইব; চিরদিন গোয়েন্দাগিরি করিয়া আসিয়াছি বটে, কিন্তু আমার লক্ষ্য সহজে ব্যর্থ হয় না, এবং প্রাণভয়েও আমি কাতর নহি। সুতরাং আশা করি উপস্থিত সঙ্কটে আমি আপনাদিগকে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারিব।"

রাষ্ট্রপতি মোরেজ বলিলেন, "তাহাই যথেষ্ট; আপনি কি আমার সঙ্গে থাকিয়া আমাকে সাহায্য করিবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার সঙ্গে থাকা প্রার্থনীয় হইলেও আপনার যদি আপত্তি না থাকে তাহা হইলে আমি সেনাপতি কষ্টার অধীনে সান মিগুয়েলের পথ রক্ষা করিতে যাইতে পাইলে আনন্দিত হইব।"

মোরেজ বলিলেন, "আমার তাহাতে আপত্তি নাই।"

সেনাপতি ব্লেককে বলিলেন, "আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট স্থানগুলিতে

সৈন্যসমাবেশের ব্যবস্থা করিতে পারিব। আপনি প্লাজা বলিভারের সন্নিহিত মধ্যসেনানিবাসে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।”

সেনাপতি প্রস্থান করিলে মিঃ ব্লেক রাষ্ট্রপতি মোরেজকে বলিলেন, “আপনি আমাকে সেনানীর পরিচ্ছদ দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন?”

সিনর মোরেজ বলিলেন, “অনায়াসে; আপনি আমার সঙ্গে চলুন।”

মিঃ ব্লেক সিনর মোরেজের সহিত অদূরবর্ত্তী কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অনেকগুলি সামরিক কর্ম্মচারী সেখানে স্ব স্ব পদোচিত পরিচ্ছদে সজ্জিত হইতেছিলেন। কেহ কেহ রণসজ্জা শেষ করিয়া তরবারির ধার পরীক্ষা করিতেছিলেন। সিনর মোরেজের এডিকং লেফ্টেনাণ্ট মোরেজ ব্যস্তভাবে চারি দিকে ঘুরিয়া পরিচারকবর্গকে সময়োচিত আদেশ প্রদান করিতেছিল। সে প্রেসিডেণ্টের দেহরক্ষী সৈন্যগণের লেফ্টেনাণ্ট। এই সকল সৈন্য অসাধারণ সাহসী, ও সুদক্ষ ইংরাজ সৈন্যের ন্যায় রণকুশল; অশ্বপরিচালনে তাহারা আরবের ন্যায় সুনিপুণ।”

মিঃ ব্লেক স্মিথকেও সেখানে দেখিতে পাইলেন; তিনি স্মিথকে সঙ্গে লইয়া প্রেসিডেণ্টের পরিচ্ছদাগারে প্রবেশ করিলেন। একজন আর্দ্দালী প্রেসিডেণ্টের ইঙ্গিতে তাঁহাদের সঙ্গে চলিল।

আর্দ্দালী প্রেসিডেণ্টের আদেশে মিঃ ব্লেককে অশ্বারোহী সৈনিকের পরিচ্ছদ আনিয়া দিল; স্মিথকেও একটি পরিচ্ছদ প্রদান করা হইল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সকলে যোদ্ধবেশে সজ্জিত হইলেন। তাঁহাদের কোমরবন্দে তরবারি, হস্তে পিস্তল।

তখন নগরের উত্তরাংশে ক্রমাগত গুলী চলিতেছিল। বন্দুকের গম্ভীর গর্জ্জন তাঁহাদের কর্ণকুহরে পুনঃ পুনঃ প্রবেশ করিতে লাগিল। কয়েক মিনিট পরেই সেনাপতি কষ্টার বিগলধ্বনি শুনিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, সেনাপতি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে বহু অশ্বের ক্ষুরশব্দ তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল। অশ্বারোহী সৈন্যগণ প্রেসিডেণ্টের প্রাসাদ রক্ষার জন্য প্রাসাদ বেষ্টন করিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইল। সহস্রাধিক অশ্বের পৃষ্ঠে

সোনি মিঃ ব্লেকের প্রতিদ্বন্দ্বীর গ্রীবা লক্ষ্য করিয়া সবেগে ছোরা নিক্ষেপ করিল। (১৩৩ পৃষ্ঠা)।

অস্ত্রধারী সৈনিকবৃন্দ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত। সকলেরই হৃদয় উন্মাদনা ও উদ্দীপনায় পূর্ণ।

লেফ্‌টেনাণ্ট মেনডোজা প্রেসিডেণ্টের সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "রাষ্ট্রপতি, আপনার রেজিমেণ্ট প্রাসাদদ্বারে সমাগত। কাপ্তেন কুইলো বাহিরে দাঁড়াইয়া আপনার আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহার সৈন্যদলের পরিচালন-ভার আপনি গ্রহণ করিবেন কি ?"

সিনর মোরেজ বলিলেন, "হাঁ, আমি স্বয়ং এই সকল সৈন্য পরিচালিত করিব লেফ্‌টেনাণ্ট ! আমি শীঘ্রই বাহিরে যাইতেছি। তুমি মিঃ ব্লেককে অশ্বে আরোহণ করাইযা মধ্য সেনানিবাসে সেনাপতি কষ্টার নিকট লইয়া যাও।"

লেফ্‌টেনাণ্ট মেনডোজা মিঃ ব্লেকের দিকে চাহিয়া বলিল, "রাষ্ট্রপতি আপনাকে কাপ্তেনের পরিচ্ছদ প্রদান করিযাছেন, সুতরাং আপনাকে আমি কাপ্তেন বলিযা সম্বোধন করিতে বাধ্য। কাপ্তেন ব্লেক, আপনার কি আদেশ বলুন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমাকে ও আমার সহকারী স্মিথকে অবিলম্বে সেনাপতির নিকট লইয়া চল। স্মিথ, তুমি আমার সঙ্গেই থাকিবে কি ?"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, কর্ত্তা! সেই জন্যই আমি টাইগারকে ঘরের ভিতর বাঁধিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। তাহার জন্য আমার কোন চিন্তা নাই।"

তাঁহারা তিনজনে প্রেসিডেণ্টকে অভিবাদন করিয়া ঘরের বাহিরে আসিলেন। লেফ্‌টেনাণ্ট মেনডোজার আদেশে তিনটি অশ্ব আনীত হইলে তাঁহারা তাহাতে আরোহণ করিলেন। লেফ্‌টেনাণ্ট মেনডোজা মিঃ ব্লেক ও স্মিথকে তাহার অনুসরণ করিতে অনুরোধ করিল।

লেফ্‌টেনাণ্ট অশ্বারোহী সৈন্যদলের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে মিঃ ব্লেককে বলিল, "দূরে বন্দুকের শব্দ শুনিতেছেন ? সেনাপতি কষ্টার প্রথম দল উত্তর দিকে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে। আমি তাহাদের বন্দুকের শব্দ চিনি, কাপ্তেন ব্লেক !"

চারি দিক হইতে অশ্বারোহী সৈনিকেরা সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া সবেগে

নগরের উত্তরাংশে ধাবিত হইল। সকলেরই মনের ভাব 'কি হয় কি হয় রণে, জয় পরাজয়!'—সৈন্যেরা চলিতে চলিতে উৎসাহে হুঙ্কার দিতেছিল, কেহ অকারণ গুলী চালাইতেছিল, কেহ উন্মুক্ত তরবারি ঊর্দ্ধে প্রসারিত করিয়া সবেগে আস্ফালন করিতেছিল। চারি দিকে মার মার কাট কাট শব্দ! প্রলয়পয়োধির ভৈরব কল্লোল যেন বায়ুতরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছিল।

মিঃ ব্লেক ও স্মিথ যখন লেফ্‌টেনান্ট মেনডোজার সঙ্গে সেনানিবাসে প্রবেশ করিলেন তখন সৈন্যদল সান মিগুয়েলের রাস্তার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। প্রথমে পল্টনের পর পল্টন রাইফেল কাঁধে তুলিয়া, সমতালে পা ফেলিয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ধাবিত হইল; তাহার পর অশ্বারোহী সৈন্যদল উপল-প্রতিহত পার্ব্বত্য নির্ঝরের ন্যায় লাফাইতে লাফাইতে যুদ্ধক্ষেত্রের অভিমুখে অগ্রসর হইল। তাহাদের পশ্চাতে কামানের গাড়ী। চারিটি ম্যাক্সিম কামান যুদ্ধ-ক্ষেত্রে চলিল। সর্ব্বশেষে সেনাপতি কষ্টা ও তাঁহার সহযোগীবর্গ। মিঃ ব্লেককে দেখিয়া সেনাপতি কষ্টা তাঁহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। মিঃ ব্লেক ও স্মিথ সেই দলে যোগদান করিলে লেফটেনান্ট মেনডোজা সেনাপতি কষ্টাকে ও কাপ্তেন ব্লেককে অভিবাদন করিয়া নিজের সৈন্যদলে যোগদন করিতে চলিল।

সান মিগুয়েলের রাস্তার ধারে একটি প্রশস্ত প্রান্তর ছিল। সৈন্যদল সেনাপতির আদেশে সেই স্থানে ব্যূহ রচনা করিয়া শত্রুদলের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। পদাতিক সৈন্যেরা সর্ব্বাগ্রে দণ্ডায়মান হইল; অশ্বারোহী সৈন্যদল তাহাদের পশ্চাতে সজ্জিত রহিল। আর একদল বন্দুকধারী সেই স্থানের অট্টালিকা সমূহের ছাদে উঠিয়া শত্রুপক্ষের দর্শনাশায় বন্দুক-হস্তে পথের দিকে চাহিয়া রহিল। গুলীবর্ষণে ধাবমান শত্রুগণের গতিরোধ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। কামানগুলিও যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইল। মুহূর্ত্ত-মধ্যে তাহারা অনল উদ্গিরণের জন্য প্রস্তুত রহিল।

স্মিথ অশ্বারোহী সৈন্যদলে স্থান পাইল। মিঃ ব্লেক সেনাপতির সহকারীদের দলে রহিলেন; কিন্তু শত্রুসৈন্যগণ কি ভাবে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবে,

তাহাদের সংখ্যা কত, কে তাহাদিগকে পরিচালিত করিবে—সেনাপতি কষ্টা তাহা জানিতে পারিলেন না। তিনি ও তাঁহার সৈন্যদল দূর হইতে তাহাদের বন্দুকের নির্ঘোষ শুনিয়া তাহাদের শক্তির পরিমাণ স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইল—তিনি অন্ধকারে বুনো হাঁস শিকার করিতে আসিয়াছেন! (had come on a wild goose chase.)

কয়েক মিনিট পরে অন্ধকারাচ্ছন্ন অরণ্যের অন্তরাল হইতে তাঁহাদের উপর এক ঝাঁক গুলী বর্ষিত হইল। আউ-লিং তাঁহার সহযোগীর ইঙ্গিতে প্রথমেই কষ্টার সৈন্যদলকে আক্রমণ করিলেন। অতঃপর সেনাপতির আদেশে ম্যাক্সিম কামান হইতে বজ্রনাদী গোলা-বর্ষণ আরম্ভ হইল। ছাদের উপর হইতে অরণ্য লক্ষ্য করিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী বর্ষিত হইতে লাগিল। তাহার পর আউ-লিংএর সৈন্যেরা সেই গোলাগুলী-বর্ষণ অগ্রাহ্য করিয়া সবেগে কষ্টার সৈন্যদলকে আক্রমণ করিল। সম্মুখ যুদ্ধ আরম্ভ হইল; কিন্তু সেনাপতি কষ্টার অধিকাংশ সৈন্য বুঝিতে পারিল না—তাহাদের আততায়ী শ্বেতাঙ্গ নহে, পীতাঙ্গ চীনাম্যান। তাহারা মনে করিল বিদ্রোহী স্বদেশবাসীরাই তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। আউ-লিংএর সঙ্গে কামান ছিল না; কষ্টার ম্যাক্সিম কামান হইতে গোলা বর্ষিত হইয়া চীনাম্যানদের বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। আহত সৈন্যগণের আর্ত্তনাদে রণক্ষেত্র প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আউ-লিংএর সৈন্যদল প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন করিয়া বিপুল বিক্রমে অগ্রসর হইল। তাহাদের অসীম সাহস, অনুপম যুদ্ধ-কৌশল দেখিয়া গুণগ্রাহী বীরপুরুষ কষ্টা মনে মনে প্রশংসা করিলেন। তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল—এই সকল পীতাঙ্গ সৈন্য উপযুক্ত সেনানায়ক কর্ত্তৃক পরিচালিত হইলে একদিন শ্বেতাঙ্গ জাতি-সমূহকে বিপন্ন করিবে। বলে বা কৌশলে তাহাদিগকে পরাভূত করা অসম্ভব হইবে। এই পীতাঙ্গের দল এক দিন রুসিয়ার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিল—এ কথা তাঁহার স্মরণ হইল। জাপানীরা শ্বেতাঙ্গ জাতিসমূহের নিকট বীরের সম্মান লাভ করিয়াছিল; কিন্তু চীনও যে শৌর্য্যে বীর্য্যে জাপানী সৈন্য অপেক্ষা হীন নহে—আজ তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন।

সেনাপতি কষ্টার অশ্বারোহী সৈন্যদল শত্রুসৈন্যকে আক্রমণ করিবার জন্য সবেগে ধাবিত হইল। সেনাপতির আদেশে পদাতিকদল অশ্বারোহী সৈন্যদলের অনুসরণ করিল। অশ্বারোহী সৈন্যেরা তরবারি কোষমুক্ত করিয়া গম্ভীর গর্জ্জনে শত্রু-সৈন্যের উপর নিপতিত হইল। মিঃ ব্লেক দেখিলেন, স্মিথও শত্রু-সৈন্যের বিরুদ্ধে অশ্ব পরিচালিত করিল। পরিস্ফুট জ্যোৎস্নালোকে তাহাকে তিনি সহজেই চিনিতে পারিলেন। স্মিথ তরবারি আস্ফালন করিয়া উন্মাদের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জনে সম্মুখে ধাবিত হইল দেখিয়া মিঃ ব্লেক তাহার বিপদের আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হইলেন। তিনিও পূর্ব্বোক্ত জঙ্গল অভিমুখে সবেগে ধাবিত হইলেন। সেনাপতি কষ্টা তখন বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। মিঃ ব্লেক তাঁহার পার্শ্বে স্থান গ্রহণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে দলে দলে সৈন্য বন্দুকের গুলীতে নিহত হইতে লাগিল। আহতের কাতর আর্ত্তনাদে তাঁহার কর্ণ বধির হইল। তিনি তাঁহার পার্শ্বে, সম্মুখে, পশ্চাতে মৃত্যুর অশ্রান্ত স্রোত দেখিয়া বিচলিত হইলেন; কারণ এ ভাবে নরহত্যার দৃশ্যে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না।

মিঃ ব্লেক সমর-নিরত শত্রুসৈন্যর মধ্যে প্রিন্স আউ-লিংএর সন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহাকে কোন দিকে দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার ইচ্ছা ছিল—তাঁহাকে দেখিতে পাইলে বলেন, 'অদ্য যুদ্ধ ত্বয়া ময়া।' তিনি মনে করিয়াছিলেন সেই নিশীথকালে সম্মুখ যুদ্ধেই তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান হইবে; পৃথিবী ব্লেক-হীন বা আউ-লিংহীন হইবে; কিন্তু তাঁহার সেই আশা পূর্ণ হইল না।

মিঃ ব্লেক তখন শত্রুসৈন্য কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়া তিনজন চীনাম্যান তাঁহার উদ্যত তরবারি-মুখে প্রাণ হারাইল। অবশেষে একজন অস্ত্রধারী চীনাম্যান তাঁহার অশ্বের পার্শ্বে আসিয়া তাঁহার পঞ্জর বিদীর্ণ করিবার জন্য সঙ্গীন উদ্যত করিল। ঠিক সেই সময় একজন অশ্বারোহী চীনাম্যান আততায়ীর সুদীর্ঘ তরবারি মস্তকের উপর ঘূর্ণিত দেখিয়া, তিনি তাহার আক্রমণ প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; সুতরাং

যে পীতাঙ্গ সৈনিক তাঁহাকে সঙ্গীন বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহার আক্রমণে বাধাদান করা তাঁহার অসাধ্য হইল। তিনি বুঝিলেন এবার আর তাঁহার রক্ষা নাই!

মিঃ ব্লেক সহসা পার্শ্বে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া একটি কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। তাঁহার মনে হইল সেই মূর্ত্তি হঠাৎ ভূগর্ভ বিদীর্ণ করিয়া সেই স্থানে উত্থিত হইয়াছে। তাহার হাতে একখানি তীক্ষ্ণধার দীর্ঘ ছোরা; তাহার সুশাণিত ফলা চন্দ্রকিরণে ঝকমক করিয়া উঠিল। সে সেই ছোরা চক্ষুর নিমেষে মিঃ ব্লেকের প্রতিদ্বন্দ্বীর গ্রীবা লক্ষ্য করিয়া সবেগে নিক্ষেপ করিল; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর গ্রীবা প্রায় দ্বিখণ্ডিত হইল, তাহার মুণ্ড বুকের উপর ঝুলিয়া পড়িল—এবং তাহার দেহ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইল। তাহার বন্দুক-সংলগ্ন সঙ্গীন মিঃ ব্লেকের অশ্বের জীনে বিদ্ধ হইয়া মরণাহত বীরের শিথিল হস্ত হইতে খসিয়া পড়িল। মিঃ ব্লেক আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাঁহার জীবনদাতার মুখের দিকে চাহিয়া চিনিতে পারিলেন—সে লোনি।

মিঃ ব্লেক লোনিকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের অবসর পাইলেন না; কারণ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ভূতলশায়ী হইবামাত্র আর একজন অশ্বারোহীর সুদীর্ঘ তরবারি তাঁহার মস্তকের ঊর্দ্ধে উদ্যত হইল। মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ তাঁহার অশ্ব আততায়ীর অশ্বের দিকে ঠেলিয়া দিয়া তরবারি দ্বারা তাহার আঘাত প্রতিহত করিলেন। তাহার পর উভয়ের অসিযুদ্ধ আরম্ভ হইল। অসিদ্বয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে তাহাদের ফলা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উত্থিত হইল। (The fire flew as the blades rang against each other.)

এইভাবে কয়েক মিনিট যুদ্ধের পর মিঃ ব্লেক হঠাৎ রেকাবদলে ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধে প্রচণ্ডবেগে আঘাত করিলেন; সেই আঘাতে হতভাগ্য অশ্বারোহী সৈনিকের হাতখানি দ্বিখণ্ডিত হইয়া তরবারিসহ ভূপতিত হইল। অশ্বারোহী যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে ঢলিয়া পড়িয়া হেটমুণ্ডে ঝুলিতে লাগিল; অশ্ব তাহাকে লইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।

অতঃপর মিঃ ব্লেক সম্মুখে অগ্রসর হইয়া অন্য শত্রুকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন—এমন সময় সেনাপতি কষ্টাকে অদূরে দেখিতে পাইলেন। সেনাপতি কষ্টা প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া দানবের ন্যায় মহা পরাক্রমে যুদ্ধ করিতেছিলেন; কিন্তু শত্রুসৈন্য বর্ষার গিরিনদীর জলস্রোতের ন্যায় সবেগে সেনাপতির সৈন্যদলের উপর নিপতিত হইয়া ছত্রভঙ্গ করিল। প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহাদের জয়ের আশা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল।

সেনাপতি কষ্টার পদাতিক সৈন্যেরা প্রথমে মনে করিয়াছিল—তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাহাদেরই স্বদেশবাসী, স্বদেশের লোক বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়াছে; কিন্তু শীঘ্রই তাহাদের ভ্রম দূর হইল। অসংখ্য পীতবর্ণ শত্রু মহাপরাক্রান্ত সুশিক্ষিত ইউরোপীয় সৈন্যের ন্যায় অদ্ভুত রণকৌশল প্রদর্শন করিতেছে দেখিয়া তাহারা আতঙ্কে মুহ্যমান হইল। সেনাপতি কষ্টা ও তাঁহার সহযোগীরা যখন তাহাদের আতঙ্ক দূর করিয়া শত্রুর সম্মুখে বাধাদানের জন্য উৎসাহিত করিলেন, তখন শত্রুসৈন্য তাহাদের ব্যূহ ভেদ করিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া স্মিথকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না; সে জীবিত আছে কি না তাহাও বুঝিতে পারিলেন না। সেনাপতির অশ্বারোহী সৈন্যেরা সর্ব্বপ্রথমে যখন চীনাম্যানদের আক্রমণ করিয়াছিল—সেই সময় স্মিথ সবেগে অশ্ব পরিচালিত করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিল; মিঃ ব্লেক তাহা দেখিতে পান নাই।

স্মিথ অরণ্যে প্রবেশ করিবার অব্যবহিত পরে শত্রুসৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। একজন চীনা-সৈনিকের নিক্ষিপ্ত গুলীতে তাহার অশ্ব নিহত হয়; সে ভূতলে লাফাইয়া পড়িয়া দেখিল শত্রুসৈন্য কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াছে! সে দক্ষিণ হস্তে তরবারি ও বামহস্তে পিস্তল চালাইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল; কিন্তু অবশেষে শত্রুর তরবারিতে আহত হইয়া সে ভূতলশায়ী হইল। সেই মুহূর্ত্তে এক জন চীনাম্যান তাহার মস্তকচ্ছেদনের জন্য তরবারি তুলিল। স্মিথ প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া তাহাকে গুলী করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহার অবসন্ন হস্ত হইতে পিস্তল খসিয়া পড়িল। স্মিথ বুঝিল আর তাহার জীবনের আশা নাই,

শত্রুর তরবারিতে তাহার মস্তক মুহূর্ত্তেই দেহচ্যুত হইবে; কিন্তু আততায়ীর তরবারি তাহার দেহ স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই তাহার আততায়ীর ছিন্নমুণ্ড ধরাতল চুম্বন করিল! স্মিথ চক্ষু মেলিয়া বিহ্বল·দৃষ্টিতে দেখিল, লোনি শোণিতসিক্ত তরবারি হস্তে তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। লোনির তরবারির অব্যর্থ আঘাতে স্মিথের প্রতিদ্বন্দ্বীর মস্তক গ্রীবা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল।

অতঃপর লোনি স্মিথকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া অদূরবর্ত্তী তৃণক্ষেত্রে প্রবেশ করিল, এবং সুদীর্ঘ তৃণরাশির অন্তরালে অদৃশ্য হইল। লোনি নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইয়া স্মিথকে তৃণরাশির উপর শয়ন করাইল, এবং তাহার আহত হস্তে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিল; এ জন্য সে তাহার জামাটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক এ সকল কথা জানিতে পারিলেন না, জানিতে পারিলেও তিনি তখন স্মিথকে সাহায্য করিতে পারিতেন না; কারণ তাঁহার সৈন্যদলের অবস্থা তখন শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। সেনাপতি কষ্টা যুদ্ধজয়ের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিলেও চীনাম্যানদের পরাক্রমে ও রণকৌশলে তাঁহার সৈন্যগণ ভগ্নোৎসাহ হইয়া জয়ের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিল। অসংখ্য চীনাসৈন্যের আকস্মিক আবির্ভাবে পূর্ব্বেই তাহারা আতঙ্কবিহ্বল হইয়াছিল, তাহার উপর তাহাদের সাহস বীরত্ব ও অদ্ভুত রণকৌশলের পরিচয় পাইয়া কষ্টার সৈন্যমণ্ডলীর ধারণা হইল তাহারা দৈব-শক্তিসম্পন্ন এবং অপরাজেয়; এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া সেনাপতি কষ্টার সৈন্য-মণ্ডলী পলায়নের সঙ্কল্প করিল। মিঃ ব্লেক বুঝিলেন যদি তাহারা পলায়ন করে— তাহা হইলে সিনর আন্‌রাডিসের আশা পূর্ণ হইবে। প্রেসিডেন্ট মোরেজ নিহত বা বন্দী হইবেন, এবং ইকুয়েডর রাজ্য আউ-লিংএর পদানত হইবে। তাহার ফলে দক্ষিণ আমেরিকায় পীতাঙ্গের প্রভাব বিস্তৃত হইবে। এই পরাজয়ের ফল অতি ভীষণ!

এই সময় সেনাপতি কষ্টার দশ বার জন সৈন্য অস্ত্র ত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে উদ্যত হইল। সেনাপতি কষ্টার আদেশে যখন তাহারা ফিরিল না, তখন সেনাপতি ও তাঁহার সহকারীরা তাহাদের কয়েকজনকে গুলী করিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না; সেনাপতি কষ্টার শত শত সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক তরবারি-হস্তে তাহাদের পলায়নে বাধাদানের চেষ্টা করিলেন, তাহাদিগকে ফিরিতে আদেশ করিলেন ; কিন্তু আতঙ্কবিহ্বল সৈন্যগণ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। তাহারা দলে দলে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিতে লাগিল।

এই সময় মিঃ ব্লেক পশ্চাতে শত্রুসৈন্যের বিকট রণহুঙ্কার শ্রবণ করিয়া সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ; তিনি দেখিলেন একদল অশ্বারোহী সৈন্য অরণ্যের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছে ! তাহাদের সকলের অগ্রে একজন চীনাম্যান পীতবর্ণ পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া, একটি প্রকাণ্ড ও তেজস্বী অশ্বে আরোহণ করিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী অশ্বারোহী সৈন্যগণকে পরিচালিত করিতেছিলেন। তাঁহার হস্তে কোষমুক্ত দীর্ঘ তরবারি, মুখে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, নয়নে বিদ্যুতের প্রভা। মিঃ ব্লেক মুহূর্ত্তে এই পীতবর্ণ পুরুষসিংহকে চিনিতে পারিলেন।—তিনি প্রিন্স আউ-লিং।

সেনাপতি কষ্টার সৈন্যদল ভগ্নোৎসাহ হইয়া যখন পলায়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেই মুহূর্ত্তে আউ-লিং তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিবার জন্য সসৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। তিনি এতক্ষণ পর্য্যন্ত অরণ্যের অন্তরালে থাকিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

আউ-লিং সেনাপতি কষ্টার অবশিষ্ট সৈন্যদল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া মিঃ ব্লেকের সম্মুখ দিয়াই নগরের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তিনি যে অবিলম্বে সিনর আনরাডিসের সহিত মিলিত হইবেন, এ বিষয়ে মিঃ ব্লেকের বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

মিঃ ব্লেক মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিত ভাবে অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া রহিলেন ; তাহার পর কতকগুলি নিহত অশ্ব ও সৈনিকের ধরালুণ্ঠিত দেহের উপর অশ্ব পরিচালিত করিয়া সেনাপতি কষ্টার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তখন চতুর্দ্দিকে ভীষণ গণ্ডগোল ও কোলাহল; কে কাহার কথায় কর্ণপাত করে?—মিঃ ব্লেক সেনাপতির গা-ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার হাত ধরিয়া কানে কানে বলিলেন, "সেনাপতি, আমাদের পরাজয় অপরিহার্য্য ; আমরা এখনই সদলে বিধ্বস্ত হইব। ঐ দেখুন, চীনা সৈন্যদলের অধিনায়ক, মহাপরাক্রান্ত আউ-লিং বহু অশ্বারোহী

সৈন্য লইয়া নগরে প্রবেশ করিতেছেন। উনি আমার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। উঁহার সহিত আমার শত্রুতা আজ নূতন নহে; এবং আমি এত সহজে উঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। আপনি যদি আমাকে পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী সৈন্য দ্বারা সাহায্য করেন, তাহা হইলে আমি শেষবার চেষ্টা করিয়া দেখি। আপনি দয়া করিয়া আমাকে আমার ভাগ্য-পরীক্ষার সুযোগ প্রদান করুন!"

সেনাপতি দুঃখে ক্ষোভে অপমানে অধীর হইয়াছিলেন; শত্রুনাশ করিয়া রণক্ষেত্রে দেহ পাত করিবেন, তথাপি পরাজয় স্বীকার করিবেন না, ইহাই তখন তাঁহার একমাত্র সঙ্কল্প হইয়াছিল। তিনি বিকৃত স্বরে বলিলেন, "পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী? অসম্ভব! আমি এ সময় একজন অশ্বারোহী দিয়াও আপনাকে সাহায্য করিতে পারিব না। আপনি একাকী দশজনের সমান, আপনিও এই সঙ্কটকালে আমাকে ত্যাগ করিবেন না, ইহাই আমার অনুরোধ।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না সেনাপতি, সম্মুখ যুদ্ধে জয়ের আশা নাই, ইহা আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন; এখন যদি কৌশলের সাহায্যে আমি এই স্রোত ফিরাইতে পারি, তাহাতে আপনি বাধা দিবেন না। রাষ্ট্রপতি যোরেজ আমার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছেন—আমার স্বাধীন ইচ্ছায় কেহই বাধা দিবেন না। আপনি তাঁহার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবেন না।"

সেনাপতি কষ্টে বলিলেন, "তাহাই হউক, আপনি পঞ্চাশজন অশ্বারোহী লইয়া গিয়া যাহা করিতে পারেন করুন। আমি শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া এই স্থলেই দেহ পাত করিব। রাষ্ট্রপতির নিকট পরাজয়ের বার্ত্তা বহন করা অপেক্ষা মৃত্যুকে বরণ করা আমি শ্রেয়স্কর মনে করি।"

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহী সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "আমি পঞ্চাশজন অশ্বারোহী লইয়া নগরে প্রবেশ করিব। জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া কোন্ পঞ্চাশজন আমার সঙ্গে যাইবেন, তাঁহারা তরবারি উত্তোলন করুন।"

প্রথমে দুইজন, তাহার পর পাঁচজন, এইরূপে ক্রমে পাঁচ মিনিটের মধ্যে

পঞ্চাশজন অশ্বারোহী নিষ্কাসিত তরবারি ঊর্দ্ধে তুলিয়া মিঃ ব্লেকের অনুসরণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। মিঃ ব্লেক তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া দ্রুত বেগে আউ-লিংএর অনুসরণ করিলেন।

পঞ্চাশজন অশ্বারোহী মিঃ ব্লেকের সঙ্গে চলিল বটে, কিন্তু সকলেই বুঝিল—তাহারা জীবন বিসর্জ্জন করিতে যাইতেছে। আউ-লিং বহু অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া নগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন; তাহাদের বিরুদ্ধে পরিশ্রান্ত, আহত, হতাবশিষ্ট পঞ্চাশজন অশ্বারোহী কি করিতে পারে? সকলেরই মনে হইল কাপ্তেন ব্লেকের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে, তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে।

কিন্তু নগরে প্রবেশ করিয়া, সেই মুষ্টিমেয় অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আউ-লিংকে আক্রমণ করা মিঃ ব্লেকের উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি জানিতেন আরও দুইদল সৈন্য নগর-রক্ষায় নিযুক্ত আছে; কিন্তু তাহারা কি অবস্থায় আছে তাহা তাঁহার জানিবার উপায় ছিল না। তবে আউ-লিংএর অশ্বারোহী সৈন্যেরা আন্‌রাডিসের দলভুক্ত বিদ্রোহীদের সহিত সম্মিলিত হইলে তাহাদের অবস্থা যে অত্যন্ত শোচনীয় হইবে, ইহা তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

মিঃ ব্লেক মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, যদি প্রেসিডেণ্টের দুইদল সৈন্য ইতিপূর্ব্বে আন্‌রাডিসের সৈন্যদলকে পরাজিত করিয়া থাকে—তাহা হইলে আউ-লিংএর অশ্বারোহীরা নগরে প্রবেশ করিয়াও হঠাৎ কোন সুবিধা করিতে পারিবে না; আর যদি জয় লাভ করিয়া থাকে তাহা হইলে নগররক্ষার আশা নাই, পরাজয় অপরিহার্য্য। রাষ্ট্রপতি মোরেজ বন্দী হইবেন, চীনাম্যানেরা নগর লুণ্ঠন করিবে, প্রাসাদ দগ্ধ করিবে।

আউ-লিং নগরের মধ্য-সেনাবারিকের নিকট সসৈন্য উপস্থিত হইয়া মিঃ ব্লেকের মুষ্টিমেয় অশ্বারোহীদলকে দেখিতে পাইলেন; কিন্তু তাহারা পরাজিত পলাতক সৈন্য মনে করিয়া তিনি তাহাদের দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না। তাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সাহস করিবে—ইহা তিনি বিশ্বাস করিলেন না।

আউ-লিংএর সৈন্যদল নগর-মধ্যস্থ একটি প্রকাণ্ড ফাঁকা যায়গায় আসিয়া

দাঁড়াইল; মিঃ ব্লেক সদলে তাহাদের অদূরে দণ্ডায়মান হইলেন। সেই সময় নগরের উত্তর প্রান্তে বন্দুক-নির্ঘোষ আরম্ভ হইল; সেই শব্দ শুনিয়া আউ-লিংএর অশ্বারোহী সৈন্যদল সেই দিকে ধাবিত হইল। মিঃ ব্লেক দেখিলেন, একজন মাত্র অশ্বারোহী একাকী সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। পথের আলোকে অশ্বারোহীর পীত পরিচ্ছদ-মণ্ডিত দীর্ঘ দেহ দেখিয়া মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন—এই অশ্বারোহী আউ-লিং।

অশ্বারোহী সৈন্যেরা অদৃশ্য হইলে আউ-লিং বিপরীত দিকে ধাবিত হইলেন। মিঃ ব্লেক আউ-লিংএর গুপ্ত অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাঁহার দলস্থ একজন যুবক অশ্বারোহীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "তোমরা দুই দলে বিভক্ত হও; পঁচিশ জন নগরের উত্তরাংশে গিয়া সেখানকার সৈন্যদের জানাও তাহাদের সাহায্যের জন্য একদল সৈন্য আসিতেছে—তাহারা শীঘ্রই উহাদের দলে যোগ-দান করিবে। কোন কারণে যেন যুদ্ধ বন্ধ করা না হয়। অন্য পঁচিশজন প্রেসিডেন্টের প্রাসাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সেখানকার সৈন্যদেরও ঐ সংবাদ দিবে। তাহারাও যেন নিরুৎসাহ হইয়া যুদ্ধ বন্ধ না করে। এখন এই কৌশল ভিন্ন জয় লাভের অন্য উপায় নাই। চীনাম্যানদের চালবাজীর উপর আমাদিগকে এই চাল দিতে হইবে। আরও এক ঘণ্টা; যদি আর একঘণ্টা যুদ্ধ চালাইতে পার— তাহা হইলে আমরা জয়লাভ করিতেও পারি। সম্মুখ যুদ্ধে জয়লাভ করিতে না পারিলেও প্রকারান্তরে আমরা জয়ী হইতে পারিব এরূপ আশা আছে। এখন আমি ঐ পীতাঙ্গ অশ্বারোহীর অনুসরণ করিব; ঐ ব্যক্তিই চীনাম্যানদের অধিনায়ক ও পরিচালক।"

মিঃ ব্লেক অশ্বারোহী যুবককে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া দ্রুতবেগে আউ-লিংএর অনুসরণ করিলেন। মিঃ ব্লেক বুঝিয়াছিলেন, আউ-লিং সিনর আনরাডিসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার বাড়ীতেই যাইতেছেন!

এই বিষয়ে মিঃ ব্লেক এরূপ নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন যে, অতঃপর অশ্বের বেগ সম্বরণ করিয়া ধীরে চলিলেও কোন ক্ষতির আশঙ্কা করিলেন না। কিন্তু তিনি যে কৌশল অবলম্বন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, যদি তাহা নিষ্ফল

হয় তাহা হইলে তাঁহাকে জীবনের আশা ত্যাগ করিতে হইবে বুঝিয়া তাঁহার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইল; তিনি জানিতেন প্রাচ্য মহাদেশে আসিয়া শ্বেতাঙ্গ জাতি যখনই বাহুবলে জয়লাভ করিতে অসমর্থ হইয়াছে, তখনই কৌশলে কার্য্যোদ্ধার করিয়াছে। প্রাচ্যের রাষ্ট্রনায়ক আউ-লিংএর সহিত সম্মুখ যুদ্ধে পারাজিত হইয়া কৌশলে অর্থাৎ প্রতারণার সাহায্যে তাঁহাকে পরাস্ত করিবার জন্ম মিঃ ব্লেকের আগ্রহ প্রবল হইল।

মিঃ ব্লেক আন্‌রাডিসের গৃহের সম্মুখে আসিয়া দেখিলেন—বিজয়ের সকল চিহ্নই সেখানে বর্ত্তমান। অশ্বারোহী বার্ত্তাবহের দল ব্যগ্রভাবে চারি দিকে ছুটাছুটি করিতেছে; কয়েকজন সৈনিক যুবক দ্বারপ্রান্তে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দ্বার রক্ষা করিতেছে; সিনর আন্‌রাডিসের তোরণ-শীর্ষে সাধারণতন্ত্রের পতাকা উড্ডীন হইতেছে। সিনর আন্‌রাডিস যে অচিরে রাষ্ট্রপতি হইবেন, সেই রাত্রেই সকলকে তাহা বুঝাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

মিঃ ব্লেকের পরিধানে কাপ্তেনের পরিচ্ছদ থাকিলেও তাঁহাকে সন্দেহ করিবার কারণ ছিল না, বিদ্রোহীদের অনেকেই সাধারণতন্ত্রের সমর বিভাগের পরিচ্ছদে সজ্জিত ছিল। তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া দেউড়ীতে প্রবেশ করিলে আন্‌রাডিসের একজন পার্শ্বচর তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া যুদ্ধের শেষ সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বিদ্রোহী দলের সেনানায়ক বলিয়াই তাহার ধারণা হইয়াছিল। মিঃ ব্লেক তাহাকে বলিলেন, 'দুঃসংবাদ।'—তিনি ব্যস্তভাবে আন্‌রাডিসের অট্টালিকার বারান্দায় উঠিয়া কয়েকজন সৈনিককে দেখিতে পাইলেন; তাহারা যুদ্ধের সংবাদ আদান-প্রদানকার্য্যে নিযুক্ত ছিল। তিনি তাহাদের কাহাকেও আউ-লিংএর আগমন-সংবাদ জিজ্ঞাসা না করিয়া একজন সৈনিককে বলিলেন, "আমাদের ভাবী প্রেসিডেন্ট সিনর আন্‌রাডিস কোন কক্ষে বসিয়া কাজ কর্ম্ম করিতেছেন বলিতে পার?"

সৈনিক যুবক একটি কক্ষের দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া বলিল, "প্রেসিডেন্ট এখন ঐ কক্ষে আছেন; কিন্তু পাস না দেখাইয়া কাহারও সেখানে প্রবেশ করিবার আদেশ নাই।"

মিঃ ব্লেক কোন কথা না বলিয়া সেই কক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহাকে দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া দুইজন সশস্ত্র প্রহরী তাঁহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল।

মিঃ ব্লেক তাহাদের ধাক্কা দিয়া সরাইয়া বলিলেন, "ওরে নির্ব্বোধ, সরিয়া দাঁড়া, আদব-কায়দা দেখাইবার সময় এখনও আসে নাই। প্রেসিডেন্টের নিকট অত্যন্ত জরুরি সংবাদ লইয়া আসিয়াছি, বিলম্বে তাঁহার অনিষ্ট হইবে।"

মিঃ ব্লেকের তাড়া খাইয়া প্রহরীদ্বয় ভড়কাইয়া গেল। তাহারা কি করিবে তাহা স্থির করিবার পূর্ব্বেই মিঃ ব্লেক দ্বারের হাতল ঠেলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন, এবং চক্ষুর নিমেষে ভিতর হইতে দ্বারের চাবি বন্ধ করিলেন। তাহার পর তিনি কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন সিনর আন্‌রাডিস ও প্রিন্স আউ-লিং একখানি প্রককাণ্ড টেবিলের কাছে পাশাপাশি বসিয়া নত মস্তকে কতকগুলি কাগজপত্র পরীক্ষা করিতেছেন।

মিঃ ব্লেকের পদশব্দ শুনিয়া উভয়েই মুখ তুলিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। সিনর আন্‌রাডিস মিঃ ব্লেককে দেখিয়া ক্রোধে হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন; কিন্তু আউ-লিং সম্পূর্ণ অচঞ্চল দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "প্রেসিডেন্ট আন্‌রাডিস, আপনার প্রহরীদের কি বিন্দুমাত্র কর্ত্তব্যজ্ঞান নাই? আমার প্রহরী বিনানুমতিতে কাহাকেও আমার সম্মুখে আসিতে দিলে আমি সেই প্রহরীর প্রাণদণ্ড করি।"

আন্‌রাডিস আউ-লিংএর মন্তব্যে মর্ম্মাহত হইয়া মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে কট্‌মট্ করিয়া চাহিতে লাগিলেন! তাঁহার ধারণা হইল—আগন্তুক তাঁহারই দলের লোক; কিন্তু লোকটা কোন্ সাহসে বিনা-এত্তেলায় তাঁহার সম্মুখে আসিল? মিঃ ব্লেককে কাপ্তেনের পরিচ্ছদে সজ্জিত দেখিয়া হঠাৎ তাঁহাকে অপমানসূচক কোন কথা বলিতে আন্‌রাডিসের সাহস হইল না; কারণ তাঁহার অধীন বিদ্রোহীদের তখনও হাতে রাখা তিনি আবশ্যক মনে করিলেন। কাপ্তেনের অপমান করিলে তাহার রেজিমেণ্ট পর্য্যন্ত তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিতে পারে;—তাহা তিনি প্রার্থনীয় মনে করিলেন না।

মিঃ ব্লেক এই ভাবে সেই কক্ষে অনধিকার-প্রবেশ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, পকেট হইতে একটি সিগারেট বাহির করিয়া তাহা মুখে গুঁজিলেন !—তাঁহার এই চূড়ান্ত বেয়াদপি 'রাষ্ট্রপতি' আন্‌রাড্রিসের অসহ্য হইল। তিনি মিঃ ব্লেককে একটা শক্ত গালি দিতে উদ্যত হইয়াছেন—এমন সময় মিঃ ব্লেক টুপিটা খুলিয়া ফেলিয়া পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিলেন, এবং তাহা বাগাইয়া ধরিয়া প্রিন্স আউ-লিংকে বলিলেন, "প্রিন্স, আপনি যে ভাবে আপনার প্রহরীদের মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা করেন, তাহা প্রাচ্যের স্বেচ্ছাচারী নরপতিগণেরই চরিত্রগত বিশেষত্ব ; সিনর আন্‌রাডিস প্রেসিডেণ্টের পদ লাভ করিলেও, এইরূপ নরহত্যায় অভ্যস্ত হইতে তাঁহার অনেক সময় লাগিবে।"

আন্‌রাডিস সক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "উপরওয়ালার সঙ্গে রসিকতা ! কে হে তুমি বেয়াদপ্ ! তোমার মতলব কি ?"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়াই আউ-লিং তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন ; তথাপি তিনি বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না। তিনি স্থির দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মিঃ ব্লেক সিনর আন্‌রাডিসকে বলিলেন, "আমার মতলব এই যে, আপনি গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করায় এবং বিদ্রোহ-ঘোষণা করায় আপনাকে গ্রেপ্তার করিলাম। আপনি বুদ্ধিমান হইলে আমার হস্তে আত্মসমর্পণের নিদর্শন-স্বরূপ আপনার তরবারি কোষমুক্ত করিয়া সম্মুখের টেবিলে রাখিতে বিলম্ব করিবেন না।"

সিনর আন্‌রাডিস তরবারি আস্ফালন করিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তুমি কি পাগল, না আমার সঙ্গে ধাপ্পাবাজি করিতে আসিয়াছ ? তুমি জান না, আজ যুদ্ধে আমি জয়লাভ করিয়াছি, ইকুয়েডর রাজ্য আজ আমার করতলগত ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, আমি জানি আপনার বশীভূত বিদ্রোহী সৈন্তেরা প্রিন্স আউ-লিং-পরিচালিত পীত সৈন্তমণ্ডলীর সাহায্যে আজ জয়লাভ করিয়াছে, আজ ইকুয়েডর রাজ্য আপনার করতলগত ; কিন্তু আপনাদের উভয় নেতার মস্তক এই মুহূর্ত্তে আমার করতলগত তাহা কি এখনও বুঝিতে পারেন নাই ?—আপনারা

আরও জানিয়া রাখুন আমার এই পিস্তলটি টোটাভরা।" (and this revolver, I might add, is loaded.)

আন্‌রাডিস মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া লাফাইয়া উঠিলেন; কিন্তু মিঃ ব্লেক তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "স্থির হইয়া বসুন মহাশয়! আপনি সাহায্যলাভের আশায় যে মুহূর্ত্তে আপনার অনুচরবর্গকে এই কক্ষে আহ্বান করিবেন, সেই মুহূর্ত্তেই আপনার মস্তক লক্ষ্য করিয়া গুলী করিব। তাহার ফলে আমি বিপন্ন হইতে পারি; কিন্তু আপনার অনুচরেরা আপনাকে জীবিত দেখিতে পাইবে না। আমার যাহা বলিবার আছে শুনুন; তাহা শুনিলে আপনার কতকটা মঙ্গলের আশা আছে। আপনি আপনার হিতৈষী বন্ধু প্রিন্স আউ-লিংকে জিজ্ঞাসা করিলে উনি আমার উক্তিরই সমর্থন করিবেন।"

প্রিন্স আউ-লিং এইবার সর্ব্বপ্রথম কথা বলিলেন; তিনি সিনর আন্‌রাডিসকে বলিলেন, "সিনর, মন সংযত করুন; এখন মাথা গরম করিয়া ফল নাই। এই ভদ্রলোকের কি বলিবার আছে শুনুন। আমি উঁহাকে জানি; উঁহার কার্য্য-প্রণালীর সহিতও আমার পরিচয় আছে। আমি উঁহার কথা শুনিতে আপত্তি করিতাম না।"

সিনর আন্‌রাডিস হতাশভাবে বসিয়া পড়িয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "তোমার কি বলিবার আছে বল। তোমার স্পর্দ্ধা অসহ্য!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি এই রাজ্যের প্রেসিডেণ্টের পদ লাভ করিবার জন্য যে সকল ষড়যন্ত্র করিয়াছেন, তাহা নির্ব্বিঘ্নে সফল হইয়াছে বটে; কিন্তু ষড়যন্ত্র করিবার সময় আপনার দুইটি ত্রুটি হইয়াছিল—তাহা লক্ষ্য করেন নাই। একটি ত্রুটি এই যে, প্রিন্স আউ-লিং এই রাজ্যের দুর্গম অরণ্যে গোপনে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন—এই সংবাদটি যে ব্যক্তির নিকট ক্রয় করিয়াছিলেন, সে কিরূপ বিশ্বাসঘাতক ও প্রতারক, এ বিষয়ের সন্ধান না লইয়াই আপনি তাহার কথায় নির্ভর করিয়াছিলেন! দ্বিতীয় ত্রুটি, আপনি আজ রাত্রে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবেন—এই সংবাদ তাহার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। আপনার সেই বিশ্বাসের

পাত্রটি এখন কারাগারে আবদ্ধ আছে। আপনি মনে করিয়াছেন আপনার অভিষ্ট-সিদ্ধি হইয়াছে; কিন্তু আপনার এই ধারণা ভুল।

"প্রিন্স আউ-লিং, আপনার সম্বন্ধে এইমাত্র বলিতে পারি—আপনি যে প্রকাণ্ড ভ্রম করিয়াছেন—তাহার পরিচয় পাইয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি; আপনার ন্যায় বহুদর্শী কুট রাজনীতিজ্ঞ এরূপ ভ্রমে পতিত হইবেন—ইহা আমার ধারণার অতীত! আপনি আমেরিকায় সমগ্র শ্বেতাঙ্গজাতির অজ্ঞাতসারে যে বিরাট ব্যাপারে হস্তক্ষেপণ করিয়াছিলেন, তাহা সাফল্যমণ্ডিত করিবার শক্তি যদি কোন ব্যক্তির থাকে—তবে আপনিই সেই ব্যক্তি; অন্যের ইহা ধারণার অতীত। কিন্তু কেবল দশ সহস্র সৈন্যের সাহায্যে আপনার জীবনের ব্রত সফল করিবার চেষ্টা করিয়া নিতান্ত মূঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন প্রিন্স! আপনি আশা করিয়াছিলেন সিনর আন্‌রাডিসকে বশীভূত করিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হইবেন; সিনর আনরাডিস আপনার গুপ্ত উপনিবেশ-স্থাপনের সংবাদ গোপন করিবার জন্য আপনার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবেন। সেই সুযোগে আপনার উপনিবেশের সীমা ক্রমেই বিস্তৃততর হইবে, সেই উপনিবেশে প্রবাসী চীনাম্যানের সংখ্যা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইবে; অথচ আমেরিকার অন্যান্য রাজ্যের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরা সেই সংবাদ জানিতে পারিবে না, এবং কেহই আপনার কার্য্যে বাধা দিবে না!—বস্তুতঃ আপনি ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করিলে আর এক বৎসরের মধ্যেই লক্ষ লক্ষ স্বদেশীয় সৈন্য গোপনে এখানে আমদানী করিয়া তাহাদের সাহায্যে পানামাখালে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিতেন; (the canal would have been at your mercy) কিন্তু আপনার অদূরদর্শিতা ও অবিমৃষ্যকারিতার জন্য আমি আপনার এই স্বপ্ন ভঙ্গ করিবার সুযোগ পাইয়াছি। আপনার সাম্রাজ্য-প্রসারণের চেষ্টা আমি পুনর্ব্বার ব্যর্থ করিতে সমর্থ হইলাম।"

আউ-লিং সহজস্বরে বলিলেন, "কিরূপে?"—মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া তাঁহার একটি শিরাও কম্পিত হইল না; তাঁহার মুখভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হইল না। মিঃ ব্লেক তাঁহার অটল ধৈর্য্যে বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কিরূপে?—তাহা আপনার নিকট প্রকাশ করিতে আমার আপত্তি নাই প্রিন্স! আপনি ও সিনর আন্‌রাডিস

যদি বিনা সর্ত্তে আমার দাবীতে সম্মত না হন, তাহা হইলে আমি এরূপ ব্যবস্থা করিব—যাহার ফলে দক্ষিণ আমেরিকায় পীতাঙ্গজাতির চিহ্নমাত্র বর্ত্তমান রহিবে না, সমগ্র পীত সৈন্যের সহিত আপনাকে বিধ্বস্ত হইতে হইবে। সমগ্র আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ জাতিসমূহ ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সকে ইকুয়েডর রাজ্যের শাসনভার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিবে, এবং ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এই সুযোগ পরিত্যাগ করিবে না। বিশেষতঃ পৃথিবীতে শ্বেতাঙ্গের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ থাক—ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। আমি আপনার গুপ্ত ষড়যন্ত্রের সংবাদ প্রকাশ করিলে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স ও কানাডা রাজ্য হইতে প্রত্যেক চীনাম্যান বিতাড়িত হইবে। ইহাতে আপনার দীর্ঘকালের চেষ্টা যত্ন পরিশ্রম ব্যর্থ হইবে, আপনার চিরজীবনের আশা বিফল হইবে—এ কথা বোধ হয় আপনি অস্বীকার করিবেন না।

"সিনর আন্‌রাডিসকে আমার যে প্রস্তাব গ্রহণ করিতে হইবে—সেই প্রস্তাব তাঁহার স্বার্থের বিরোধী, তাঁহার সম্মানের হানিকর, কিন্তু যদি উঁহার প্রাণ বাঁচাইবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে আমার প্রস্তাবে সম্মত হওয়া ভিন্ন উঁহার গত্যন্তর নাই।"

আন্‌রাডিস গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "প্রাণরক্ষার জন্য আমাকে অসম্মানজনক প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইবে? তোমার এই স্পর্দ্ধা অমার্জ্জনীয়।"

মিঃ ব্লেক ধীরস্বরে বলিলেন, "দুর্ব্বল অপরাধী প্রবলের স্পর্দ্ধা অবনত মস্তকে সহ্য করিতে বাধ্য।"

আউ-লিং বলিলেন, "হাঁ দুর্ব্বলকে কামান বন্দুকের স্পর্দ্ধা অবনত মস্তকে সহ্য করিতে হয়; বিশেষতঃ যেখানে এক পক্ষ নিরস্ত্র ও অন্য পক্ষ সশস্ত্র। যাহা হউক, আপনার প্রস্তাবটি কি, বলুন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি ইকুয়েডর রাজ্যের আরণ্য প্রদেশে যে গুপ্ত উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন, সেই উপনিবেশ বাসী সমুদয় চীনাম্যানদের লইয়া আপনি এই রাজ্য ত্যাগ করিবেন, এবং সিনর আন্‌রাডিস তাঁহার তরবারি আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া নিজেকে আমার বন্দী বলিয়া স্বীকার করিবেন।"

আউ-লিং বলিলেন, “এই হীনতার বিনিময়ে আমরা কি পাইব ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “এই রাজ্যে আপনি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, এ সংবাদ ইউরোপ বা আমেরিকার কোন শ্বেতাঙ্গজাতি জানিতে পারিবে না ; সুতরাং পৃথিবীর সকল শ্বেতাঙ্গজাতি সাধারণ স্বার্থের অনুরোধে আপনাদের বিরুদ্ধে একযোগে অস্ত্রধারণ করিয়া আপনাদিগকে বিধ্বস্ত করিবে—তাহার সম্ভাবনা থাকিবে না। সিনর আন্‌রাডিস আমার হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেও তাঁহার জীবনের জন্য আমি দায়ী থাকিব ; তবে তাঁহাকে বিদ্রোহাপরাধে ইকুয়েডর রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইতে হইবে।”

আউ-লিং বলিলেন, “যদি আপনার প্রস্তাবে অসম্মত হই ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তাহা হইলে পীতাঙ্গজাতির এই উপনিবেশ স্থাপনের এবং গোপনে ইকুয়েডর রাজ্য আক্রমণ ও অধিকারের সংবাদ আজ রাত্রেই তারযোগে সমগ্র পৃথিবীতে বিঘোষিত হইবে ; এবং প্রশান্ত মহাসাগরে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের যে বিশাল নৌ-বহর আছে—তাহাদের কামান হইতে গোলা বর্ষিত হইয়া গুয়াকুইল ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইবে। তাহার পর আপনাদের উপনিবেশ ও পীতাঙ্গ ঔপনিবেশিকগণের অবস্থা কিরূপ হইবে—তাহা অনুমান করা আপনাব পক্ষে কঠিন হইবে না।”

আন্‌রাডিস সক্রোধে বলিলেন, “তোমার মত পতঙ্গ যে ভয় প্রদর্শন করিতেছে—তাহা কি কখন কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবে ?—না, এ সমস্তই ধাপ্পাবাজি। তুমি কে যে সিজর বা নেপোলিয়নের মত লম্বা লম্বা বুলি ঝাড়িতেছ !”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমার কথা কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তি আছে কি না তাহা প্রিন্স আউ-লিং জানেন।”

আন্‌রাডিস আর আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, “সকল আশাই যখন ফুরাইল, তখন মরিবার পূর্ব্বে তোমার মুণ্ডপাত করি।”—তিনি সবেগে অসি নিষ্কাসিত করিয়া মিঃ ব্লেককে হত্যা করিতে উদ্যত হইলেন ; কিন্তু প্রিন্স আউ-লিং চক্ষুর নিমেষে আন্‌রাডিসের হাত হইতে তরবারি কাড়িয়া

রাষ্ট্রপতি মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "কাপ্তেন ব্লেক, আপনি লেফ্‌টেনাণ্ট মেনডোজাকে আদেশ করুন, এই স্বদেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতককে যেন অবিলম্বে কারাপ্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করা হয়।"

মিঃ ব্লেক লেফ্‌টেনাণ্ট মেনডোজাকে ডাকিয়া বন্দী আনরাডিসকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। আনরাডিস পলায়নের চেষ্টা করিবে না অঙ্গীকার করায় তাহার হাতে হাতকড়ি দেওয়া হইল না। তাহারা উভয়ে সেই কক্ষ ত্যাগ করিলে মিঃ ব্লেক পরাজয়ের পর কি কৌশলে জয় লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার ধাপ্পায় চীনের চালবাজি কি ভাবে বিফল হইয়াছে—তাহার বিস্ময়াবহ আমূল বৃত্তান্ত বিবরণ প্রেসিডেণ্ট মোরেজের গোচর করিলেন।

তাঁহার কথা শেষ হইবার পর মুহূর্ত্তেই বহু অশ্বারোহী সৈন্য প্রাসাদদ্বারে সমাগত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "প্রেসিডেণ্টের জয়! জয়, কাপ্তেন ব্লেকের জয়!—বিদ্রোহীরা পরাজিত হইয়াছে। পীত সৈন্য পলায়ন করিয়াছে।"

প্রেসিডেণ্ট মোরেজ মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "আসুন, কাপ্তেন ব্লেক! আজ নৈশ দরবারে আপনার আসন আমার আসনের দক্ষিণে।"

*   *   *   *   *

লোনি গভীর রাত্রে স্মিথকে মিঃ ব্লেকের নিকট লইয়া আসিল। স্মিথের আঘাত সংঘাতিক না হইলেও অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তাহার দেহ দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়াছিল। মিঃ ব্লেক প্রাসাদের একটি কক্ষে সুকোমল শয্যায় তাহাকে শয়ন করাইয়া লেফটেনাণ্ট মেনডোজাকে সঙ্গে লইয়া কারাপ্রকোষ্ঠে রাইমারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন।

রাইমার তখন অন্ধকারাচ্ছন্ন কারা-প্রকোষ্ঠে অবনত মস্তকে বসিয়া ভাগ্য-বিড়ম্বনার কথা চিন্তা করিতেছিল। মেনডোজা কক্ষদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া হাতের বাতি উচু করিয়া ধরিল। মিঃ ব্লেক রাইমারকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "রাইমার, প্রিন্স আউ-লিং আজ তোমাকে হাতে পাইলে কিরূপ যন্ত্রণা দিয়া তোমাকে হত্যা করিতেন—তাহা তুমি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছ। এতদ্ভিন্ন, তুমি লোনির প্রতি যেরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছ—তাহা তোমার সুবিদিত।

সে আমাদের যে উপকার করিয়াছে—তাহার প্রতিদানস্বরূপ তোমাকে তাহার হস্তে সমর্পণের জন্য আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছে। সে তোমাকে হাতে পাইলে স্বহস্তে তোমার শিরশ্ছেদন করিবে এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ; কিন্তু তোমার অপরাধ অমার্জনীয় হইলেও আমি তোমাকে তাহার হস্তে অর্পণ করিতে অসম্মত। একজন কৃষ্ণাঙ্গ যে একজন শ্বেতাঙ্গকে হত্যা করিবে—ইহা আমার অসহ্য। আমি তোমাকে মুক্তিদান করিলাম; তুমি এই মুহূর্তেই পলায়ন কর। লোনি তোমার সন্ধান পাইলে তোমার মৃত্যু অনিবার্য্য।"

কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বাইমার সেই রাত্রেই পলায়ন করিল। লোনি তাহাকে হত্যা করিতে না পারায় ক্ষুব্ধ হইল; কিন্তু প্রেসিডেণ্ট মোরেঞ্জ তাহাকে প্রচুর পরিমাণে বস্ত্রাদি, আয়না, স্ফুতির মালা, চুড়ি, চিরুণী প্রভৃতি উপহার দান করিয়া তাহার স্বদেশে প্রেরণ করিলেন। তাহাদের বিবেচনায় তদ্রূপ মূল্যবান সম্পত্তি জগতে আর কিছুই নাই! কয়েক দিন পরে মিঃ ব্লেক স্মিথ ও টাইগার সহ ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন।

সমাপ্ত